বিদ্যাপতি

সূচি পত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিদ্যাপতি।

বয়ঃ সন্ধি	..	১
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ	...	৬
শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ	...	১৯
শ্রীরাধার রূপ	...	৩১
অভিসার (শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা)	...	৩৪
মিলন	...	৩৯
বসন্তলীলা	...	৪১
প্রেমবৈচিত্র	...	৫৯
মান	...	৬৭
মানান্তে	...	৮১
মিলন (মানান্তে)	...	৮৯
বিরহাশঙ্কা	..	৯৭
বিরহ	..	৯৯
ভাবসম্মিলন	..	১২৭
সম্ভোগ	...	১৫৪
প্রার্থনা	...	১৩৪

বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট।

প্রথম মিলন	...	১৩৭
গোপনে মিলন	...	১৩৮
শ্রীরাধার বিরহ	...	১৩৯
লঘমান	...	১৩৯
	...	[illegible]

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
প্রেমোন্মাদ	...	১৫৩
সম্ভোগ	...	১৫৮

কবিরঞ্জন।

সম্ভোগ	...	১৯৫

বসন্ত রায়।

বিবিধ রস	...	১৬১
রাসলীলা	...	১৭৭

১৩৪৯

বিদ্যাপতি।

বয়ঃ সন্ধি।

১।

(তিরোতা)

শৈশব যৌবন দুহুঁ (১) মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন নেল (২)॥
বচনক চাতুরি লহু লহু (৩) হাস।
ধরণীয়ে (৪) চাঁদ করত পরকাশ॥
মুকুর লেই অব করত শিঙ্গার (৫)।
সখিরে পুছই (৬) কৈছে (৭) সুরত বিহার॥

১। দুহুঁ—উভয়ে।

২। শ্রবণক ইত্যাদি—দৃষ্টি শ্রবণের পথ অবলম্বন করিল; অপাঙ্গ দৃষ্টি আরম্ভ হইল। শ্রবণক—শ্রবণের। নেল—লইল।

৩। লহুলহু—লঘু লঘু। (প্রাকৃত)।

৪। ধরণীয়ে—ধরণীতে।

৫। মুকুর ইত্যাদি—এখন মুকুর লইয়া বেশ ভূষা করিতেছে। অব (হিন্দী)—এক্ষণে; শিঙ্গার (হিন্দী)—বেশভূষা।

৬। পুছই (পৃচ্ছতি)—জিজ্ঞাসা করে।

৭। কৈছে (হিন্দী—কয়সা)—কেমন।

নিরজনে উরজ হেরই (৮) কত বেরি (৯)।
হাসত আপন পয়োধর হেরি ॥
পহিল বদরি সম পুন নব রঙ্গ (১০)।
দিনে দিনে অনঙ্গ উঘারয়ে (১১) অঙ্গ ॥
মাধব পেখনু (১২) অপরূপ বালা।
শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি (১৩)।
দুহুঁ একযোগ ইহকো কহে সেয়ানী (১৪) ॥

২।

(তিরোতা—ধানশী ৮)

শৈশব যৌবন দরশন ভেল।
দুহুঁ দল বলে ধনি (১) দ্বন্দ্ব পড়ি গেল ॥
কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি (২)।

৮। হেরই—দেখে। ৯। বেরি—বার।

১০। পহিল ইত্যাদি—প্রথম বর্ষার মত নূতন নূতন ভাব ভঙ্গী প্রকাশ করিতে লাগিল। বদরি (হিন্দী)—বর্ষা। নবরঙ্গ শব্দে নারাঙ্গা লেবু অভিধানে থাকিলে, এই চরণের অন্যরূপ অর্থ হয়। কিন্তু বদরি শব্দের বর্ষা অর্থও সুপ্রসিদ্ধ নহে।

১১। উঘারয়ে—প্রকাশিত করে। "আগোরয়ে অঙ্গ" এই রূপ পাঠে অনঙ্গ অঙ্গসকল অধিকার করিতে লাগিল, এই অর্থ। "উগারয়ে" পাঠও কোথাও দেখা যায়।

১২। পেখনু—দেখিলাম। ১৩। অগেয়ানি—অজ্ঞান।

১৪। চতুর লোকে ইহাকে উভয় বয়সের একযোগ কহে। সেয়ানী—চতুর। ইহকো—ইহাকে।

১। ধনি! শ্রীকৃষ্ণ কোন সখীকে বলিতেছেন।

২। কবহুঁ ইত্যাদি—কখন কেশ বন্ধন করে কখন এলাইয়া দেয়। [illegible]। বিথারি—বিস্তার করে।

কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ   কবহুঁ উঘারি (৩) ॥
থির নয়ন   অথির কছু (৪) ভেল।
উরজ উদয় থল   নালিম (৫) দেল ॥
চরণ চঞ্চল,   চিত চঞ্চল ভাণ (৬)।
জাগল মনসিজ   মুদিত-নয়ান (৭) ॥
বিদ্যাপতি কহে   শুন বরকান।
ধৈরজ ধরহ   মিলায়ব আন (৮) ॥

৩।

(ধানশী।)

খেলত না খেলত   লোক দেখি লাজ
হেরত না হেরত   সহচরী মাঝ (১) ॥
শুন শুন মাধব   তোহারি দোহাই।
বড় অপরূপ আজু   পেখনু রাই ॥
মুখরুচি মনোহর   অধর সুরঙ্গ।
ফুটল বান্ধুলি (২)   কমলক সঙ্গ ॥

৩। উঘারি—উদ্ঘাটন করে, অনাবৃত করে।

৪। কছু—কিছু।

৫। নালিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ।

৬। চরণ ইত্যাদি—চঞ্চল চরণ চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ করিল।

৭। জাগল ইত্যাদি—মুদিত-নয়ন (অর্থাৎ এতকাল নিদ্রিত) মনসিজ জাগিলেন।

৮। আন—আনিয়া।

১। খেলত ইত্যাদি—মাঝ—খেলার সময় হউক বা না হউক লোক দেখিলে লজ্জিত হয় ও সহচরীগণের মধ্যে থাকিয়া একবার দৃষ্টি করে ও তখনি অপর দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করে।

২। বান্ধুলি—(বন্ধুক) রক্তবর্ণ পুষ্প।

লোচন জনু থির ভৃঙ্গ আকার।

মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার (৩) ॥

ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু।

কাজরে সাজল মদন ধনু (৪) ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি দোতিক (৫) বচনে।

বিকশল (৬) অঙ্গ না যাওত ধরণে ॥

৪।

(ধানশী—ধ্রুব তাল)

না রহে গুরুজন মাঝে।

বেকত (১) অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে ॥

বালাজন সঞে (২) যব রহই (৩)।

তরুণী পাই পরিহাস তহি (৪) করই ॥

মাধব তুয়া লাগি ভেটনু রমণী ॥

কো কহে বালা কো কহে তরুণী ॥

কেলি রভস (৫) যব শুনে।

আনত হেরি ততো হি দেই কাণে [৬] ॥

৩। মধুমাতল ইত্যাদি—যেন মধুমত্ত হইয়া উড়িতে অক্ষম।

৪। ভাঙক ইত্যাদি—ধনু—ভ্রূব ঈষৎ ভঙ্গিমা দেখিলে বোধ হয় যেন কাজল দ্বারা মদন ধনুকে সাজাইযাছে।

৫। দোতিক—দূতীর।

৬। বিকশল—বিস্ফারিত হইল।

১। বেকত—ব্যক্ত, প্রকাশিত।

২। সঞে—সনে, সহিত।

৩। রহই—রহে, থাকে।

৪। তহি—তাহার সহিত।

৫। রভস—রহস্য।

৬। আনত ইত্যাদি—অন্য দিকে দেখে কিন্তু সেই দিকে কাণ

ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি (৭)।
কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি (৮)॥
সুকবি বিদ্যাপতি ভণে।
বালা চরিত রসিক জন জানে॥

৫।

(ধানশী—ধ্রুব তাল)

ক্ষণে ক্ষণে নয়ন কোণ অনুসরই (১)।
ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই (২)॥
ক্ষণে ক্ষণে দশন ছটাছট হাস।
ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে করু বাস (৩)॥
চৌঙকি (৪) চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥
হৃদয়জ মুকুলি হেরি হেরি থোর।
ক্ষণে আঁচর দেই, ক্ষণে হোয় ভোর (৫)॥

৭। পরচারি—প্রচার করে।

৮। কাঁদন মাখি ইত্যাদি—ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্যের সহিত গালি দেয়। গারি—গালি। (হিন্দী)।

১। ক্ষণে ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে নয়ন প্রান্তভাগে গমন করে অর্থাৎ বক্র দৃষ্টি করে (অনুসরই—অনুসরতি)।

২। ক্ষণে ইত্যাদি—মধ্যে মধ্যে বস্ত্রের ধূলায় শরীর পরিপূর্ণ করে।

৩। ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি—বাস—কখন দন্তবিকাশ উচ্চ হাস্য করে কখন হাস্য অধরেই মিলাইয়া যায়।

৪। চৌঙকি—চমকিয়া।

৫। হৃদয়জ ইত্যাদি—ভোর—স্তনযুগলের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া তদুপরি অঞ্চল দেয়, আবার দিতে ভুলিয়া যায়।

বালা শৈশব তারুণ ভেট (৬)।
লখই না পারই জ্যেঠ কনেঠ (৭)॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর কান।
তরুণিম শৈশব চিহ্নই না জান॥

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

৬।

(ধানশী)

গেলি কামিনী গজবর-গামিনী
বিহসি (১) পালটি [২] নেহারি।
ইন্দ্র-জালক কুসুম-সায়ক
কুহকী ভেলি বর নারী [৩]॥
জোরি ভুজযুগ মোরি বেড়ল
ততহি বয়ান সুছন্দ।

৬। ভেট—সাক্ষাৎ করিল।

৭। লখই ইত্যাদি—জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ বুঝিতে পারা যায় না। লখই (লক্ষয়িতুং)।

১। ক্রিয়ায় লিঙ্গবিশেষক চিহ্ন প্রয়োগের রীতি সংস্কৃতাদি আর্য্য-ভাষায় লক্ষিত হয় না। আরবীয় প্রভৃতি ভাষায় ও উর্দ্দু ভাষায় ঐ রীতি আছে। বিদ্যাপতি অনেক স্থলে স্ত্রীলিঙ্গে ক্রিয়ায় ইকার প্রয়োগ করিয়াছেন যথা—
ভেলি—হইল। গেলি—গমন করিল।

১। বিহসি—হাসিয়া [সং বিহস্য]।

২। পালটি—ফিরে চেয়ে দেখে।

৩। ইন্দ্র-জালক ইত্যাদি—সুন্দরী (বরনারী) ইন্দ্রজালক অর্থাৎ মায়াবিদ্যাব্যবসায়ী কামদেবমত কুহকী হইলেন।

দাম চম্পকে   কাম পূজল
  যৈছে শারদ চন্দ (৪) ॥
উরহি অঞ্চল   ঝাঁপি চঞ্চল
  আধ পয়োধর হেরু।
পবন পরাভবে   শরদ ঘন জনু
  বেকত কয়ল সুমেরু (৫) ॥
পুনহি দরশনে   জীবন জুড়ায়ব (৬)
  টুটব (৭) বিরহকওর (৮)।
চরণে যাবক   হৃদয়-পাবক
  দহই সব অঙ্গ মোর (৯) ॥

৪। জোরি ভুজযুগ ইত্যাদি—শারদ চন্দ—সুন্দরী দুই হস্তে স্বীয় সুন্দর মুখমণ্ডল আবরণ করাতে বোধ হইল যেন কামদেব চম্পকদাম দিয়া চন্দ্রকে পূজা করিলেন। জোরি—জোড় করিয়া। মোরি—মুড়িয়া। দামচম্পকে—চম্পকদাম দিয়া। যৈছে (হিন্দী য্যায়সা)—যেরূপ।

৫। উরহি অঞ্চল ইত্যাদি—সুমেরু—চঞ্চল ভাবে অঞ্চল দ্বারা বক্ষঃস্থল (উরঃ) আচ্ছাদন করাতে (ঝাঁপি) পযোধর অর্দ্ধেক দেখা যাইতেছে (হেরু); বোধ হইতেছে, যেন শরতের মেঘ বায়ুর প্রভাবে তিরোহিত হইয়া সুমেরুশৃঙ্গের শোভা ব্যক্ত (বেকত) করিল। হেরু, জনু প্রভৃতি বিস্তর শব্দে লালিত্যের অনুরোধে উকার যোগ করা হইয়াছে।

জনু—যেন। কয়ল—করিল।

৬। জুড়ায়ব—জুড়াইব।

৭। টুটব (ত্রুট্)—ভাঙ্গিব।

৮। কওর—কঠোর। প্রাকৃত প্রকাশ, ২ পরিচ্ছেদ, ২ সূত্র।

৯। চরণে যাবক ইত্যাদি—মোর—চরণের অলক্তক হৃদয়ের অগ্নির ন্যায় আমার সকল অঙ্গ দগ্ধ করিতেছে। দহই (সং দহতি)—দগ্ধ করিতেছে; প্রাং দহই।

ভণয়ে বিদ্যাপতি (১০) শুনহ যুবতি (১১)
চিত থির নাহি হোয়॥
সে যে রমণী পরম গুণমণি
পুন কি মিলব মোয় (১২)॥

৭।

ধানশী।

অপরূপ পেখনু (১) রামা।
কনকলতা অবলম্বনে উয়ল (২)
হরিণীহীন হিমধামা (৩)॥
নয়ন নলিনী-দউ (৪) অঞ্জনে রঞ্জিত
ভাঙবি (৪) ভঙ্গি বিলাস।
চকিত চকোর জোরি বিধি বান্ধল
কেবল কাজরপাশ (৫)॥

১০। "ভণয়ে বিদ্যাপতি"—এই ভণিতা শ্লোকের অপর চরণের সহিত সংলগ্ন নহে।

১১। যুবতি—এই শব্দে শ্রীকৃষ্ণের আপ্ত সখীর প্রতি সম্বোধন।

১২। মোয়—আমাকে।

১। পেখনু (প্রাং পেক্খ)—দেখিলাম।

২। উয়ল--উদিল, উদয় হইল।

৩। হরিণী-হীন হিমধামা—কলঙ্কহীন চন্দ্র। "লতামূলে লীনো হরিণ পরিহীনঃ শশধরঃ।"

৪। দউ—দ্বয়।

৪। ভাঙবি—প্রকাশ করিতেছে। ভাঙ শব্দ ভাব শব্দ হইতে উৎপন্ন এবং ভাঙব শব্দের এই বিকার পশ্চাৎ অনেক স্থলে দৃষ্ট হইবে। এখানে ভাঙবি শব্দ সং বিভাবয়তি শব্দের রূপ। "ভাঙ বিভঙ্গি-বিলাস" এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয় না; ইহার অর্থ, ভাবের অথবা ভ্রূর বিভঙ্গি-বিলাস।

৫। চকিত চকোর ইত্যাদি—কাজরপাশ—যেন বিধি বলপূর্ব্বক কজ্জল (কাজর) রেখারূপ পাশ দ্বারা চঞ্চল চকোরকে বাঁধিয়াছে।

গিরিবর গুরুয়া পয়োধর পরশিত
গীম (৬) গজমতি হারা।
কাম কম্বু-ভরি কনয়া শম্ভুপরি
ঢারত সুরধুনী ধারা (৭) ॥
পয়সি পয়াগে যাগ-শত জাগই
পায়য়ে বহু ভাগি (৮)।
বিদ্যাপতি কহ গোকুল নায়ক
গোপীজন-অনুরাগা।

(ধানশী।)

কিয়ে (১) মঝু দিঠি (২) পড়ল শশিবয়না
নিমিখ (৩) নেহারি রহল (৪) দ্বয়নয়না ॥

৬। গীম—গ্রীবা।

৭। গিরিবর হইতে—সুরধুনী ধারা—গ্রীবাদেশ হইতে লম্বিত গজমুক্তার হার গিরিবর সদৃশ গুরু (উচ্চ) পয়োধর স্পর্শ করিয়া আছে; তাহাতে বোধ হইতেছে যেন কামদেব কনকনির্মিত শিবলিঙ্গশিরে শঙ্খ (কম্বু) পূর্ণ করিয়া ধবল গঙ্গাজলধারা ঢালিতেছেন। (ঢারত।)।

৮। পয়সি পয়াগে হইতে— বহুভাগি—প্রয়াগ তীর্থে শত যাগ জাগরণ করিয়া অতিশয় ভাগ্যবান্ পুরুষ ইঁহাকে প্রাপ্ত হন।

"কে যুগ শত জাগই সো পাওয়ে"—পাঠান্তর।

১। কিয়ে—কিবা।

২। দিঠি—দৃষ্টিতে।

৩। নিমিখ—নিমেষ। ব্রজভাষার রীতি অনুসারে মূর্দ্ধণ্য ষ স্থানে খ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই রীতি প্রাকৃত ভাষায় লক্ষিত হয় না। কিন্তু স স্থানে হ ও হ স্থানে খ ভাষাবিজ্ঞানবিরুদ্ধ নয়।

৪। দ্বয়নয়না—নয়নদ্বয়। দামচম্পক, ৭ পৃঃ দেখ।

দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর (৫)।
কাল হোই কিয়ে উপজল মোর (৬)॥
মানস রহল পয়োধর লাগি।
অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥
শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব (৭)।
চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব (৮)॥
আশা-পাশ ন তেজই অঙ্গ (৯)।
বিদ্যাপতি কহে প্রেমতরঙ্গ॥

৯।

(ধানশী।)

অলখিতে মোহে হেরি বিহসিতে থোরি।
জনু বয়ান বিরাজে চান্দ উজোরি (১)॥
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল।
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল (২)॥

৫। থোর—(হিন্দী থোড়)—ঈষৎ।

৬। কাল হোই ইত্যাদি—কিবা আমার কালস্বরূপ হইয়া উপস্থিত হইল (উপজল)।

৭। শ্রবণ রহল ইত্যাদি—কর্ণ ঐ রূপ (ঐছে—হিন্দী আয়ছা) রব (রাব) শুনিবার জন্য ব্যগ্র থাকিল।

৮। যাব—যায়।

৯। আশাপাশ ইত্যাদি—আশারূপ রজ্জু আমার অঙ্গকে অর্থাৎ আমাকে ত্যাগ করে না। তেজই (সং) ত্যজতি। প্রাকৃতে এরূপ স্থলে ত লোপ হয়। প্রাং প্রং ৭ পরি, ১ সূত্র।

১। অলখিতে হইতে—উজোরি—অলক্ষিত ভাবে আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করাতে বদন উজ্জ্বল (উজোরি) চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইল। মোহে—আমাকে।

"জনু রজনী ভেল চান্দ"—পাঠান্তর।

২। কুটিল কটাক্ষ হইতে—ভেল—কুটিল কটাক্ষের শোভায় চারিদিক এরূপ শোভিত হইল যেন মধুকর ডামরে (মৌমাছির ঝাঁকে) আকাশ

কাহার রমণী কে উহ জান।
আকুল করি গেও (৩) হামারি পরাণ ॥
লীলা-কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি।
চমকি চললু ধনি চকিত নেহারি (৪) ॥
তেঞ্জ (৫) ভেল (৬) বেকত পয়োধর শোভা।
কনয়া কমল কলি জনু মনোলোভা (৭) ॥
আধ লুকায়ল আধ উদাস (৮)।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ (৯) ॥
বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ।
গোপত (১০) মদনশর কাহে না লাগ ॥

১০।

(তিরোতা ধানশী।)

ননুডা-বদনী (১) ধনী বচন কহসি (২) হাসি।
অমিয়া বরিখে জনু শরদ পুর্ণিমা শশী (৩) ॥

(অম্বর) আচ্ছন্ন হইল।

মধুকর ডম্বর—মধুকরগণের ডম্বর (সমূহ) যত্র। বহুব্রীহি সমাস। ডমর, ডামর ও ডম্বর—কোলব্রুকের অমরকোষ পৃ ২৮০।

৩। গেও—গেল।

৪। লীলাকমলে হইতে—নেহারি—লীলাকমলে স্থিত ভ্রমর বা বারি-বিন্দুর ন্যায় চঞ্চল নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া চলিল।

৫। তেঞ্জ—তাই।

৬। ভেল—হইল।

৭। "কনক কমল হেরি কাহে নাহি লোভা।" পাঠান্তর।

৮। উদাস—অনাবৃত।

৯। কুচ কুম্ভ ইত্যাদি—কুচ কুম্ভ আপনার আশা (ইচ্ছা) কহিয়া গেল।

১০। গোপত—গুপ্ত।

১। নমুডা বদনী—কোমল বদনী। (হিন্দী নমুডা—নবনী)।

২। কহসি—কহে (সি সংস্কৃত বিভক্তি)।

৩। অমিয়া বরিখে—যেন শরৎ পূর্ণিমার শশী অমৃত বর্ষিতেছে।

অপরূপ-রূপ রমণী-মণি।
যাইতে পেখনু (৪) গজরাজগমনী ধনী॥
সিংহ জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণা (৫) তনু অতি কোমলিনী
কুচ-ছিরি-ফল (৬) ভরে ভাঙিয়া পড়য়ে জনি (৭)।
কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর (৮)।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর।
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর॥

১১।

(কামদ।)

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল (১)।
মেঘ-মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল (২)॥
আধ আঁচর (৩) খসি আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ (৪) হেরি আধ আঁচর ভরি (৫)

৪। পেখনু—দেখিলাম।
৫। "সিংহ যিনি মাজা ক্ষীণা" ইতি পাঠান্তর।
৬। কুচছিরিফল—রূপক সমাস। ছিরি—(প্রাঃ সিরি) শ্রী।
৭। জনি—যেন (জনু)।
৮। কাজরে হইতে—কমল পর—কজ্জলে রঞ্জিত ধবল নয়ন দেখিলে বোধ হয় যেন বিমল কমলের উপর ভ্রমর ভুলিয়া আছে।
১। ভাল করি পেখন না ভেল—ভাল করিয়া দেখা হইল না।
২। মেঘমালা হইতে—দেই গেল—যেন মেঘমালা হইতে (সঞে) তড়িল্লতা বিদ্যুৎ ক্ষণমাত্র প্রকাশিত হইয়া হৃদয়ে শেল দিয়া গেল।
সঞে = হিন্দী বিভক্তি 'সেঁ'।
৩। আঁচর—অঞ্চল।
৪। উরজ—স্তন।
৫। "আধ আঁচরে ভরি"—অৰ্দ্ধেক অঞ্চলে আবৃত।

তব ধরি (৬) দগধে অনঙ্গ ॥
একে তনু গোরা কনক কটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম (৭)।
হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন
পাশ পসারল কাম (৮)॥
দশন মুকুতা পাতি অধর মিলায়তি (৯)
মৃদু মৃদু কহতহি (১০) ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ (১১)
হেরি হেরি না পূরল আশা ॥

১১।

স্নান সময়ে দর্শন।

(গান্ধার।)

যাইতে পেখনু নাহই গোরী (১)।
কতি সঞে রূপ ধনি আনলি চোরি (২)॥
কেশ নিঙ্গাড়িতে বহে জল ধারা।
চামরে গলয়ে জনু মোতিম হারা ॥

৬। তবধরি—তদবধি।

৭। এই চরণের অর্থগ্রহ হইল না।

৮। পসারল—বিস্তার করিল। পদকল্পতরুসংগ্রহকার এই চরণের যথার্থ পাঠ না পাইয়া "হরি হরি বল মন" এইরূপ পাঠ দিয়াছেন।

৯। মিলায়তি—মিলিত হইয়া।

১০। কহতহি—কহে।

১১। অতয়ে ইত্যাদি—অতএব এই দুঃখ রহিল।

১। নাহই—স্নান করিতে।
গোরী—গৌরী, সুন্দরী।

২। কতি সঞে ইত্যাদি—ধনী কত দ্রব্য হইতে রূপ চুরি করিয়া আনিয়াছে।

সঞে—হইতে (হিন্দী 'সেঁ')।

অলকহি তিতল (৩) তহিঁ অতি শোভা।
অলিকুলে কমলে বেড়ল মধুলোভা (৪) ॥
নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা (৫)।
সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজ পাতা ॥
সজল চীর (৬) পয়োধর-সীমা (৭)।
কনক বেলে জনু পড়ি গেও (৮) হিমা (৯) ॥
তূণকি করইতে চাহে কে দেহা।
অবহি ছোড়বি মোহে তেজবি লেহা॥ (১০)
ফেরি রস না পায়ব আর।
ইথে লাগি রোই গলয়ে জলধার ॥

৩। তিতল—ভিজা।

৪। অলিকুল ইত্যাদি—ললাট ও কপোলের পার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র কেশ সকল মুখ পদ্মকে মধুলোভী ভ্রমরের ন্যায় বেষ্টন করিয়াছে।

"ভ্রমর চয়ং চবত্তমুপরি কচিরং স্নচিরং মম সম্মুখে।
জিত কমলে বিমলে পরিকর্ম্ময় নর্মজনকমলকং মুখে॥"

গীত গোবিন্দ।

৫। রাতা—রক্তবর্ণ।

৬। চীর—বস্ত্র।

৭। পয়োধর-সীমা—পয়োধরের চারিদিকে সংলগ্ন।

৮। গেও—গেল।

৯। হিমা—হিম, শিশির।

১০। "সজল বস্ত্র পরিধান করিয়া দেহকে কে নীলবর্ণ করিতে চাহে? এখনি আমার (সজল বস্ত্রের) প্রতি অনাদর করিবে ও আমাকে ত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করিবে। তা হলে রাধাদেহস্পর্শসুখ আর পাব না" এই ভাবিয়া সজল বস্ত্র রোদন করিতেছে, জলধারা ঝরিতেছে।

তূণকি—তূঁতের বর্ণ নীল। অবহি (হিন্দী)—এখনি। লেহা—স্নেহ। স্নেহ স্থানে নেহ (প্রাঃ প্রঃ ৩ পরিঃ ৬৩ সূ)।
ণব সংস্কৃত উচ্চারণ ও লকার ভাষাবিজ্ঞানে পরিবর্তনীয়।
ফেরি—ফের, পুনরায়। রোই—রোদিতি, কাঁদিতেছে।

বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
বসনের ভাব ও রূপ নেহারি॥

১৩।

(গান্ধার।)

কামিনী করয়ে সিনান (১)।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবাণ॥
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মুখশশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা (২)
তিতল (৩)-বসন তনু লাগি (৪)।
মুনি এক-মানস মনমথ জাগি (৫)॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুল আনি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে (৬)॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥

১। সিনান—স্নান।

২। মুখশশি হইতে—আন্ধিয়াবা—কিবা মুখশশি ভয়ে (কেশ রূপ) অন্ধকার রোদন করিতেছে (রোয়ে)।

৩। তিতল—ভিজা।

৪। লাগি—লাগই, লাগিয়া।

৫। মুনি ইত্যাদি—মুনিগণের একচিত্তেও মন্মথকে জাগ্রত করে। জাগি—জাগই, জাগায়।

৬। কুচ ইত্যাদি—তরাসে—কুচ যুগরূপ চারুচক্রবাক মিথুনকে দেবগণ এককুলে আনিয়া মিলাইল; তাহার পাছে উড়িয়া যায় এজন্য শঙ্কা ভুজপাশ দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া ধরিয়াছে। স্নানকালে স্ত্রীলোকেরা বাহুদ্বারা বক্ষের বসন আটকাইয়া রাখে। তেঞি—তাই।

১৪।

(সিন্ধুড়া।)

আজু মঝু (১) শুভ দিন ভেলা।
কামিনী পেখনু সিনানক (২) বেলা॥
চিকুরে গলয়ে জল ধারা।
মেহ (৩) বরিখে (৪) জনু মোতিম হারা॥
বদন মোছল পরচুর।
মাজি ধোয়ল জনু কনয়া মুকুর (৫)॥
তেঞিঃ (৬) দরশলু কুচজোরা।
পালটি (৭) বৈঠায়ল কনককটোরা (৮)॥
নীবিবন্ধ করল উদেস (৯)।
বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥

১৫।

(তিরোতা।)

নাহি উঠল তীরে সো ধনি রাই॥
মঝু মুখ সুন্দরী অবনত (১) চাই॥

১। মঝু—আমার (হিন্দী)।

২। সিনান—(প্রাং সিনান) স্নান।

৩। মেহ—(প্রাং মেহো) মেঘ।

"খঘথধভ্যাংহ" প্রাকৃত প্রকাশ ২ পরি—২৭ সূত্র।

৪। বরিখে—বরিষে।

৫। বদন মোছল হইতে—কনয়া মুকুর—বদন প্রচুর রূপে, পরিপাটী করিয়া, মুছিল—যেন কনক দর্পণ মার্জ্জিত করিয়া ধৌত করিল।

৬। তেঞি—তাই।

৭। পালটি—উপুড় করিয়া।

৮। কটোরা—পানপাত্র।

৯। উদেস—উদাস, খোলা।

১। অবনত- অবনত ভাবে।

একলি চললি ধনি হয়ে আগুয়ান।
উমতি (২) কহই (৩) সখি করহ পয়ান॥
এ সখি পেখনু অপরূপ গোরি।
বল করি চিত চোরায়ল (৪) মোরি॥
কিয়ে ধনি রাগী বিরাগিনী হোয় (৫)।
আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥
কৈছে মিলব হামে (৬) সো ধনি অবলা।
চিত নয়ন মঝু তুহু তাহে রহলা॥
বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।
ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারী॥

(অপরাহ্নে দর্শন।)

১৬।

(ভাটিয়ার বা বেলয়ার।)

যব গোধূলি সময় বেলি (১)।
ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধরে বিজুরি-রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি (২)॥
ধনি অলপ বয়সী বালা।

উমতি,—(উৎ-মন্) চঞ্চলচিত্তে।
কহই—কহিয়া।
চোরায়ল—চুরি করিল। (চুরাদিগণীয় ধাতু)।
ধনী (রাগী) অনুরাগযুক্তা কিম্বা বিরাগিনী।
হামে—আমাকে।
বেলি—বেলা। ভেলি—হইল।
নব জলধরে ইত্যাদি—গেলি—বিদ্যুৎ রেখার সহিত দ্বন্দ্ব (বিবাদ) বিস্তার করিয়া গেল অর্থাৎ তাহার সমান বা অধিক লাবণ্যময়ী হইল।

জনু গাঁথনি পুহপ (৩) মালা।
থোরি দরশনে আশা না পূরল বাড়ল মদন জ্বালা॥
গোরি কলেবর নূনা (৪)।
জনু আচরে (৫) উজোর (৬) সোণা।
কেশরী জিনিয়া মাঝারি ক্ষীণী দুলহ লোচন কোণা। (৭)
ঈষত হাসনি সনে।
মুঝে হানল নয়ন বাণে।
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর (৮) কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

১৭।

(বরাড়ি)

নাহি (১) উঠল তীরে রাই কমলমুখী
সমুখে হেরল বর কান (২)।
গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নতমুখী
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখি হে অপরূপ-চাতুরী গোরী।

৩। পুহপ—পুষ্প।
৪। নূনা—ন্যূনা, খর্ব্বা।
৫। আচরে—আচরণ করে, অনুকরণ করে।
"কহিতে সরম সই কহিতে সরম।
আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম।"
জ্ঞানদাস, পঃ কঃ তঃ ৯৯ পৃষ্ঠা।
৬। উজোর—উজ্জ্বল।
৭। দুলহ ইত্যাদি—দুর্ল্লভ কটাক্ষ।
৮। পঞ্চ গৌড়েশ্বর—সেন বংশীয়গণের রাজত্বকালে গৌড় পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা বরেন্দ্র, বঙ্গ, গিরি, রাঢ় ও মিথিলা।
১। নাহি—স্নান করিয়া।
২। বর কান—সুন্দর কানাই।

সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তঁহি ফেরি (৩) ॥
তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল
কহত হার টুটি গেল (৩)।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল (৩) ॥
নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর
কয়ল অমিয়া রসপান।
দুহুঁ দুহুঁা দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান ॥

রাধার পূর্ব্বরাগ।

১৮।

(সুহি)

কি কহব রে সখি কানুক রূপ।
কো পাতিয়ায়ব (১) স্বপন স্বরূপ ॥

৩। সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া সখীগণকে ডাকিতে লাগিল (ফুকরই) ও তাঁহার প্রতি (তঁহি) অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি বদন ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে মুক্তাহার ছিঁড়িয়া সখীগণকে বলিল "আমার হার ছিঁড়িয়া গেল।" ইহা শুনিয়া তাহারা এক একটী করিয়া মুক্তা কুড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল; সেই অবকাশে রাধার শ্যাম দর্শন হইল।
চুনি [(হিন্দী) চুননা—বাছিয়া লওয়া।]—বাছিয়া বাছিয়া।
সঞ্চরু—সঞ্চরণ করিতে লাগিল।
কেল—করিল।

১। কে প্রত্যয় করিবে ?

অভিনব জলধর সুন্দর দেহ।
পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ॥
শ্যামর ঝামর (২) কুটিলহি কেশ।
কাজরে সাজল মদন সন্দেশ॥
জাতকী কেতকী কুসুম নিবাস।
তা দেখি মনমথ উপজল হাস॥
বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর।
শূন্য করল বিহি মদন ভাণ্ডার॥

১৯।

(বালা ধানশী)

কানু হেরব (১) ছিল মনে বড় সাধ।
কানু হেরইতে এনে ভেল পরমাদ॥
তব ধরি (২) অবোধী (৩) মুগধ হাম নারী।
কি কহি কি বলি কছু বুঝই ন পারি॥
শাঙল ঘন সম ঝরু দুনয়ান (৪)।
অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ॥
কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা।
রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা (৫)॥

২। শ্যামর ঝামর—শ্যামল মেঘ।

১। হেরব—দেখিব।

২। তবধরি—তদবধি।

৩। আবোধী—অজ্ঞান।

৪। শাঙল ইত্যাদি—দুই চক্ষু শ্যামল মেঘের ন্যায় বর্ষিতেছে (ঝরু) অর্থাৎ অবিরত অশ্রুপাত হইতেছে।

৫। রভসে ইত্যাদি—হঠাৎ (বিবেচনা না করিয়া) আপনার জীবন পরের হাতে সমর্পণ করিলাম।

না জানিয়ে (৬) কি করু (৭) মোহন চোর
হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর ॥
এত সব আদর গেও দরশাই।
যত বিছরিয়ে (৮) তত বিছর না যাই ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বর নারী।
ধৈরজ কর চিতে মিলব মুরারি ॥

২০।

(বালা ধানশী)

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ।
শুনাইতে মানবি (১) স্বপন স্বরূপ ॥
কমল-যুগল পর চাঁদকি মাল (২)।
তাপর উপজল তরুণ তমাল (৩) ॥
তাপর বেড়ল বিজুরী লতা।
কালিন্দী তীর ধীর চলি যাতা (৪) ॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি (৫)।
তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥
বিমল বিম্বফল যুগল বিকাশ।

৬। জানিয়ে—জানি।
৭। করু—করিল।
৮। বিছরিয়ে—বিস্মরণ করি।
১। মানবি—মানিবে, স্বীকার করিবে।
২। চাঁদকি মাল—চাঁদের মালা।
৩। তাপর ইত্যাদি—তাহার উপর তরুণ তমালের সৃষ্টি হইয়াছে।
৪। কালিন্দী তীর ইত্যাদি—কালিন্দী তীরে ধীরে ধীরে চলি যাইতেছে।
৫। পাঁতি—পংক্তি।

তাপর কির (৬) থির করু বাস ॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড় ।
তাপর সাপিণী ঝাঁপল মোড় ॥
এ সখি রঙ্গিণী কহল নিশান (৭) ।
পুন হেরইতে হাম হরল গেয়ান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ ।
সুপুরুখ মরম তুঁহু ভালে জান ॥

২১ ।

(পঠমঞ্জুরী)

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর (১)
বাঁশী নিশাস (২) গরলে তনু ভোর ॥
হঠ সঞে (৩) পৈঠয়ে (৪) শ্রবণক মাঝ ।
তৈখনে বিগলিত তনু মনোলাজ ॥
বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ ।
নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥
গুরুজন সমুখই ভাব তরঙ্গ ।
যতন হিঁ বসনে ঝাঁপ সব অঙ্গ ॥
লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ ।
দৈব সে বিহি (৫) আজু রাখ লাজ ॥

৬। কির—জ্যোতিঃ।
৭। নিশান—কারণ, চিহ্ন, স[illegible]ত।
১। ওর—সীমা, অন্ত।
২। নিশাস—(নিশ্বাস) শব্দ।
৩। হঠ সঞে (সেঁ)—বলপূর্ব্বক।
৪। পৈঠয়ে—প্রবিষ্ট হয়।
৫। বিহি—বিধি (প্রাকৃত)।

তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ।
কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥

২২।

(রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতীর উক্তি।)

তিরোতা ধানশী।

ধনি, ধরণীর মণি জনম ধনি (১) তোর।
সব জন কানু করি (২) ঝরয়ে (৩)
সো তুয়া (৪) ভাবে ভোর ॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা।
তরু লতিকা অবলম্বনকারী,
মঝু মনে লাগল ধন্দা (৫) ॥
কেশ পসারি যবহু তুহুঁ আছিলি,
উর-পর অম্বর আধা (৬)।
সো সব হেরি কানু ভেল আকুল,
কহ ধনি ইথে কি সমাধা ॥
হসইতে কব তুহু দশন দেখায়লি,

১। ধনি—ধন্য।
২। করি—জন্য।
৩। ঝরয়ে—অশ্রুবর্ষণ করে।
৪। তুয়া—তোমার।
৫। মেঘ চাতক দেখিয়া [চাহি] তৃষ্ণাতুর হয় (তিয়াসল ;) ও চন্দ্র চকোরের দিকে চাহিয়া থাকে ; তরু লতাকে অবলম্বন করে ; এই সকল বিপরীত কার্য্য দেখিয়া আমার মন চমৎকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ কৃষ্ণ যে তোমার জন্য অধীর হইয়াছে ইহা অতি আশ্চর্য্য।
৬। যখন তুমি বস্ত্র দ্বারা বক্ষঃস্থল অর্দ্ধ আবৃত করিয়া কেশ প্রসারিত করিয়া [এলাইয়া] ছিলে।

করে কর জোর (৭) হি মোর (৮)
অলখিতে দিঠি কব (৯) হৃদয়ে পসারলি
পুন হেরি সখি করি কোর (১০) ॥
এতহু নিদেশ কহল তোহে সুন্দরী,
জানি ইহ করহ বিধান।
হৃদয় পুতলি তুহ সো পুন (১১) কলেবর
কবি বিদ্যাপতি ভাণ ॥

১৩।

(সখীর উক্তি।)

(তুড়ি।)

এ ধনি কর অবধান।
তো (১) বিনে উনমত কান ॥
কারণ বিনু (২) ক্ষণে হাস।
কি কহয়ে গদ গদ ভাষ ॥
আকুল অতি উতরোল।
হা ধিক্ ধিক্ বোল ॥
কাঁপয়ে দুরবল দেহ।

৭। জোর—মিলিত করিয়া।

৮। করে কর ইত্যাদি—আমাব (সখীর) করে তোমার কর দিয়া, (বিলাস বিশেষ)।

৯। কব—একদা।

১০। "তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া, ধরিলা সখীর গলে।" চণ্ডীদাস।

১১। পুন ইত্যাদি—"শূন কলেবর" এরূপ পাঠ আছে ও তাহাও সঙ্গত।

১। তো—তোমা।

২। বিনু—বিনা।

ধরই না পারই কেহ (৩) ॥
বিদ্যাপতি কহ ভাখী (৪)।
রূপনারায়ণ সাখী (৫) ॥

২৪।

(সখীর উক্তি।)

(সুহই।)

শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধব বধিলে কি সাধ বিষাদে (১) ॥
চাঁদ দিনহি দিনহি দীনহীনা।
সো পুনঃ পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা (২) ॥

৩। ধরই ইত্যাদি— কেহ ধরিতে পাবে না।

৪। ভাখী—ভাষী, পণ্ডিত।

৫। রূপনারায়ণ ইত্যাদি—এই ভণিতার প্রকৃত অর্থ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। অনেক গুলি পদে এইরূপ ভণিতা দেখা যায়। যথা—

[ক] "রাজ শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণ।"

[খ] "রাজা শিবসিংহ রূপ নারায়ণ একাদশ অবতারা।"

[গ] "রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।"

[ঘ] "রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে।" ইত্যাদি। এই সকল ভণিতা দেখিয়া বোধ হয় " রূপনারায়ণ" রাজা শিবসিংহের উপাধি ছিল। (কবির জীবন চরিত দেখ)।

১। মাধব ইত্যাদি—মাধববধরূপ বিষাদে [দুঃখের বিষয়ে] কি সাধ ? (অভিলাষ)।

" কি সাধবি সাধে" এইরূপ পাঠ করিলে " মাধববধে তুমি কি সাধ পরিপূর্ণ করিবে" এই অর্থ হয়।

২। চাঁদ হইতে—ক্ষীণা—চাঁদ দিনে দিনে (দিনান্তে) ক্ষীণ (দীনহীন) হয়, কিন্তু মাধব প্রতি নিমিষে [পালটি] ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ হইতেছেন। চন্দ্রের ক্ষীণতা দিবসান্তে দৃষ্ট হয় কিন্তু মাধবের ক্ষীণতা প্রতি মুহূর্ত্তেই দৃষ্ট হইতেছে।

অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি (৩)।
ভাঙ্গি গড়াব বুঝি কত বেরি (৪)॥
তোহারি চরিত নাহি জানি।
বিদ্যাপতি পুনঃ শিরে কর হানি॥

২৫।

(সখীর উক্তি।)

(ভূপালী।)

জীবন চাহি (১) যৌবন বড় রঙ্গ।
তব্ যৌবন যব্ সুপুরুখ সঙ্গ (২)॥
সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি (৩)।
দিনে দিনে চাঁদ কলাসম বাড়ি (৩)।
তুহু যৈছে নাগরী কানু রসবন্ত।
বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥
তুহু যদি কহসি করিয়ে অনুসঙ্গ (৪)।
চৌরি (৫) পিরীতি হবে লাখগুণ রঙ্গ॥
সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ।
আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥

৩। ফেরি—ফিরে, ঘুরিয়া বেড়ায়।
৪। বেরি—বার।
১। চাহি—অপেক্ষা।
২। সুপুরুখ সঙ্গ—সুপুরুষের সহিত মিলন।
৩। ছাড়ি, বাড়ি—ছাড়, বাড়।
৪। অনুসঙ্গ—স্নেহ।
৫। চৌরি—গুপ্ত।

বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ।
রূপ গুণবতিকাক (৬) ইহ বড় কাজ॥

১৬।

(সখী শিক্ষা।)

(শঙ্করাভরণ।)

এ ধনি কমলিনী শুন হিত বাণী।
প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল।
দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মূল (১)॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত।
যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত (২)॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি (৩)।
সকল কণ্ঠে নহে কোকিল বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত।
সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

৬। গুণবতিকাক—গুণবতিকার।

১। সুজনক হইতে—মূল—স্বর্ণকে দগ্ধ করিলে মূল্য দ্বিগুণ হয়, সেইরূপ প্রেম বিরহানলে বর্দ্ধিত হয়।

২। টুটইতে ইত্যাদি—যেমন মৃণালসূত্রকে ছিঁড়িতে গেলে তাহা না ছিঁড়িয়া বাড়িতে থাকে তেমনি টুটইতে ইত্যাদি।

৩। সবহু ইত্যাদি—সকল (সবহু) হস্তীর (মতঙ্গজে) শিরে মুক্তা থাকে না।

২৭।

(শ্রীরাধার উক্তি।)

(শ্রীরাগ)

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ।
কেমনে মিলব হাম সুপুরুখ সঙ্গ॥
তোহারি বচনে যদি করবি পিরীত।
হাম শিশুমতি তাহে অপযশভীত॥
সখি হে হাম অব কি বলিব তোয়।
তা সঞে (১) রভস কহ নাহি হোয়॥
সো বর নাগর নব অনুরাগ।
পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥
দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই।
জীউ নিকসব যব্ রাখব কোই (২)॥
বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস।
শুনহ ঐছে নহে তাক বিলাস॥

২৮।

ভাটিয়ারি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম।
হাম নাহি যাওব সো পিয়া (১) ঠাম (২)॥

১। তা সঞে—তাহার সহিত।

২। জীউ ইত্যাদি—জীবন (জীউ) যখন বাহির হইবে (নিকসব) কে (কোই) রক্ষা করিবে।

১। পিয়া—প্রিয়।

২। ঠাম—স্থানে।

বচন চাতুরি হাম কছু নাহি জান।
ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥
সহচরী মেলি বনায়ত (৩) বেশ।
বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥
কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত।
কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥
সো বর নাগর রসিক সুজান।
হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥
বিদ্যাপতি কহে কি বলিব তোয়।
আজুক মিলন সমুচিত হোয়॥

২৯।

(সখীশিক্ষা বচন।)

(ভূপালী।)

শুন শুন এ সখি বচন বিশেষ।
আজু হাম দেয়ব (১) তোহে উপদেশ॥
পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম (২)।*

৩। বনায়ত—বিন্যাস করে।
১। দেয়ব—দিব।
২। বৈঠবি শয়নক সীম—শয়নের এক পার্শ্বে উপবেশন করিবে।
"ভজস্ত্যাস্তল্লান্তম্" জয়দেব ১১ শ সর্গ।
* "আধ নেহারবি বঙ্কিম-গীম॥
যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণী।
মৌনি করবি কছু না কহবি বাণী॥
যব পিয়া ধরি বলে নেয় নিজ পাশ।
নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ।
পিয় পরিরম্ভনে মোড়বি অঙ্গ।
রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥ পাঠান্তর।

হেরইতে পিয়া মুখ মোড়বি গীম (৩) ॥
পরশিতে দুহু করে ঠেলবি পাণি।
মৌনি করবি পহু (৪) করইতে বাণী ॥
যব হাম সোঁপব করে কর আপি (৫)।
সাধসে (৬) ধরবি উলটি মোহে (৭) কাঁপি ॥
বিদ্যাপতি কহ ইহ রসঠাট।
কাম গুরু হোই শিখায়ব পাঠ ॥

৩০।

(সখীশিক্ষা।)

(কানড়া।)

শুন শুন মুগধনি (১) মঝু উপদেশ।
হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ ॥
পহিলহি অলকা তিলকা করি সাজ।
বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ ॥
যাওবি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ।
দূরে রহবি জনু বাত-বিভঙ্গ (২) ॥
সজনি পহিলহি নিয়ড়ে (৩) না যাবি।
কুটিল নয়নে ধনি মদন জাগাবি ॥

৩। মোড়বি গীম—গ্রীবাদেশ ফিরাইবে।
৪। পহু—পুনঃ।
৫। আপি—অর্পি, অর্পণ করিয়া।
৬। সাধসে—সভয়, সসাধ্বসং।
৭। মোহে—আমাকে।
১। মুগধনি—মুগ্ধে।
২। বাত-বিভঙ্গ—বাতেপঙ্গু, জড়সড়।
৩। নিয়ড়ে—নিকটে।

ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্ধ (৪)।
দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহক (৫) বন্ধ॥
মান করবি কছু রাখবি ভাব।
রাখবি রস জনু পুন পুন আব (৬)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব।
যে গুণবন্ত সোই ফল পাব॥

শ্রীরাধার রূপ।

৩১।

(মায়ুর।)

কবরী ভয়ে চামর গিরি কন্দরে,
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ।
হরিণী নয়ন ভয়ে, স্বর ভয়ে কোকিল,
গতি ভয়ে গজ বনবাস॥
সুন্দরী কাহে মোহে (১) সম্ভাষি না যাসি (২)।
তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল,
তুহুঁ পুন কাহে ডরাসি (৩)॥
কুচ ভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু (৪)

৪। কন্ধ—স্কন্ধ।
৫। নীবিহক—কটিদেশের।
৬। আব—আইসে।
১। মোহে—আমাকে।
২। যাসি—যাইতেছ। (যাধাতু—লটের সি।)
৩। ডরাসি—ভয় করিতেছ। (লটের সি।)
৪। রহু—থাকে।

ঘট পরবেশে হুতাশে (৫)।
দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু,
শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥
ভুজ ভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু,
কর ভয়ে কিশলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন
কহব মদন প্রতাপে॥

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু
শাঙর (১) চিকুর ভার।
জনু রবি শশী সঙ্গ (২) হি উয়ল
পিছে করি আঁধিয়ার॥
রামা হে অধিক চান্দিম (৩) ভেল।
কতনা (৪) যতনে কত অদভূত
বিহি বহি তোহে দেল॥
উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি
থোর থোর দরশায়।
কতনা যতনে কতনা গোপসি,
হিমে গিরি না লুকায়॥

৫। ঘট পরবেশে হুতাশে—হতাশ্বাস হইয়া ঘট জলে প্রবেশ করে
১। শাঙর—শ্যামল (?)।
২। সঙ্গ—একত্র।
৩। চান্দিম—শোভা।
৪। কতনা—(হিন্দী—কেত্না) কত।

চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণী
অঞ্জন শোভন তায়।
জনু ইন্দীবর পবনে পেমিল (৪)
অলিভরে উলটায় ॥
ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
এসব এরূপ জান।
রায় শিব সিংহ রূপ নারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥

৩৩।

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা।
অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল
ত্রিভুবনবিজয়ী মালা (১) ॥
সুন্দর বদন চারু অরু (২) লোচন
কাজরে রঞ্জিত ভেলা।
কনক কমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী
শ্রীযুত খঞ্জন খেলা ॥
নাভি-বিবর সঞে লোম-লতা-বলি
ভুজগী নিশ্বাস পিয়াসা।
নাসা—খগপতি- চঞ্চু-ভরম ভয়ে
কুচগিরি সান্ধি নিবাসা ॥

৪। পেমিল (ক)—প্রমীলিত(?); (খ) প্রেমযুক্ত অর্থাৎ পবন ভরে আন্দোলিত। "পবনে হেলিত"—পাঠান্তর।

১। ত্রিভুবন ইত্যাদি—ত্রিভুবন বিজয়ী মালার স্বরূপ।

২। অরু—অরুণ।

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দুউ বাণে।
বিধি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তাহাব নয়ানে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন সব যুবতি
ইহ বস কোপ যো জান।
রাজা শিব সিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণ ॥

অভিসার।

শ্রীকৃষ্ণেব উৎকণ্ঠা।

৩৪।

ভুপালী।

রজনী (১) ছোটি অতিভীরু রমণী।
কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী ॥
ভীমভুজঙ্গম সবণা (২)।
কত সঙ্কট তাহে কোমল চরণা ॥
বিহি (৩) পায়ে করি পরিহার।
অবিঘিনে সুন্দরী করু অভিসার ॥

১। "বযনি" এই পাঠ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয কিন্তু ইহা স্পষ্টতই ভুল। রজনী--ভুলক্রমে বযনী,-বযনী-বয়নি-হইয়াছে।

২। ভীম [illegible] ইত্যাদি—পথ (সরণ) ভয়ানক স র্পময় (ভীমভুজঙ্গম, বহুব্রীহি সম[illegible]পন্ন পদ)।

৩। বি[illegible]বিধি।

গগন সঘন   মহী পঙ্কা (৪)।
বিঘিনি বিথারিত   উপজয়ে শঙ্কা (৫)॥
দশ দিশ ঘন   আন্ধিয়ারা।
চলইতে খলই   লখই নাহি পারা (৬)॥
সব যোনি পালটি ভুললি।
আওত মানবি   ভানত লোলি (৭)॥
বিদ্যাপতি কবি কহই।
প্রেমহি কুলবতী   পরাভব সহই (৮)॥

১৫।

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা।   কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়ল পয়াণ (১)।   পন্থ বিপথ নাহি মান॥
তেজল মণিময় হার।   উচ কুচ মানয়ে ভার॥

৪। গগন সঘন ইত্যাদি—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও পৃথিবী পঙ্কময়।

৫। বিঘিনি ইত্যাদি—বিঘ্ন (চতুর্দ্দিকে) বিস্তারিত, ভয় উপস্থিত হইতেছে।

৬। চলইতে ইত্যাদি—চলিতে (চরণ?) স্খলিত হইতেছে (খলই—স্খলিত) ও দেখিতে (লখই—লক্ষয়িতুং) পাওয়া যাইতেছে না।

৭। 'সব যোনি—লোলি”—শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন “লোলে (লোলি) তুমি যদি (নিত্রা-পদে) উপস্থিত হও (আওত) তাহা হইলে আমি মনে মনে করিব (মানবি) যে সকল জীবকে (যোনি) দৃষ্টিপাত দ্বারা (পালটি) তোমার প্রভায় মত্ত করিয়া (ভানত) ভুলাইয়াছ (ভুললি)। এই রূপ অর্থ কষ্টসাধ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা অন্য কোন সুলভ অর্থ বা পাঠ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

৮। প্রেমহি ইত্যাদি—প্রেমে কুলবতী অবমাননা সহ্য করে।

১। একলি ইত্যাদি—একলা প্রয়াণ করিল।

কর সঙ্গে কঙ্কণ মুদরি (২)। পন্থ হি তেজল সগরি ॥
মণিময় মঞ্জীর পায়। দূর হি তেজি চলি যায় ॥
যামিনী ঘন আন্ধিয়ার। মনমথ হিয়ে উজিয়ার (৩) ॥
বিঘিনি বিথারিত বাট (৪) প্রেমক আয়ুধে কাট
বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছন নাহি হেরি আন ॥

৩৬।

ধানশী।

করিবর-রাজহংস-গতি-গামিনী
চললিহুঁ সঙ্কেত-গেহা (১)।
অমল তড়িত দণ্ড, হেম মঞ্জুরী,
জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥
জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে (২)।
ভাঙ লতা, ধনু, ভ্রমর, ভুজঙ্গিনী জিনি
আধ বিধুবর ভালে (৩) ॥
নলিনী, চকোর, সফরী সব মধুকর,
মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি।

২। মুদরি—খুলিয়া।
৩। মনমথ ইত্যাদি—মন্মথ হৃদয়ে উজ্জ্বল রহিয়াছে "মনমথে হেরি উজিয়ার" এরূপ পাঠে--মন্মথ প্রভাবে উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে।
৪। বাট—পথ।
১। সঙ্কেত গেহা—সঙ্কেত গৃহ।
২। অলকা ইত্যাদি—ভৃঙ্গ ও শৈবাল জিনি অলকা।
৩। আধবিধু ইত্যাদি—কপালে অর্দ্ধচন্দ্র অর্থাৎ কপাল অষ্টমীর শশীর ন্যায় অপ্রশস্ত ও সুন্দর।

নাসা তিলফুল, গরুড় চঞ্চু, জিনি,
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি (৪) ॥
কনক-মুকুর, শশী, কমল, জিনিয়া মুখ
জিনি বিম্ব অধর প্রবালে।
দশন মুকুতা জিনি কুন্দ, করগবীজ জিনি
কম্বুকণ্ঠ আকারে (৫) ॥
বেল, তালযুগ, হেমকলস, গিরিকটক (৬)
জিনিয়া কুচ সাজা।
বাহু মৃণাল, পাশ, বল্লরী জিনি,
ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা ॥
লোমলতাবলী শৈবাল, কজ্জল,
ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা (৭)।
নাভি সরোবর সরোরুহদল জিনি
নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥
উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি,
স্থলপঙ্কজ পদপাণী।
নখ দাড়িম বীজ, ইন্দুরতন (৮) জিনি;

৪। শ্রবণ (কর্ণ) গৃধিনীর অপেক্ষা উত্তম। বিশেখি—বিশেষি, বিশেষ হইয়া।

৫। করগবীজ—করঙ্গবীজ—নারিকেলের খোল; অথবা—কমণ্ডলু। আকারে কম্বুকণ্ঠ করঙ্গবীজ (কমণ্ডলুকণ্ঠ) অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

৬। গিরিশিখর। "গিরি জিনিয়া কঠোর কুচ সাজা।" ইতি পাটান্তর।

৭। তরঙ্গিণীর রঙ্গ অর্থাৎ ঢেউ।

৮। ইন্দুরত্ন—মুক্তা।

পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥ *

ভণয়ে বিদ্যাপতি, অপরূপ মূরতি,

রাধারূপ অপারা।

রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ

একাদশ অবতারা ॥

৩৭।

ত্রিবোতা।

আঁচরে (১) বদন ঝাঁপহ (২) গোরি।

রাহু করয়ে জনু চান্দকি চোরি (৩) ॥

ঘরে ঘরে পহরী (৪) ছোড়ি গেলি যোয় (৫)

অবহি দেখব ধনি নাগরি তোয় (৬) ॥

হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি (৭)।

বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোরি (৮) ॥

অধর সমীপ দশন করু জ্যোতি।

সিন্দুর সমীপ বসায়লি মোতি ॥

* "উরুবর কদলী করিবরকর জিনি,
পিক বীণা অমিয়া জিনি বাণী।
কর পদ কিসলয় নবীন পল্লব
চম্পক কোরক জিনি।" ইতি পাঠান্তর।

১। আঁচরে—অঞ্চলে। ২। ঝাঁপহ—আবৃত কর।

৩। রাহু ইত্যাদি—যেরূপ (জনু) রাহু গ্রহণ সময়ে চন্দ্রকে চোর স্বরূপ করে।

৪। পহরী—প্রহরী।

৫। যোয়—যাহাদিগকে।

৬। অবহি ইত্যাদি—এখনি ধনি তোমাকে দেখিতে পাইবে।

৭। বিজোরি—বিদ্যুৎ।

৮। বাণীক ইত্যাদি—কথা আস্তে আস্তে কহিবে।

শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ।
স্বপনেঁ হোয় জনি (৯) বিপদক লেশ॥
চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহুঁ নিকলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহুঁ নিশঙ্ক॥

মিলন।

৩৮।

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই তোঁহে সোঁপনু ধনি রাই॥
কমলিনী—কোমল কলেবর তুঁহু সে ভোখিল (১) মধুকর।
সহজে করবি মধুপান। ভুলহ জনু পাঁচবাণ॥
পয়োবধি পয়োধর পরশিহ। কুঞ্জরে জনু সরোরুহ॥
গণইতে মোতিমহারা। ছলে পরশবি কুচভারা॥
না বুঝয়ে রতিরসরঙ্গ। ক্ষণে অনুমতি, ক্ষণে ভঙ্গ॥
শিরীষ কুসুম জিনি তনু। থোরে সহাবি ফুলধনু॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে। দোতিক মিনতি ভুয়া পায়ে॥

কানড়।

একে ধনি পদুমিনী (১) সহজেই ছোটি।
করে ধরইতে করে করুণা কোটি॥

৯। জনি—যদি।
১। ভোখিল—ভোজনপ্রিয়। ক্ষুধার্ত্ত।
১। পদুমিনী—পদ্মিনী।

হঠ পরিরম্ভনে “নহি নহি” বোল।
হরি ডরে হরিণী হরি-হিয়ে ডোল (২)॥
বালি—বিলাসিনী, আকুল—কান।
মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান।
নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভান (৩)।
জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥
বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ।
রাধা মাধব পহিলহিঁ সঙ্গ॥

৪০।

বালা ধানশী।

ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি (১)।
বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি (১)॥
“নহি নহি” কহয়ে, নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল রাই শয়নক ওর (২)॥
আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনিথোরি।
করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥
আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥

২। হরিডরে ইত্যাদি—হরির ভয়ে (হরিণী) হরিপ্রিয়া রাধা হরি হৃদয়ে কম্পিত হইলেন, সিংহের ভয়ে হরিণীর ন্যায়।

ডোল—সংস্কৃত দোল শব্দের প্রাকৃত। প্রাকৃত প্রকাশ ২ পরিচ্ছেদ ৩৫ সূত্র।

৩। নয়নক ইত্যাদি—নয়নের প্রান্তভাগ চঞ্চলতা প্রকাশ করিল।

১। ভেলি, গেলি—৬ পৃষ্ঠা (১) টীকা দেখ।

২। শয়নক ওর—শয্যার সীমা অর্থাৎ এক পার্শ্বে।

৪১।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড (১)।
কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড (২)॥
নৃপ-আসন নব পীঠলপাত (৩)
কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ (৪)॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায় (৫)।
সমুখ হি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র।
আন দ্বিজকুল (৬) পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম পরাগ।
মলয় পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দবল্লী তরু ধরল নিশান (৭)।

১। দিনকর ইত্যাদি—শীতান্তে সূর্যের দীপ্তিপ্রভাব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পৌগণ্ড—বাল্যকাল।

২। কেশরকুসুম ইত্যাদি—মদনমহীপতি কনকদণ্ডরুচি কেশর-কুসুম বিকাশে।

ধয়ল—ধরিল।

৩। নৃপ আসন ইত্যাদি—নূতন পীঠল [illegible] বসন্তের রাজ-সিংহাসন (নৃপাসন) হইল।

৪। মাথ—মস্তকে।

৫। মৌলি—শিরোভূষণ। তায়—তাহাতে।

৬। আন দ্বিজকুল—অন্য পক্ষী সকল।

৭। কুন্দবল্লী ইত্যাদি—তরু কুন্দবল্লী রূপ নিশান ধরিল। বহু শাখা-পল্লববিশিষ্ট লতাজাল বৃক্ষ হইতে দোদুল্যমান হইয়া রাজপতাকার শোভা করিল।

পাটনতুল   অশোক দলবান (৮) ॥
কিংশুক লবঙ্গ-   লতা এক সঙ্গ ॥
হেরি শিশির ঋতু   আগে দিল ভঙ্গ ॥
সৈন্য সাজল   মধুমক্ষিকাকুল ।
শিশিরক সবহু (৯)   কয়ল নিরমূল ॥
উধারল (১০) সরসিজ   পাওল প্রাণ ।
নিজ নব দলে   করু আসন দান ॥
নববৃন্দাবন   রাজ্যে বিহার ।
বিদ্যাপতি কহ   সময়ক সার ॥

৪২ ।

মাগধ ।

নব বৃন্দাবন   নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল ।
নবীন বসন্ত   নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল ॥
বিহরই নওল (১) কিশোর ।
কালিন্দীপুলিন   কুঞ্জ নব শোভন,
নব-নব-প্রেম-বিভোর (২) ॥
নবীন রসাল   মুকুল মধু মাতিয়া (৩)

পাটন ইত্যাদি—দলবান্ অশোক সহর (পাটন) তুল্য হইল
সবহু—সম্পূর্ণরূপে (?)
উধারল—উদ্ধার হইল। জল হইতে বাহির হইল।
নওল—নব।
বিভোর—বিহ্বল, মত্ত। সমস্ত পদটী কিশোর শব্দের বিশেষণ।
মাতিয়া—মত্ত।

নবকোকিলকুল গায়।
নবযুবতীগণ চিত উনমাতই [৪]
নবরসে কাননে ধায়॥
নব যুবরাজ নবীন নব নাগরী,
মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন নব নব খেলন
বিদ্যাপতি মতি মাতি [৫]॥

৪৩।

বিহাগড়া

মধুঋতু মধুকর পাঁতি [১]। মধুর-কুসুম মধু-মাতি [২]॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতীগণ সঙ্গ। মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
সুমধুর যন্ত্র রসাল। মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন-গতি-ভঙ্গ [৩]। মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ [৪]॥
মধুর মধুর রসগান। মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

৪৪।

কল্যাণ অথবা বসন্ত।

ঋতুপতি রাতি রসিক বর রাজ।
রসময়-রাস- রভস-রস মাঝ॥

৪। উনমাতই—উন্মত্ত করে।
৫। মাতি—(মাতই) মত্ত করিয়া।
১। পাঁতি—পংক্তি।
২। মধুর-কুসুম মধু কর্ত্তৃক (পানে) মত্ত।
৩। মধুর নটন-গতি-ভঙ্গ—নাচিতে নাচিতে চলিবার ভঙ্গী।
৪। নটিনী ও নটের রঙ্গ।

রসবর্তী রমণী- রতন ধনী রাই।
রাস-রসিকসহ রস অবগাই (১)॥
রঙ্গিণীগণ সব রঙ্গহি নটই (২)।
রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই (২)॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত (৩)।
রতিরত-রাগিণী- রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব (৪) মহতি কপিনাশ (৫)।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥
রসময় বিদ্যা- পতি কবি ভাণ।
রূপনারায়ণ ভূপতি জান (৬)॥

৪৫।

বেলোয়ার।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া (১)॥
ডগ মগ ডম্ফ ডিমিকি ডিমি মাদল

১। রসে নিমগ্ন। অবগাই—অবগাহন করিতেছে।

২। নটই—(সং নটতি) নাচিতেছে। রটই—(সং রটতি) বাজিতেছে।

৩। রহি রহি ইত্যাদি—ক্ষণে ক্ষণে মধুর রাগ সকল রচনা করিতেছেন। রঙ্গিণীগণ মধ্যে মধ্যে আদিরসের উদ্দীপনকারিণী রাগিণীগণের আশ্রয়ভূত বসন্তরাগ গান করিতেছেন। বসন্ত রাগের রাগিণী ললিত, রামকিরী, পঠমঞ্জরী প্রভৃতি।

৪। রবাব—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৫। কপিনাশ—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

৬। জান—জানেন।

১। ধ্বনিয়া—ধ্বনি।

রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল।
বীণ, রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব (২) ॥
শ্রমভরে গলিত লোলিতকবরীযুত,
মালতি মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস রস বর্ণনে
বিদ্যাপতিমতি ক্ষোভিত হোতি (৩) ॥

৪৬।

কেদার।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি।
চাঁদকিরণ জগমণ্ডল লাগি (১) ॥
রহিতে সোয়াথ (২) নাহি, নৌতুন লেহ।
হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ ॥
কামিনী কয়ল কতহুঁ পরকার।
পুরুষক বেশে কয়ল অভিসার ॥
ধামিনী লোল ঝুট (৩) করি বন্ধ।

২। রাব—শব্দ। ৩। হোতি—হইতেছেন।
১। লাগি—(লাগই) লাগিতেছে।
২। সোয়াথ—(সোয়াস্তি) সুখ।
৩। ঝুট—কবরী। ঝুঁটি।

পহিরণ বসন (৮) আন করি ছন্দ ॥
অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল।
বাজনযন্ত্র হৃদয়ে করি নেল ॥
ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ।
হেরি না চিহ্নই নাগর রাজ ॥
হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ।
পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব ॥
বিদ্যাপতি কহ তব্ কিয়ে ভেলি।
উপজল কত কত মনোরথ কেলি ॥

৪৭।

ভূপালী।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল ॥
বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু।
দুহুঁ অধরামৃতে দুহু মুখ ভরু ॥
দুহুঁ তনু কাঁপই মদনক রচনে।
কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে ॥
বিদ্যাপতি অব্ কি কহব আর।
যৈছে প্রেম দুহু তৈছে বিহার ॥

৪৮।

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল।
বিরহ জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥

৮। পহিরণ ইত্যাদি—পরিধান বস্ত্র অন্যরূপে বিন্যাস করিয়া।

করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে।
রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে॥
বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ।
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ॥
নয়ানে নয়ান দুঁহার বয়ানে বয়ান।
দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর।
ত্রিভুবন বিজয়ী নাগর চোর॥

৪৯।

ভূপালা।

মদনমদালসে শ্যাম বিভোর।
শশীমুখী হাসি হাসি করু কোর॥
নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদ গদ ভাষ॥
রসবতী নারী রসিক বর কান।
হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥
দুহুঁ পুনঃ মাতল দুঁহু শর হান।
বিদ্যাপতি করু সো রস গান॥

(বসোদ্গার)

৫০

পুছমো এ সখী পুছমো তোয়
কেলিকলা সব কহবি মোয়॥
বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পূর।
অলকা তিলকামেটী গেলহি দূর॥

কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন।
অধরহি লাগল দশনক চিহ্ন॥
কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল।
হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥
অলসহি পূরল সকলৈহি গা।
বসন লেই ঘন ঘন কর বা (১)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥

৫১।

বিভাষ।

কি কহব রে সখি রজনীক বাত।
বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ॥
করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান।
বদনে দশন দিয়া বধয়ে পরাণ॥
নবযৌবন তাহে রস-পরচার।
রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥
মদনে বিভোর কিছুই না জান।
কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
তুহু মুগধিনী সোই লুবধ মুরারি॥

১। বা—বাতাস।

৫২।

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে [১]।
কি করব হাম তাক পরবোধে॥
অলপ বয়েস হাম কানু সে তরুণা।
অতিহুঁ সে লাজ ডর অতি সে করুণা॥
লোভে নিঠুর হরি কয়লহি কেলি।
কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥
হঠ ভেল রস হামে হরল গেয়ান।
নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কো জান॥
দেল হি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি।
তৈখনে হৃদয় উঠল মঝু কাঁপি॥
নয়নে বারি দরশায়নু রোই।
তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥
অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা।
রাহু গরাসি নিশি তেজিল চন্দা॥
কুচযুগে দেয়ল নখ-পরহারে।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি।
তুহুঁ সচেতনী লুবধ মুরারি॥

১। মোহে—আমাকে।

৫৩।

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহনু তনু গোই (১)।
সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥
রস নাহি হোয়ল কয়ল যে শাতি (২)।
মদন লতা জনু দংশল হাতী॥
কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল।
তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥
হামারি আছিল কত পূরবক ভাগি (৩)।
ফিরি আওনু হাম সে ফল লাগি॥
বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ।
ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ (৪)॥

৫৪।

বালা ধানশী।

কহ সখি সাঙরি (১) ঝামরি দেহা (২)।
কোন পুরুখ সঞে নেয়লি লেহা॥
অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার (৩)।
কোন লুঠল তুয়া অমিয়া ভাণ্ডার॥

১। গোই—গোপন করিয়া।
২। শাতি—শাস্তি। রস—আনন্দ।
৩। ভাগি—ভাগ্য।
৪। সম্ভেদ—মিলন। "সম্ভেদঃ সিন্ধু-সঙ্গমঃ" অমর কোষ।
১। সাঙরি—স্মরণ করিয়া।
২। ঝামরি দেহা—মলিন (কৃষ্ণবর্ণ) শরীরা।
৩। পঙার—প্রবাল

রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল গৌর।
মাজি ধয়ল জনু কনয়া কটোর॥
না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে।
ফেরি আওলি তুহুঁ পূরবক পুণে (৪)॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে।
রাজা শিবসিংহ লছিমা প্রমাণে॥

৫৫।

রামকেলি।

কি কহব রে সখি কহইতে লাজ।
যোই করল সোই নাগর রাজ॥
পাহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ।
দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥
হেরইতে, দেহ মঝু থরহরি কাঁপ।
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাপ॥
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি।
কি কহব কিয়ে করল রস কেলি॥
হঠ করি নাহ (১) করল যত কাজ।
সো কি কহব ইহ সখিনী সমাজ॥
জনসি তব্ কাহে করসি পুছারি (২)।
সে ধনি যো থির তাহে নেহারি॥

৪। পুণে—পুণ্যে।
১। নাহ—নাথ।
২। পুছারি—জিজ্ঞাসা

বিদ্যাপতি কহে না কর তরাস ।
ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস ॥

৫৬ ।

সুহিনী ।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম ।
কহয়ে রজনী- বিলাস কাম ॥
সে যে সুন্দরী সুবদনী রাই ।
আবেশে হিয়ার মাঝারে লেই ॥
চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ ।
রভসে বিহসি মন্দ মন্দ ॥
বহুবিধ কেলি কয়ল সোই ।
সে সব স্বপন হোয়ল মোই ॥
কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ ।
ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ ॥
ধনি হিয়ার মাঝারে জাগে ।
বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে ॥

৫৭ ।

কেদার ।

বালা-রমণী- রমণে নাহি সুখ ।
অন্তরে মদন দেই দ্বিগুণ দুখ ॥
সব সখি মেলি শুতায়ল পাশ ।
চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ ।
মন্ত্র না শুনয়ে যেন বাল-ভুজঙ্গ ॥

বেরি এক করে ধনিমুদিতনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ।
ইথে কাহে ধনি তুহুঁ মোরসি মুখ
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
তুহুঁ রস-সাগর, মুগধিনী—নারী॥

৫৮।

ধানশী।

করে কর ধরি, যে কিছু কহল
বদন বিহসি থোর।
যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি
কুমুদ কয়ল কোর॥
রামা হে শপথি করহুঁ তোর।
সোই গুণবতী গুণ গণি গণি
না জানি কি গতি মোর॥
গলিত বসন ললিত ভূষণ
ফুয়ল (১) কবরী ভার।
আহা উহু করি যে কিছু কহল
তাহা কি বিছুরি পার (২)॥
নিভৃত কেতনে হরল চেতনে
হৃদয়ে রহল বাঁধা।

১। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।
২। বিছুরি পার—তাহা কি বিস্মৃত হইতে পারি?

ভণে বিদ্যাপতি ভালে সে উমতি (৩)
বিপদ পড়িল রাধা ॥

৫৯।

ভূপালি।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখ মণ্ডল
চাঁদে বেড়ল ঘনমালা।
মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল
ঘামে তিলক বহি গেলা ॥
সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গল দাতা।
রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি
কি করব হরি হর ধাতা ॥
কিঙ্কিণী কিনি কিনি কঙ্কণ কন কন
ঘন ঘন নূপুর বাজে।
নিজ মদে মদন পরাভব মানল
জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে ॥
তলে একু জঘন সঘন রব করইতে
হোয়ল সৈনক ভঙ্গ।
বিদ্যাপতি কবি ও রস গাহক
যামুনে মিলল গঙ্গ তরঙ্গ ॥

৬০।

বিভাষ।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জ মন্দিরে আজ কি হইল ধন্দ
চপলে ঝাঁপল জনু জলধর নীল উৎপলে চন্দ ॥

৩। উমতি—চঞ্চলচিত্ত।

ফণী মণিবর উগরে নিরখি শিখিনী আনত গেল।
সুমেরু উপরে সুর-তরঙ্গিণী কেবল তরল ভেল॥
কিঙ্কিনী কঙ্কণ করু কলরব নূপুর অধিক তাহে।
সুকাম নটনে তুরিযতি কহুঁ ঐছন সকল শোহে॥
নায়ক গোপনে, জপে নিরজনে ইহ বুঝি অনুমান।
বিদ্যাপতি কৃত কৃপায়ে তাহারি কো ন জান ইহ গান॥

৬১।

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি বিলাস।
বিপরীত সুরত নায়র অভিলাষ॥
মানইতে নায়র দূরে রহু লাজ।
অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥
শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ।
দুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥
শ্রম জল বিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতিঃ।
কনক কমলে যৈছে ফুটি রহু মোতি॥
কুচ যুগ কনক ধরাধর জানি।
ভাঙ্গি পড়ল জানি পঁহু দিল পাণি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥

৬২।

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর।
আপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে,
কি অতি নিকট কি দূর॥

তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল
আতলে স্থরধুনি-ধারা।
তরল তিমির শশী-শূর গরাসল,
চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥
অম্বর খসল ধরাধর উলটল
ধরণী ডগ মগ ডোলে।
খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু
চঞ্চরীগণ রুরু রোলে॥
প্রলয় পয়োধি জলে জনু ঝাঁপল
ইহ নহ যুগ অবসানে।
কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব
কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥

৬৩।

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর
আপন মনোরথ সো পরিপূর॥
কি কহব রে সখি কহইতে হাস।
সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥
জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ।
উয়ল চারু ধরাধর রাজ॥
মরকত দরপণ হেরইতে হাম।
উচ নীচ না বুঝি পড়ল সেই ঠাম॥

পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান।
তাকর বচনে ভেল সমাধান॥
নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই।
লাজে রহনু হিয়ে আন লাগই॥
সোই রসিকবর কোরে আগোরি॥
আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥
মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস অনুমান।

৬৪।

ধানশী।

বদন সোহাগল শ্রমজল বিন্দু।
মদন মোতি দেই পূজল ইন্দু॥
প্রিয়মুখ সুমুখী চুম্বয়ে ওজ।
চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥
রতিবিপরীত বিলম্বিত হার।
কনকলতাপরি দূধক ধার॥
কিঙ্কিণীশবদ নিতম্বহি সাজ।
মদন বিজয়ী রণ বাজন বাজ॥
বিগলিত কুসুম- মাল ধরু অঙ্গ।
জনু যামুন জলে দূধতরঙ্গ॥
সুকবি বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
জলদে ঝাঁপল জনু চপল সুঠাম॥

৬৫।

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগচারু ধরাধর জানি।
হৃদি পৈঠব জানি পহুঁ দিল পাণি॥
ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ।
চুম্বয়ে হরষ সরস অবগাহ॥
বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ।
বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥
আপন ভাব মোহে অনুভাবি।
না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥
তাকর বচনে করল সব কাজ।
কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥
এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ।
নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥

প্রেমবৈচিত্র।

৬৬।

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা (১)।
সুজনক পিরীতি পাষাণে জনু রেহা (২)॥
তাহে ভেল অতি বিপরীত।
না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥
এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি।
কি ফল প্রেমক আঁকুর (৩) মোড়ি (৪)॥
যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী।
হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি (৫)॥
বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা।
যাকর (৬) পিরীতি সো জন অন্ধা॥

৬৭।

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই (১) সব্‌কোই (২)।
যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥
হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত।
তব্ কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥

---

১ লেহা—প্রীতি, স্নেহ।
২ রেহা—রেখা, উল্লেখ।
৩ আঁকুর—অঙ্কুর।
৪ মোড়ি—মর্দ্দন করিয়া, দলিয়া।
৫ নিজ করি জানি—আপনার মনে করিয়া।
৬ যাকর—যাঁহার।
১ কহই—বলে। ২। সব্‌কোই—(হিন্দী) সকলেই।

অব সব বিষসম লাগয়ে মোই (৩)।
হরি হরি (৪) পিরীতি না কর জনি কোই ॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি।
পানি পীয়ে পিছে জাতি বিচারি ?

৬৮।

তিরোতা।

সখি হে মন্দ প্রেম-পরিণামা (১)।
বল্‌কে (২) জীবন কয়ল পরাধীন
নাহি উপকাব একঠামা (৩) ॥
ঝাপন (৪) কূপ লখই (৫) না পারনু
যাইতে পড়লহুঁ ধাই (৬)।
তখনক লঘু গুরু কছু না বিচারনু
অব পাছু তরইতে (৭) চাই ॥
মধু সম বচন প্রেম সম মানুখ
পহিলহুঁ (৮) জানলু (৯) ন ভেলা।

৩। মোই—আমাকে।
৪। হরি হরি—আক্ষেপোক্তি বিশেষ।
১। প্রেম-পরিণামা—প্রেমেব পরিণাম।
২। বল্‌কে—(হিন্দী) বলকে, অব্যয় বিশেষ।
৩। একঠামা—একবিন্দু।
৪। ঝাপন—লুক্কায়িত।
৫। লখই—লক্ষ্য করিতে, দেখিতে।
৬। যাইতে ইত্যাদি—ধাইয়া যাইতে পড়িলাম।
৭। পাছু—পশ্চাৎ। তরইতে—উত্তীর্ণ হইতে।
৮। পহিলহুঁ—প্রথম।
৯। জানলু—জ্ঞাত।

আপন চতুরপণ (১০ পর হাতে সোঁপনু
হৃদয়গরব দূর গেলা ॥
এত দিন আন ভাণে হাম আছিনু (১১)
অব বুঝনু অবগাহি (১২)।
আপন শূল হাম আপহি চাঁচনু
দোখ দেয়ব অব কাহি (১৩)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
চিতে নাহি গণবি আনে (১৪)।
প্রেমকারণ জীউ উপেখয়ে (১৫)
জগজন কো নাহি জানে ॥

৬৯।

সুহই।

পাসরিতে (১) শরীর হোয় অবসান (২)।
কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান (৩)॥
কহনে না পারিয়ে সহনে না যায়।
রচহ সজনি অব কি করি উপায় ॥

১০। চতুরপণ—চতুরপণা, চতুরতা।

১১। এতদিন ইত্যাদি—এত দিন আমি অন্য ভাণে (ভাবে) ছিলাম, অর্থাৎ সংস্কার অন্যরূপ ছিল।

১২। অবগাহি—অবগাহন করিয়া।

১৩। দোখ ইত্যাদি—এক্ষণে কাহার (কাহি) দোষ (দোখ) দিব?

১৪। গণবি আনে—অন্য গণনা করিবে না অর্থাৎ মনে করিবে না।

১৫। উপেখয়ে—উপেক্ষা করে।

১। পাসরিতে—ভুলিতে।

২। অবসান—অবসন্ন।

৩। কহিতে ইত্যাদি—স্পষ্ট বলাও এক্ষণে বুদ্ধি ও বিবেচনা সঙ্গত হয় না।

কোন বিহি নিরমিল   এই পুন লেহ।
কাহে কুলবতী করি   গড়ল মোর দেহ॥
কাম করে ধরিয়ে   সে করয়ে বেভার।
রাখয়ে মন্দিরে   এ কুল আচার॥
সহই না পারিয়ে   চলই না পারি।
ঘন ফিরি যৈছে   পিঞ্জরমাহা সারী (৪)॥
এতহুঁ বিপদে   কাহে জীবয়ে দেহ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি   বিষম এ লেহ (৫)॥

৭০।

সিন্ধুড়া।

কত গুরু-গঞ্জন   ছুরজনবোল।
মনে কিছু না গণনু   ও রসে ভোল (১)॥
কুলজা-রীতি   ছোড়নু যছু (২) লাগি।
সো অব বিছুরল (৩)   হামারি অভাগি॥
সোঙরি (৪) সোঙরি   সখি কহবি মুরারি
সুপুরুখ পরিহরে   দোখ বিচারি (৫)॥

৪। পিঞ্জরমধ্যস্থিতা সারিকার ন্যায়।
৫। লেহ—স্নেহ। প্রাকৃত প্রকাশ। লেঠা?
১। ভোল—ভোর।
যছু—যাহার।
বিছুরল—বিস্মৃত হইল, ত্যাগ করিল।
৪। সোঙরি—মনে করিয়া।
৫। সুপুরুখ ইত্যাদি—সুপুরুষ নাগরীর দোষ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করে।

যো পুন সহচরি   হোয় মতিমান্।
করয়ে পিশুন-   বচন অবধান (৬) ॥
নারী অবলা হাম   কি বলব আন।
তুহুঁ রসনানন্দ-   গুণক-নিধান (৭) ॥
মধুরবচন কহি   কানুকে বুঝাই।
এহি কর দোখ   রোখ অবগাই (৮) ॥
তুহুঁ বর চতুরী   হাম কিয়ে জান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি   ইহ রসগান ॥

৭১।

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই।
রোপিয়া প্রেমের বীজ   অঙ্কুরে মোড়লি
বাঁচব কোন উপাই ॥
তৈলবিন্দু যৈছে   পানি পসারল (১)
ঐছন তুয়া অনুরাগে।
সিকতা জল যৈছে   ক্ষণহি শুখায়ল
ঐছন তোহারি সোহাগে (২) ॥

৬। করয়ে ইত্যাদি—কাকের কথাতেই মনঃসংযোগ করেন।

৭। রসনানন্দগুণকনিধান—বাক্‌পটু।

৮। এহি ইত্যাদি—এরূপ বলিবে যে, যেন দোষ ও রোষ সমস্ত কিছুই না থাকে।

"অবগাই" স্থানে অবসাই হইবে। অবসাই—অবসান হয়।

১। তৈলবিন্দু ইত্যাদি—জলে বিস্তারিত হয় ও ক্রমে মিলাইয়া যায়।

২। সিকতা ইত্যাদি—যেমন বালুকার উপর জল শুকাইয়া যায়, তেমনি তোমার প্রীতি অল্পদিনেই গিয়াছে।

কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু
তাকর বচন লোভাই (৩)।
আপন করে হাম মূড় মুড়ায়নু,
কানুক প্রেম বাঢ়াই (৪)॥
চোররমণী জনু মনে মনে রোয়ই
অম্বরে বদন ছাপাই।
দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল
সো ফল ভুঁজইতে চাই (৫)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগরীতি
চিন্তা না কর কোই।
আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই
যো জন পরবশ হোই॥

৭২।

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান।
নাহ রসিকবর- বিদগধ জান (১)॥
কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ।
অবহু মিলব সোই সুপুরুখ আপ (২)॥

৩। তাকর ইত্যাদি—তাহার বচনে লুব্ধ হইয়া।

৪। আপন ইত্যাদি—কানুর উপর প্রেম বাড়াইয়া আপন হস্তে আপনাব মস্তক (মূড়) মুণ্ডন করিলাম।

৫। সো ফল ইত্যাদি—তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।

১। নাহ ইত্যাদি—নাথ রসিককুলের শ্রেষ্ঠ জানিবে।

২। আপ—স্বয়ং।

উদভট প্রেমে করসি অনুরাগ।
নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ [৩]॥
বিদ্যাপতি কহ বান্ধহ থেহ [৪]।
সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ॥

৭৩।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে (১)।
কানুসে (২) অবহি (৩) করবি প্রেমভোগে॥
কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া।
হাম চলনু, তুহু থির কর হিয়া॥
এত কহি কানুপাশে মিলল সো সখী।
প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥
শুন তহি কানু মিলল ধনিপাশ।
বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥

৭৪।

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন।
তুলনা দিতে নারি পিরীতি সমান॥

৩। উদভট—উদ্ভট। তোমার প্রেমানুরাগ নিয়মাতিরিক্ত হওয়াতে সদা (নিতি নিতি) হৃদয় মধ্যে এরূপ ভাবনা (জাগ) হইতেছে। মাহা—মধ্যে।

৪। থেহ—স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য।

১। অনুযোগে—আক্ষেপ বাক্য।

২। কানুসে (হিন্দী) কানু হইতে।

৩। অবহি (হিন্দী) এখনি।

পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়।
সুজন পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥
ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা।
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥
ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়।
অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায় [১]॥

৭৫।

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয় দেহ।
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ (১)॥
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত।
যামিনী বঞ্চলি আনহি (২) সাথ॥
কপট লেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বরকান।
তুহুঁ সম মূরখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥
ক্ষীরসিন্ধু তেজি কূপে বিলাস।
ছিয়ে ছিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥
বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥

১। জুয়ায়—উপযুক্ত হয়, উচিত হয়

১। সুনেহ—সুস্নেহ   ২। আনহি—অপর

মান।

৭৬।

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি (১) সুন্দরি
হরল চেতন মোর।
পুরুখবধের ভয় না করহ
এ বড় সাহস তোর॥
মানিনি আকুল হৃদয় মোর।
মদন-বেদন সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥
কিয়ে গিরিবর কনয়াকটোর (২)
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ
হিয়ার উপর শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালকচন্দ॥
এ কর কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥
চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু
ব্যাকুল হইল চিত।
কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
কানুর করহ হিত॥

১। ঝাঁপসি—আচ্ছাদন করিতেছ।
২। কনয়াকটোর—সোণার কটোরা—স্তনযুগল।

৭৭।
ধানশী।

পীন কনয়া কুচ কঠিন কঠোর।
বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর ॥
পরিহর সুন্দরি দারুণমান।
আকুলভ্রমরে করাহ মধুপান ॥
এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর।
হঠ না করহ এ মহত (১) রাখ মোর ॥
পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে বার।
মদনবেদন হাম সহই না পার ॥
ভণহু বিদ্যাপতি তুহু সব জান।
আশা-ভঙ্গ-দুঃখ মরণ সমান ॥

৭৮।
ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঞ্জাত (১)।
তুয়া কুচ হেমঘট, হার ভুজঙ্গিনী
তাক উপরে ধরি হাত (২) ॥
তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয় (৩)।
তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয় ॥
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত।
বুঝিয়া করহ শাতি (৪) যে হয় উচিত ॥

১। মহত—মর্য্যাদা।

১। সঞ্জাত (বোধ হয়) সংযত, সংযম অর্থাৎ ক্রোধোপশম, দয়া।

২। তুয়া কুচ—ধরিহাত—তোমার কুচ হেমঘট, হার ভুজঙ্গিনী স্বরূপ, তাহার উপরে হাত ধরি।

৩। কোয়—কাহাকেও। ৪। শাতি—শাস্তি।

ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি।
পয়োধরপাথর হিয়ে দেহ ভারি॥
উরুকারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি।
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥

৭৯।

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ (১)।
ও ধনী মানিনী পালটি না চাহ॥
বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান।
শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥
গদ গদ নাগর হেরি ভেল ভীত।
বচন না নিকসয়ে (২) চমকিত চিত॥
পরশিতে চরণ সাহস না হোয়।
কর যোড়ি ঠাড়ি (৩) বদন নেহারয়॥
বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান।
কি করবি তুহুঁ অব্ দুর্জ্জয় মান॥

৮০।

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলিবিলাস।
পদতলে লুঠয়ে সো পীত-বাস॥
যাক দরশ বিনে ঝরয়ে নয়ান।
অবনাহি হেরসি তাক বয়ান॥

১। নাহ—নাথ।
২। নিকসয়ে—নির্গত হয়
৩। ঠাড়ি—দণ্ডায়মান।

সুন্দরি তেজহ দারুণমান।
সাধয়ে চরণে রসিকবরকান॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যামরসবন্ত।
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ কালবসন্ত॥
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ প্রেমসঙ্গাতি [১]
ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময়রাতি॥
আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত।
জনম গোঙায়বি রোই একান্ত (২)॥
বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত।
যাচিত তেজি না হয় উচিত॥

৮১।

গান্ধার।

তোহারি বিরহ-বেদনে বাউর [১]।
সুন্দর মাধব মোর।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন
ক্ষণে নাম করু তোর॥
রামাহে তু বড়ি কঠিন দেহ।
গুণ অপগুণ না বুঝি তেজলি
জগত দুলহ লেহ॥
তোহারি কাহিনী কহিতে জাগই
শুনই দেখই তোয়।

১। সঙ্গাতি—মিলন।
২। একান্ত—নির্জ্জনে।
১। বাউর—বাতুল।

এ ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে
পথ নিরখিয়ে রোয় (২) ॥
কত পরবোধি, না মানে রহসি [৩]
না করে ভোজনপান।
কাঠ মূরতি ঐছন আছয়ে।
কবি বিদ্যাপতি ভান ॥

৮২।

কামোদ।

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন
বহই দিবস সব যাব [১]।
ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যায়ব
পর উপকার সে লাভ ॥
সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলি ভাগী।
রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই (২)
কাল বিরহ তুয়া লাগি (৩) ॥
বিরহ সিন্ধু মাহা ডুবইতে আছয়ে
তুয়া কুচকুম্ভ নখ দেই।
তুহুঁ ধনী গুণবতী উধার (৪) গোকুল পতি
ত্রিভুবন ভরি যশো লেই (৫) ॥

২। রোয়—রোদন করে।
৩। রহসি—রহস্য। সখিগণের সহিত কৌতুকালাপ।
১। দিবস তিল আধ—সব যাব—অল্প দিন যৌবন থাকিবে, দিন বহিয়া যাইবে।
২। আন নাহি ভাবই—আর কিছুই ভাবে না।
৩। কাল——লাগি—তোমার নিমিত্ত বিরহ তাহার কালস্বরূপ হইয়াছে।
৪। উধার—উদ্ধার কর। ৫। লেই—লও।

লাখ লাখ নাগরী যো কানু হেরই
সো শুভদিন করি মান।
তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

৮৩।

কেদার।

শুন শুন গুণবতি রাধে।
পরিচয় পরিহর (১) কোন অপরাধে॥
গগনে উদয়ে (২) কত তারা।
চান্দ আন হি অবতারা (৩)॥
আন কি কহব বিশেখি।
লাখ লখিমীচয় লখি না লখি (৪)॥
শুনি ধনি মনোহৃদি ঝুর।
তব হি মনহি মনপূর (৫)॥
বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল।
শুনইতে ধন্দ সবহি দৈ গেল॥

১। পরিহর—ত্যাগ কর। ২। উদয়ে—উদয় হয়।

৩। "চাঁদ আনহি অবতারা"—কিন্তু চন্দ্র অন্য প্রকার অবতার।
চাঁদ আনহি আঁধিয়ারা—এই পাঠে চাঁদ সকলকে অন্ধকার করে এইরূপ অর্থ হইবে।

৪। আন কি ইত্যাদি—লখি—আর কি বিশেষ করিয়া (বিশেখি) বলিব। লক্ষ লক্ষ লক্ষ্মীকেও অবহেলা করি। "লখিমী চরণে না করহুঁ উপেখি" পাঠান্তর।

৫। শুনি ধনি—পূর—এই সকল কথা শুনিয়া ধনী মনে হৃদয়ে ঝুরিতে (ক্রন্দন করিতে) লাগিল। এবং তখন (তবহি) মনেতেই মনঃপূর্ণ হইল। অথবা "পুড়" এই পাঠে মনে মনে পুড়িতে লাগিল।

৮৪।

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন।

ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু
যৈছন কুটিল কান॥

কাঠ কাঠিন কয়ল মোদক
উপরে মাখিয়া গুড় (১)।

কনয়া কলস বিখে (২) পুরাইয়া
উপরে দুধক পূর॥

কানু সে সুজন হাম দুরজন
তাহার বচনে যাই।

হৃদয় মুখেতে এক সমতুল
কুটিকে গুটিক পাই (৩)॥

যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পূজসি
সে ফুলে ধরসি বাণ।

কানুক বচন ঐছন চরিত
কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ *

১। কাঠ—গুড়—কঠিন কাষ্ঠে গুড় মাখাইয়া তাহাতে মোয়া [মোদক] করিল।

২। বিখে—বিষে।

৩। কুটিকে গুটিক পাই—অর্থগ্রহ হইল না।

* বিভিন্ন পাঠ আছে :———

দোষ নাহি মানে গুণ না বিচারে সহজে চপল কান।
স্ফটিক যোগেশ্বরে যে ফুলে পূজয়ে সে ফুলে ধরয়ে বাণ॥
যাহার হৃদয় যেমন স্বরূপ তাহা ছাপি নাহি রয়।
এসব চাতুরি বুঝিতে না পারি কবি বিদ্যাপতি কয়॥

৮৫।

গান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতি কুসুম, পরকাশ।
রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ [১]॥
তারক মূলে দিনু দূধক ধার (২)।
ফলে কছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার [৩]॥
জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন।
কুজনক পীরিতি মরণ-অধীন (৪)॥
হা হা বিহি মোরে এত দুখ দেল।
লাভক লাগি মূল (৫) ডুবি গেল॥
কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান।
কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥

৮৬।

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ (১) না কর মঝু আগে।
হাম নহ নায়রী [২] ভয়া [৩] মাধব লাগে॥

১। কাঞ্চন——আশ—পুষ্প কাঞ্চনের জ্যোতি প্রকাশ করিল। সুতরাং আশা হইয়াছিল বৃক্ষে রত্ন ফলিবে।

২। ধার—ধারা।

৩। ফলে কছু—ইত্যাদি—কিন্তু ফলে কিছু দেখা গেল না, কেবল ঝন্ ঝনা মাত্র।

৪। কুজনক ইত্যাদি—কুজনের সহিত প্রীতি করিয়া এক্ষণে মরণের (মৃত্যুর) বশতাপন্ন হইলাম। অথবা কুজনের প্রেম মরণাপেক্ষাও মন্দ।

৫। মূল—আসল।

১। পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ।

২। নায়রী—নাগরী।

৩। ভয়া—হই।

যাকর ঘরমে বৈঠয়ে বরনারী।
তা সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥
পহিলহিঁ না বুঝল এত সব বোল।
রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥
আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল।
হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥
এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব।
হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥
হাম যদি জানিতু (৪) কানুক রীত।
তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥
হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাদ।
তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ
ভণই বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥

৮৭।

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল।
যতন হি কত পরকার বুঝায়নু
তবু সে সমতি (১) নাহি দেল॥
তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী,
শ্রবণে মুদয়ে [২] দুই পাণি।

৪। জানিতু—জানিতাম।
১। সমতি—সম্মতি।
২। মুদয়ে—আবরণ করে।

তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনয়ে বাণী (৩) ॥
তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ তাম্বুল,
ধয়লহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে ॥
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান [৪]।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপে সিধা রহ কান [৫] ॥

৮৮।

সিন্ধুড়া।

অবনতবয়নী ধরণী নখে লেখি।
যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি (১) ॥
অরুণ বসন পরি বিগলিত কেশ।
আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ ॥
নীরস-অরুণ কমল-বর-বয়নী।
নয়নলোরে বহি যাওত ধরণী ॥

৩। তোহারি ইত্যাদি—যে তোমার পীরিতিকে প্রতিদিন নব নব মনে করিত, সেই এক্ষণে কথা পর্য্যন্ত শ্রবণ করে না।

৪। হেন বুঝি ইত্যাদি—বোধ হয় তাহার অন্তর বজ্রময় সুতরাং কিরূপে মান ভঙ্গ করিব।

৫। আপে ইত্যাদি—এক্ষণে (আপে) অথবা আপনি কানাই স্থির (সিধা—হিন্দী) থাকিও।

১। পেখি—দেখি।

ঐছন সময়ে আওল বনদেবী।
কহয়ে চলহ ধনি ভানুক সেবি ॥
অবনতবয়নী উতর নাহি দেল।
বিদ্যাপতি কহে সো চলি গেল ॥

৮৯।

ধানশী

চরণনখর মণি- (১)
ধরণী লোটায়ল গোকুলচান্দ ॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন লোর।
কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর ॥
লাগল কুদিন কয়ল হাম মান।
অবহু না নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥
রোখ তিমির এত বৈরী কি জান।
রতনক ভৈ গেল গৈরিক ভান [২] ॥
নারী জনমে হাম না করিস্থু ভাগি (৩)
মরণ শরণ ভেল মানক লাগি ॥
বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি রাই।
রোয়সি কাহে কহ ভাল সমুঝাই (৪)

১। চরণ ইত্যাদি—যাঁহার চরণনখর (মণিকেও মোহিত করে) মণিরঞ্জন চাঁদের মত।

২। রোখ তিমির—ভান—রোষতিমির যে এত শত্রু তাহা আমি জানিতাম না। তজ্জন্য রত্নও গেরিমাটী [গৈরিক] বলিয়া বোধ হইল।

৩। ভাগি—ভাগ্য।

৪। রোয়সি ইত্যাদি—রোদন করিতেছ কেন, ভাল বিবেচনা করিয়া কহ।

৯০।

গান্ধার।

কি কহসি মোহে নিদান। কহইতে দহই পরাণ॥
তেজলু গুরুকুল সঙ্গ। পূরল দুকুল কলঙ্ক॥
বিহি মোরে দারুণ ভেল। কানু নিঠুর ভই গেল॥
হাম অবলামতি বামা। না গণনু ইহ পরিণামা॥
কি করব ইহ অনুযোগ আপন করমক দোখ (১)॥
কবি বিদ্যাপতি ভাণ। তুরিতে (২) মিলায়ব কান

৯১।

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপীমাঝে বসই।
ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই (১)।
আজু বুঝব সখি তুয়া চতুরাই॥
পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম।
সঙ্কেতে জানাওবি মঝু পরণাম॥
পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি।
বচন না বান্ধবি (২) শুনহ সেয়ানি॥
হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়।
ইঙ্গিতে নিবেদন জানাওবি সোয় [৩]॥

১। আপন ইত্যাদি—আমারই কর্ম্মের দোষ।
২। তুরিত—ত্বরিত।
১। চাই—চাহিয়া, দেখিয়া।
২। বচন না বান্ধবি—কথা কহিবে না।
৩। সোয়—তাঁহাকে।

যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ।
তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥
সখীগণ গণইতে (৪) তুহুঁ সে সেয়ানী।
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥
ইহ রস বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥

৯২।

ধানশী।

শুনইতে (১) ঐছন রাইক বাণী।
নাগর নিকটে সখি কয়ল পয়াণি [২]॥
দূর সঞে (৩) সো সখী নাগর হেরি।
তোড়ই কুসুম নেহারই ফেরি [৪]॥
হেরইতে নাগর আওল তাহি।
"কি করহ এ সখি, আওল কাহি (৫)॥
হামারি বচন কছু কর অবধান।
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম"॥
শুনি কহে সো সখী নাগরপাশ।
বিদ্যাপতি কহ পূরল আশ॥

৪। সখীগণ গণইতে—সখীগণের গণনা করিতে অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে।

১। শুনইতে—শুনাইতে।

২। পয়াণি—প্রয়াণ।

৩। সঞে—হইতে।

৪। তোড়ই ইত্যাদি—ফুল তুলিতে লাগিল ও ফিরিয়া দেখিল। যেন নাগরের নিকটে যাওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে।

৫। কাহি—কেন।

৯৩।

ভূপালি।

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি।
এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী॥
ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত।
অবকে (১) মিলন হোয় সমুচিত॥
তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ।
তব তুহুঁ কাঁসঞে (২) সাধবি মান॥
কো কহে কোমল অন্তর তোয়।
তুহুঁ সম কঠিন হৃদয় নাহি হোয়॥
অব যদি না মিলহ মাধব সাথ।
বিদ্যাপতি তব্ না কহব বাত॥

১। অবকে—এখন।
২। কাঁসঞে—কাহার কাছে

৯৪

সুহিনী

দূরে গেল মানিনী-মান।
অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥
মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ।
প্রেমভরে সুবদনী-তনু জনু স্তম্ভ॥
নাগর মধুরিম ভাষ।
সুন্দরী গদ গদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥
কোরে আগোরল (১) নাহ।
করু সঙ্কীরণ (২) রস নিরবাহ॥
লহু লহু চুম্বই বয়ান।
সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥
সাহসে (৩) উরে কর দেল।
মনহি (৪) মনোভব তব্ নাহি গেল॥
তোড়ল যব নীবিবন্ধ।
হরিসুখে তবহি মনোভব মন্দ॥
তব কছু নাহক সুখ।
ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥

১। আগোরল—বেষ্টন করিল।
২। সঙ্কীরণ—সঙ্কীর্ণ।
৩। সাহসে—হঠাৎ।
মনহি—মনু হইতে।

৯৫।

ভূপালি।

অপরূপ রাধামাধবরঙ্গ।
দুর্জ্জয় মানিনীমান ভেল ভঙ্গ॥
চুম্বই মাধব রাই বয়ান।
হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥
সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল।
দুহু জন মনো মাহা (১) মনসিজ গেল॥
দুহুঁ জন আকুল দুহু করে কোর।
দুহু দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥

৯৬।

বরাড়ি।

দুহুঁ রসময় তনু, গুণে নাহি ওর [১]
লাগল দুহুঁক না ভাগই জোর [২]॥
কে নাহি কয়ল কতহু পরকার।
দুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার [৩]॥

১। মাহা—মধ্যে।

১। ওর—সীমা।

২। লাগল ইত্যাদি—উভয়ে মিলিত হইল। মিলন (জোর—জোড়) কিছুতেই যায় না। পরস্পর ভিন্ন হয় না। "ভাগই" (হিন্দী) পলায়ন করা।

৩। কে নাহি ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবলীর প্রতি অনুরাগ ও রাধার মান ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি পরস্পর প্রেমসম্বন্ধে কি না অপরাধ করিয়াছে কিন্তু এ সকল বিঘ্নেও উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই।

যোখল (৪) সকল মহীতল গেহ।
ক্ষীর নীর সম না হেরিনু লেহ [৫]॥
যব কোই বেরি আনলমুখ আনি (৬)
ক্ষীর দণ্ড দেই নিরসিত পানি [৬]॥
তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে (৬)।
বিরহবিয়োগ আগ দেই ঝাপে (৬)॥
যব কোই পাণি আনি তাহে দেল (৭)।
বিরহবিয়োগ তবহু দূর গেল (৭)॥
ভণহু বিদ্যাপতি এ তিন স্নেহ।
রাধা মাধব ঐছন লেহ॥

৯৭।

বিভাস।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম।
পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি।
দারুণ শাশ রহল তহিঁ জাগি॥

৪। বোধ হয় "পেখনু" হইবেক। পেখনু—দেখিলাম।

৫। ক্ষীর নীর ইত্যাদি—দুগ্ধ ও জলের যেমন পরস্পর প্রীতি (লেহ) তেমন আর দেখা যায় না।

৬। যদি কেহ একবার (জলযুক্ত দুগ্ধকে) অগ্নিমুখে আনে ও জলকে বিযুক্ত করিয়া দুগ্ধকে দণ্ড দেয়, তখনি দুগ্ধ তাপে অর্থাৎ শোকে আচ্ছন্ন হয় [উমড়ি—পড়ু] ও বিরহানলে ঝাঁপ দেয়। দুগ্ধ উথলিয়া অগ্নিকুণ্ডে পড়ে।

৭। যদি কেহ পুনরায় দুগ্ধে জল দেয় তাহা হইলে যেমন দুগ্ধ জলকে পাইয়া শান্ত হয়, তেমনি রাধাসহ পুনর্ম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহদুঃখের অবসান হইয়াছে।

ঘরে ঘোর আন্ধিয়ার কি কহব সখি ।
পাশে লাগল পিয়া কিছু নাহি দেখি ॥
চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই ।
এ বড় মনের দুখ রহ চিরথাই (১) ॥
বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি ।
পিয়া হিয় করি কাহে না ফেরি বয়ানি ॥

৯৮ ।

ভূপালি ।

বড়ই চতুর মোর কান ।
সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান ॥
যোগীবেশ ধরি আওল আজ ।
কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ ॥
শাস বচনে হাম ভিখ লেই গেল ।
মঝু মুখে হেরইতে গদ গদ ভেল ॥
কহে তব মান-রতন দেহ মোয় ।
সমুঝনু তব হাম সুকপট সোয় ॥
যে কিছু কহল তব কহইতে লাজ ।
কোই না জানল নাগর রাজ ॥
বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি রাই ।
কিয়ে তুহু সমুঝবি সো চতুরাই ॥

চিরথাই—চিরস্থায়ী

৯৯।

ধানশী।

জটিলাশাশ (১) ফুকরি তহিঁ বোলত
বহুরি (২) বেরি (৩) কাহে থাড়ি (৪)।
ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু
সতী পতি-ভয় অবগাড়ি (৫)॥
শুনি কহে জটিলা ঘটিল কি অকুশল,
ঘর সঞে (৬) বাহির হোয়।
বহুরিক পাণি ধরি হেরহ
কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥
যোগেশ্বর ফেরি (৭) বহুরিক পাণি ধরি
"কুশল করব বনদেব।
ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কউ
বনহু পশুপতি সেব (৮)॥

১। শাশ—শাশুড়ী। ফুকরি—উচ্চৈঃস্বরে।

২। বহুরি—(বৌড়ি) বধূ।

৩। বেরি—বাহিরে।

৪। থাড়ি—দাঁড়াইয়া।

৫। সতী (রাধা) পতির অমঙ্গলের ভয়ে নিমগ্না হইয়াছেন। অন্য পক্ষে গূঢ়ভাব ;—পতির কোপের ভয় হেতু এইরূপ কৌশল করা হইয়াছে।

৬। সঞে—(হিন্দী—বিভক্তি সেঁ) হইতে।

৭। ফেরি—(হিন্দী—ফের) পুনঃ, উত্তর করিলেন।

৮। যোগেশ্বররূপধারী শ্রীকৃষ্ণ রাধার করকোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন "বনদেব কুশল করিবেন" কিন্তু "এই একটী বাঁকা দাগে (অঙ্ক) ভয় হইতেছে" (বিশঙ্কউ—সং, বিশঙ্কতে)। ইহ—অর্থাৎ, রাধার করতলে।

পূজনক মন্ত্র তন্ত্র বহু আছয়ে
সো ইহ কছু নাহি জান।”
জটিলা কহে আন দেব (৯) কাহা পাওব
তুহুঁ বীজ (১০) ইহ কর দান॥
এত কহি দুহুঁ জন মন্দিরে পরবেশল
দুহু জন ভেল এক ঠাম।
মনমথ মন্ত্র পড়াওল, দুহু জনে
পূরল দুহুঁ মনকাম॥
পুন দুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল (১১)
জটিলা সনে কহে ভাখী [১২]।
যব ইহ গৌরি- আরাধনে যাওব
বিধবা জনে ঘরে রাখি॥
এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে
যোগী-চরণে পরণাম।
বিদ্যাপতি কহে নটবর শেখর
সাধি চলল মনকাম॥

১০০।

কামোদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে
নিবসই শয়ন সুখে।

৯। দেব—মন্ত্রদাতা গুরু।
১০। বীজ—মন্ত্র।
১১। নিকসল—বহির্গত হইল।
১২। ভাখী--বাগ্মী, বাক্‌পটু। চতুর।

রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল
কান্ত চলতহিঁ রোখে॥
নাগর অঞ্চল করে ধরি নাগরী
মিনতি করু আধা।
নাগর হৃদয় পাঁচশরে হানল
উরজ দরশি মনোবাধা॥
দেখ সখি ঝুটক মান।
কারণ কছু বুঝই না পারিয়ে
তব্ কাহে রোখল কান॥
রোখ সমাপি পুন বাহু পসারল
তাহি মারত পাঁচবাণ।
অবসর জানি মানবতী রাধা
বিদ্যাপতি ইহ ভান॥

১০১।

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরি রজনীবিলাস।
কৈছনে নাহ (১) পূরল তুয়া আশ॥
কতহুঁ (২) যতনে বিহি করি অনুমান
নাগরনাগরী কয়ল নিরমাণ॥
অখিল ভুবন মাহি (৩) তুহুঁ বরনারী।
সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥

১। নাহ—নাথ।
২। কতহুঁ—কত।
৩। মাহি—মধ্যে।

" পিয়াক পীরিতি হাম কহই না পার।
লাখ বয়ান বিহি না দিল হামার ॥
আপন মালতী-মাল হিয়াসে [৪] উতারি।
যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি ॥
করে ধরি পিয়া মোরে বৈঠায়ল কোর।
সুগন্ধ চন্দন অঙ্গে লেপল মোর ॥
ফুয়ল (৫) কবরী বান্ধল অনুপাম।
তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম ॥
মধুর মধুর দিঠে হেরই বয়ান !
আনন্দনীরে ভরল নয়ান ॥"
ভণয়ে বিদ্যাপতি সখীগণসঙ্গ।
উথলল মদন-পয়োধি-তরঙ্গ ॥

২।

রামকেলী।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার।
পিতল কটারি কামে নাহি আয়লু
উপরহি ঝকমকি সার ॥
আঁখি দেখাইতে কোপে ধাস খসলু
কাহে গহন দুই বাটে।
চন্দন ভরমে শিঙলি আলিঙ্গনু
শেল রহলঁহি কাঁটে ॥

৪। হিয়াসে—হৃদয় হইতে।
৫। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

পশুক মাঝে যো জনম গোঙায়লু
সো কি জানয়ে রতিরঙ্গ।
মধুযামিনী আজু বিফলে গোঙায়নু
গোপগোঙারক সঙ্গ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
সো থির, নহে গোঙারে।
তুহুঁ গোঙারিণী সহজে আহিরিণী
সো হরি না করু পুছারে॥

মিলন।

১০৩।

ভূপালী।

নবকুচে দেখি নখ জীউ মোর কাঁপে।
জনু নবকমলে ভ্রমরা করু ঝাঁপে॥
টুটল গীমক মোতিম হার।
রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙ্গার॥
সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি।
কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥
পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম।
জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ।
অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥

১০৪।
বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক বাত।
মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥
কাচ—কাঞ্চন না জানয়ে মূল।
গুঞ্জা—রতন করই সমতুল॥
যো কিছু করু নাহি কলারস-জান।
নীর—ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥
তাঁহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল।
বানরকণ্ঠে কি মোতিম মাল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
বানরমুখে কি শোভয়ে পান॥

১০৫।
বিভাষ।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
স্বপনে হি শুতল কুপুরুখ সঙ্গ॥
বড়ি সুপুরুখ বলি আওল ধাই।
শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥
কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল।
মোহে জাগায়লু তঁহি নিদ গেল॥
হেরিহি হেরিহি বড় দুখ দেল।
সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ।
ভেক কি জানে কুসুম মকরন্দ॥

১০৬।
ধানশী।

এ ধনি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম শয়ান।
দোসর মনমথ করে ফুলবাণ॥
নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মুদি রহনু নয়ান॥
আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ।
পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥
কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল।
বদলিয়া মাল পুনহি মুঝে দেল॥
নাসা মোতিম গীমক হার।
যতনে উতারল কত পরকার॥
কঞ্চুক ফুগইতে পহুঁ ভৈনু ভোর।
জাগল মনমথ বান্ধনু চোর॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান।
তুহুঁ রসবতী সব রস জান॥

১০৭।
বিভাস।

এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে (১) করল পরিহাস।
না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥

১। নিয়ড়ে—নিকটে।

শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ।
মূল বিনু পরধনে লাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি, দেখি আন কাজ।
না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥
আপনা নেহারি, নেহারি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥
ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি-কলা অনুপাম (২)।
অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥
বিদ্যাপতি কহে আরতি (৩) ওর (৪)।
বুঝই না বুঝই হরষ রোল॥

১০৮।

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই।
ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥
কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ।
কানু আওল তহিঁ দোতিক সঙ্গ॥
বেণী বনাইয়া চাঁচর কেশে।
নাগরশেখর নাগরীবেশে॥
পহিরল হার উরজ করি উরে।
চরণহি নেয়ল রতননূপুরে॥
পহিলহি চলইতে বামপদ ঘাত।
নাচত রতিপতি ফুলধনু হাত॥

২। অনুপাম—অনুপান। ৩। আরতি—আরক্তি, অনুরক্তি। আরতির ওর—অর্থাৎ নিবৃত্তি, শেষ সীমা। (এরূপ অর্থও হইতে পারে।)
৪। ওর—শেষ, সীমা, অবধি।

হেরি হাম সচকিত আদর কেল।
অবনত হেরি কোর পর নেল॥
সো তনু সরস পরশ যব ভেল।
মানক গরব রসাতল গেল॥
নাসা পরশি রহল হাম ধন্দ।
বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥

১০৯।
তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেল।
পরসঙ্গে (১) রজনী অধিক ভৈ গেল॥
যব সখি চললহুঁ আপন গেহ।
তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥
শুতি রহল হাম করি একচিত।
দৈববিপাকে ভেল বিপরীত॥
না বোল সজনি পুন স্বপনসম্বাদ।
সই ইথে কেহ জানি করে পরিবাদ॥
বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ।
ত্বরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাজ॥
এক পুরুখ পুন আওল আগে।
কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥
সে ভয়ে চিকুর চির আনহি গেল (২)।
কপালে কাজর মুখে সিন্দুর ভেল॥

১। পরসঙ্গে—প্রসঙ্গে, কথায় কথায়। ২। সে ভয়ে ইত্যাদি-সেই ভয়ে চিকুর (বিদ্যুৎ) চির (দীর্ঘকালের জন্য) অন্যত্র গমন করিল।
"সে ভয়ে চিকুর চিকিয়া নাহি গেল।" ইতি পাঠান্তর।

অতয়ে করব কেহু অপযশ গাব।
বিদ্যাপতি কহে কো পতিয়াব (৩)॥

১১০।

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ। যে করে রসিকরাজ॥
আঙ্গিনা আওল সেহ। হাম চলনু গেহ॥
অধরু আচর ওর। ফুয়ল কবরী মোর॥
টীট (১) নাগর চোর। পাওল হেম কটোর॥
ধরিতে ধয়ল তায়। তোড়ল নখের ঘায়॥
চকোরে চপল চাঁদ। পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥
কবিবিদ্যাপতি ভাণ। পূরল দুহুঁক কাম॥

১১১।

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়।
আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥
একলি আছিনু ঘরে হীনপরিধান।
অলখিতে আওল কমল নয়ান॥
এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস।
ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥
করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যায়।
মলয়শিখর জনু হিমে না লুকায়॥
ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ।
আজু মোর অঙ্গ দেখল যুবরাজ॥

৩। পতিয়াব—বিশ্বাস করিবে। ১। টীট—নষ্ট, (ঠৈটা।)

ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি রাই।
চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই ॥

১১২।
পঠমঞ্জরী।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই
জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই ॥
নাহই উঠনু হাম কালিন্দীতীর।
অঙ্গ হি লাগল পাতল চীর ॥
তাহে বেকত ভেল সকল শরীর।
তাহি উপনীত সমুখে যতুবীর ॥
বিপুলনিতম্ব অতি বেতক ভেল।
পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল ॥
উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ।
উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ ॥
হাসি মুখ মোড়য়ে টীট মাধাই।
তনু তনু ঝাপিতে ঝাপন ন যাই ॥
বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী।
পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি ॥

১১৩।
ধানশী।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোর।
তহিঁ রতিটীট পীঠ রহুঁ চোর ॥
কিয়ে হাম আখরে কহনু বুঝাই।
আজুক চাতুরি রহব কিংযাই ॥

না করহ আরতি এ অবুঝ নাহ।
অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥
পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥
কত মুখ মোড়ি অধররস নেল।
কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥
সমুখে না যায় সঘনে নিশয়াস।
হাসকিরণে ভেল দশন বিকাশ॥
জাগল শাশ চলত তব কান।
না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥

১১৪।

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার।
ঘগরি (১) খসল কুচচীর হামার॥
তৈখনে হাসি হাসি আওল কান্ত।
কুচ কিয়ে ঝাপব, কিয়ে নীবিবন্ধ॥
হাসি বহুবল্লভ আলিঙ্গন দেল।
ধৈরজলাজ রসাতল গেল॥
করে কি বুতায়ব (২) দুরহি দীপ।
লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥
বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ।
জীবন সোঁপলি যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥

১। ঘগরি—(হিন্দী) ঘাগরা।
২। বুতায়ব—(হিন্দী) নির্ব্বাণ করিব

তিরোতা

১১৫।

কানু মুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই (১) রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি (২) মাগিতে বর-বিধু-বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥
আকুল কত পরবোধই কান।
অব নাহি মাথুর করব পয়াণ (৩)॥
ইহ বর (৪) শবদ পশলু (৫) যব শ্রবণে।
তব্ (৬) বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুহুঁ কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনী আপনক মাথ॥
বুঝিয়ে কহয়ে বর-নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥
যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস (৭)।
বৈঠলি দুহুঁ তব্ ছোড়ি নিশোয়াস।
রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি।
বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥

১। ফুকরই—উচ্চস্বরে।
২। অনুমতি মাগিতে—বিদায় চাওয়ায়। ৩। পয়াণ—প্রয়াণ।
৪। বর—মধুর। ৫। পশলু—প্রবেশ করিল।
৬। তব্ (হিন্দী)—তখন।
৭। আশোয়াস—আশ্বাস।

বালা ধানশী

১১৬।

মাধব ! বিধুবদনা (১)।
কবহুঁ (২) না জানই বিরহক বেদনা॥
তুহুঁ পরদেশ (৩) যাবে শুনি ভই (৪) ক্ষীণা।
প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি (৫) আয়াসে (৬)
কোকিল কলরবে উঠই তরাসে॥
লোরহি (৭) কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ-ভুজ-ভূখণ (৮) ক্ষিতিতলে মেল (৯)॥
আনত বয়ানে রাই হেরত গীম (১০)।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন (১১)॥
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরিত।
সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত (১২)॥

১। বিধুবদনা—রাধা। ২। কবহুঁ—কখনও।
৩। পরদেশ (হিন্দী) দেশান্তর।
৪। ভই (হিন্দী) হইয়াছে।
৫। শুতলি—শয়ন করিল।
৬। আযাসে—কষ্টে।
৭। লোবহি—অশ্রুতে।
৮। ভূখণ—ভূষণ
৯। মেল—পড়িল (মিলিল)।
১০। গীম—গ্রীবা।
১১। ছীন—ক্ষীণ অথবা ছিন্ন [ইতর বাঙ্গলা ছিনে]।
১২। বিরহিণীর সকল দুঃখ গণনা করিতে মোহ উপস্থিত হইল।
ভেলি—ভেল, হইল। (স্ত্রীলিঙ্গে ইকাব প্রয়োগ)।

শ্রীগান্ধার।

১১৭।

হরি কি মথুরা পুরে গেল। আজু গোকুল শূন ভেল॥
রোদিতি [১] পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধাবই [২] মাথুর মুখে॥
অব সোই যমুনার কূলে। গোপ গোপী নাহি বুলে [৩]॥
হাম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান॥
কানু হোয়ব যব রাধা। তব জানব বিরহক বাধা॥
বিদ্যাপতি কহ নীত। অব রোদন নহে সমুচিত॥

ধানশী

১১৮।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিলোল॥
শূন [১] ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী।
শূন ভেল দশ-দিশ, শূন ভেল সগরী॥
কৈছনে যায়ব যামুন-তীর।
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥

১। রোদিতি—(সং) রোদন করিতেছে।
২। ধাবই—(সং ধাবতি) ধাইতেছে।
৩। বুলে—বিচরণ করে। বীরভূমাদি প্রদেশে কথাটি এখনও প্রচলিত আছে।
১। শূন—শূন্য।

সহচরী সঙ্গে যাঁহা (২) কয়ল ফুল-খেরি (৩) ।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি ॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান ।
কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান (৪) ॥

তিরোতা ধানশী ।

১১৯ ।

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা ।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা ॥
কি কহসি কি পুছসি (১) শুন প্রিয় সজনি ।
কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়নকানন্দ গেও, বয়ানক হাস ।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ (২) ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি ।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥

গান্ধার ।

১২০ ।

সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি,
তিল এক হয় যুগ চারি ।
বিধি বড় নিদারুণ তাহে পুন ঐছন
দূরহি কয়ল মুরারি ॥

২। যাঁহা (হিন্দী)—যেখানে।

৩। খেরি—খেলি। ল স্থানে র।

৪। **কৌতুকে ছাপিত**—কানাই তথা কৌতুক করিয়া লুক্কায়িত (**ছাপিত**) **আছে।**

১। **পুছসি**—জিজ্ঞাসা করিতেছ।

২। **দুঃখ হাম পাশ**—দুঃখ আমার নিকটে রহিল।

সজনি! কিয়ে করব পরকার (১)।
কি মোর করম ফলে, পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি (২) মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দীঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ,
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।
পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশে উড়ি যাও,
সব দুঃখ কহোঁ তছু পাশে॥
আনি দেই মোর পিউ (৩), রাখয়ে আমার জীউ,
কো ইহ করুণাধান (৪)।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিত
তুরিতহি মিলব কান॥

তিরোতা ধানশী।

১২১।

পহিল বয়স মোর, না পূরল সাধে।
পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে॥
হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়।
বিরহ দারুণ হজে (১) মদন সহায়॥

১। পরকার—প্রকার, উপায়।
২। নিতি নিতি—নিত্য নিত্য।
৩। পিউ—প্রিয়।
৪। কো ইহ করুণাধান—এখানে কে এরূপ দয়ালু আছে যে, আমার প্রিয়কে ইত্যাদি।
১। হজ—পঙ্ক ও গাঁজ।

কোকিল-কলরবে মতি ভেল ভোরা।
কহ জনি সজনি কোন গতি মোরা॥
ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল।
বিদ্যাপতি কহ পুন হবে মেল॥

সুহই।

১২২।

কত দিন মাধব, রহব মথুরা পুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়নু
বিছুরল গোকুল নাম॥
হরি হরি কাহে কহব এ সম্বাদ (১)।
সোঙরি সোঙরি (২) লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ,
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥
পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু (৩)
অব দরশনহুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি সবহু কুসুমে রমি
না তেজই কমলিনী লেহ॥

১। কাহে কহব এ সম্বাদ—কাহাকে এ সম্বাদ (বিবরণ) বলিব।

২। সোঙরি—স্মরণ করিয়া।

৩। পূরব—আছনু—পূর্ব্বে আমি প্রিয়তমা নারী ছিলাম। পিয়ারী (হিন্দী)—প্রিয়তমা।

আশ নিগড় করি (৪) জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পয়াণ।
বিদ্যাপতি কহ আশা হীন নহ
আওব সো বরকান॥

সুহই।

১২৩।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল।
লিখইতে কালিতে ভীত ভরি গেল॥
ভেল পরভাত, পুছই সবহুঁ।
কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥
কালি কালি করি তেজলু আশ।
কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
পুর-রমণী-গণ রাখল বারি (১)॥

তিরোতা ধানশী।

১২৪।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ॥
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল॥

৪। আশ নিগড় করি—আশাদ্বারা গড়বন্দী করিয়া।

১। পুররমণী ইত্যাদি—পুরের (নগরের—মথুরার) রমণীগণ তাঁহাকে বারণ করিয়া রাখিয়াছে।

আন (১) কয়ল হিয়ে, বিহি কৈল আন।
অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান।
শুনইতে নিকসউ কঠিন পরাণ॥
বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী।
মরণ সমাপন প্রেম ভিখারী॥

পঠমঞ্জরী।

১২৫।

যেখানে সতত বৈসে রসিক-মুরারি।
সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥
সখীগণ গণইতে নৈয় (১) মোর নাম।
পিয়া বড় বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥
দিনে এক বেরি পিয়া নৈয়ে মোর নাম।
অরুণ-দুর্ল্লভ করে দেয়ে জল দান (২)॥
এই সব অভরণ দিয় পিয়া ঠাম।
জনম অবধি মোর এই পরণাম॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
দিন দুই চারি বহি মিলব মুরারি॥

১। আন ইত্যাদি—ভাবিলাম এক, হইল (বিধি করিল) আর।

১। নৈয়—লইও, করিও।

২। দিনে এক বেরি—ইত্যাদি—আমিত মরিলাম, এখন যেন দিনান্তে একবার [illegible] নাম করিয়া প্রিয়তম স্বীয় (অরুণ দুর্ল্লভ) রাগ-রঞ্জিত পদ্মহস্তে [illegible] গণ্ডূষ জল দেন।

শ্রীগান্ধার।

১২৬।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।
মলয়ানিল হিম শিখরসি ধাবল (১)
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে ॥
চাঁদ-চন্দন তনু অধিক উতাপই (২)
উপবনে অলি উতরোল।
সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ
জানলু বিহি প্রতিকূল ॥
অনিমিখ নয়নে নাহ (৩) মুখ নিরখিতে
তিরপিত (৪) না হোয় নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহজে এত শঙ্কট
অবলাক কঠিন পরাণ ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিয়ন্ত (৫)।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন
মাধব নিকরুণ অন্ত (৬) ॥

১। ধাবল—ধাবমান হইল।
২। উতাপই—উত্তাপয়তি (সং) উত্তাপিত করে।
৩। নাহ—নাথ।
৪। তিরপিত—তৃপ্ত।
৫। না জানি কি ইহ পরিযন্ত—ইহার কি শেষ (পর্যান্ত) জানি না।
৬। নিকরুণ অন্ত—নিষ্ঠুরের শেষ, অথবা নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ।

তুড়ি।

১২৭।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত।(১)
মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥
কোকিল কুল কলরব হি বিথার (২)।
পিয়া পরদেশ হাম সহই না পার॥
অব যদি যাই সম্বাদহ কান।
আওব ঐছে হামারি মন মান (৩)॥
ইহ সুখ সময়ে সোই মঝু নাহ।
কা সঞে বিলসব কো কহ তাহ (৪)॥
তুহ যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম।
বিদ্যাপতি কহে পূরব কাম॥

কড়খা তিরোতা।

১২৮।

হিম হিমকর কর তাপে তাপায়লু (১)
ভৈগেল কাল বসন্ত।

১। বন-অন্ত—বনান্তে।

২। কলরবহি বিথার—কলরব বিস্তার করিতেছে।

৩। অব যদি হইতে—মন মান—এক্ষণে যদি যাইয়া কৃষ্ণকে সম্বাদ দেও তাহা হইলে তিনি আসিবেন, এইরূপ আমার মনে লইতেছে।

৪। ইহসুখ হইতে—তাহ—এই সুখ সময়ে আমার সেই নাথ (নাগর) কাহার সহিত বিলাস করিবেন। কে তাহাকে একথা বলিবে?

হিম হইতে—তাপায়লু—সুশীতল চন্দ্রের রশ্মিও তাপে উত্তপ্ত

কান্ত কাক মুখে নাহি সম্বাদই
কিয়ে করু মদন দুরন্ত (২) ॥
জানলু রে সখি কিয়ে মোর কুদিবস ভেল।
কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেলরে
পালটি দিঠি নাহি দেল ॥
এত দিন তনু মোর সাধে সাধাওনু
বুঝনু অবহু নিদান (৩)।
অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী (৪)
কত সহ পাপ-পরাণ ॥
বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ
কাহে সমুঝায়ব খেদ।
ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল
দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥

পাহিড়া।

১২৯।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ।

১। কান্ত হইতে—দুরন্ত—কান্ত কাকমুখেও সম্বাদ পাঠাইলেন না, আমি এই দুরন্ত মদনে কি করিব?

৩। এতদিন ইত্যাদি—এতদিন আশায় আমার শরীরকে আশ্বাসিত করিয়াছিলাম।

৪। অবধিক আশ ভেল সব কাহিনী—বিরহের অবসানের আশার কথা, উপন্যাস মাত্র হইল।

বরিষা পরবেশ (১) পিয়া গেল দূরদেশ,

রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥

সজনি আজু শমন দিন হোয়।

নব নব জলধর চৌদিগে ঝাঁপল

হেরি জীউ নিকসয়ে মোয় (২) ॥

ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত

কম্পিত অন্তর মোর।

পপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ

ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর ॥

বরিখয়ে পুন পুন আগি-দহন (৩) জনু

জাননু জীবন অন্ত।

বিদ্যাপতি কহ শুন রমণীবর

মিলব পঁহু গুণবন্ত ॥

জয়জয়ন্তী।

১৩০।

এ সখি হামারি দুঃখে নাহি ওর (১)।

এ ভরা বাদর (২) মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর ॥

১। পরবেশ—প্রবেশ, আরম্ভ।

২। সজনি আজু হইতে—নিকসয়ে মোয়—সজনি অদ্য দিবস আমার শমন স্বরূপ (কাল স্বরূপ) হইয়াছে; কারণ নব নব জলধর চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়াছে; দেখিয়া কৃষ্ণস্মরণে আমার প্রাণ নির্গত হইতেছে।

৩। আগিদহন—অগ্নির দহন।

১। ওর—সীমা।

২। বাদর—বাদল, বর্ষা।

ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি [৩]
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন [৪] কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ শত শত পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহুরি (৫), ডাকে ডাহুকি (৬)
ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী
স্থির বিজুরি পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন-রাতিয়া॥

তিরোতা।

১৩১।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর, হুঁ (১) বরনারী॥
নহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতি-মাল শিরে, নহ গঙ্গ॥

৩। সন্ততি—অনবরত।
৪। পাহুন—প্রবাসী।
৫। দাহুরি—ভেক
৬। ডাহুকি—ডাকপাখী।
১। হুঁ—হই।

মোতিম-বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু (২)।
ভালে নয়ন, নহ সিন্দূর বিন্দু ॥
কণ্ঠে গরল নহ, মৃগ মদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি-হার ॥
নীল পটাম্বর, নহ বাঘ ছাল।
কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল (৩)॥
বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ।
অঙ্গে ভসম (৪) নহ, মলয়জ (৫) পঙ্ক ॥

তিরোতাধানশী।

১৩২।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা ॥
আওব (১) করি মোর পিয়া চলি গেল।
পূরবক(২) যত গুণ বিসরিত (৩) ভেল ॥
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন ধনী রাই।
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই ॥

২। মস্তকে মুক্তাময় আভরণ; চন্দ্রকলা নহে।

৩। আমার হস্তে খেলিবার পদ্ম, নৃকপাল নহে। মহাদেবের ভিক্ষুক বেশে হস্তে নরকপাল বর্ণিত হয়।

৪। ভসম—ভস্ম।

৫। মলয়জপঙ্ক—চন্দন প্রলেপ।

১। আওব—আসিবে।

২। পূরবক—পূর্ব্বের।

৩। বিসরিত—বিস্মৃত।

সুহিনী।

১৩৩।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার।
কত দিনে ঘুচব গুরুয়া দুখভার॥
কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি।
কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি॥
কত দিনে পিয়া মোরে পুছব বাত।
কবহুঁ পয়োধরে দেয়ব হাত॥
কত দিনে করে ধরি বসায়ব কোর।
কত দিনে মনোরথ পূরব মোর॥
বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি।
ভাগউ(১) সকল দুখ, মিলব মুরারি॥

ধানশী।

১৩৪।

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে,
হামারি পিয়া কোন দেশ রে।
মদন শরানলে এতনু জর জর,
কুশল শুনিতে সন্দেশরে(২)॥
হামারি নাগর, তথায় বিভোর,
কেমন নাগরী মিলল রে।
নাগরী পাইয়া, নাগর সুখী ভেল,
হামারি বুকে দিয়া শেল রে॥

১। ভাগউ—পলায়ন করিবে।
২। কুশল ইত্যাদি—কুশল সন্দেশ শুনিতে।

শঙ্খ কর চূর, বসন কর দূর.
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল, কি কাজে শিঙ্গারে(২),
যামুন সলিলে সব ডাররে(৩) ॥
সীঁথার সিন্দূর মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
দুখ ভেল অবশেষ রে ॥

তিরোভাধানশী।

১৩৫।

সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি- পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই(১) ॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু
খোয়নু এতনুক আশা(২) ॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়নু
খোয়নু জীবনক আশে।
হিম কর কিরণ, নলিনী যদি জারব
কি করিব মাধবী-মাসে ॥

শিঙ্গারে—বেশ।
৩। ডাররে—ফেলিয়া দাও।
১। পতিয়াই—প্রত্যয় লয়।
২। খোয়নু ইত্যাদি—এ দেহের আশা ত্যাগ করিলাম।

অঙ্কুরে তপন তাপে,　　যদপি জারব,
　কি করব বারিদ-মেহে।
ইহ নবযৌবন,　　বিরহে গোঙায়ব,
　কি করব সো পিয়া লেহে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি　　শুন বরযুবতি
　অবনাহি হোত নিরাশ।
সো ব্রজনন্দন　　হৃদয় আনন্দন,
　ঝটিতি মিলব পাশ॥

পাহিড়া।

১৩৬।

যাক বিরহ ভয়ে উর হার না দেলা।
সো অব নদী-গিরি আঁতর [১] ভেলা॥
পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দেখব মঝু নাহি ছিল করমে॥
আন অনুরাগে পিয়া আনসে গেলা।
পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঝর ভেলা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

১। আঁতর—অন্তর।

ধানশী।

১৩৭।

যো দিন মাধব, পয়ান করল,
উথল সো সব বোল (১)।
শুনিয়া হৃদয়ে, করুণা বাঢ়ল,
নয়ানে গলতহি লোর ॥
দিবি করিয়া, শপথ করল,
নিয়ড়ে (২) আসিয়া কান।
মঝু কর ধরি, শিরে ঠেকায়ল,
সো সব ভৈগেল আন ॥
পথ নিরখিতে, চিত উচাটন,
ফুটল মাধবী লতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরই,
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা (৩) ॥
কোন সে নগরে, রহল নাগর,
নাগরী পাইয়া ভোর।
কহে বিদ্যাপতি, শুন লো যুবতি
তোহারি নাগর চোর ॥

১। উথলই—সেই সব কথা উঠিল।
২। নিয়ড়ে—নিকটে।
৩। যতা—যত।

ধানশী।

১৮।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই।
বিরহ বিপতি না দেই শমতি (১)
রহল বদন চাই॥
মরকত স্থলী (২) শুতলি (৩) আছলি
বিরহে সে ক্ষীণ দেহা।
নিকষ পাষাণে (৪) যেন পাঁচ বাণে
কষিল কনক রেহা।
বয়ান মণ্ডল লোটায় ভূতল
তাহে সে অধিক শোহে (৫)।
রাহু ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি
ঐছে উপজল মোহে (৬)॥
বিরহ বেদন কি তোহে কহব
শুনহ নিঠুর কান।
ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী
জীবন সংশয় জান॥

১। শমতি—শমতা।
২। স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি; মরকত স্থলী—সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত ভূমি
৩। শুতলি—শয়ন করিয়া।
৪। নিকষ পাষাণ—কষ্টী পাথর।
৫। শোহে—শোভে।
৬। মোহে—আমাকে।

মল্লার।

১৩৯।

মলিন চিকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল সোয়(১)॥
কোই কমল দলে করই বাতাস।
কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস(২)॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনিয়া চেতন ভেল গোরী॥
উরে(৩) শ্যাম বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিণী বেদন সখী সমুঝায়য়ে(৪)॥

বরাড়ি।

১৪০।

লোচন লোর তটিনী নিরমাণ।
ততহি(১) কমলমুখী করত সিনান॥

১। তোমার গুণে লুব্ধা হইয়া সে (সোয়) মোহপ্রাপ্ত (মুগধি) হইল।
২। হেরই নিশ্বাস—নিশ্বাস পরীক্ষা করে।
৩। উরে—বক্ষঃস্থলে।
৪। সমুঝায়ে—বুঝাইয়া দিল
১। ততহি—তাহাতে।

বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই।
যদি তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই(২) ॥
ফুয়ল(৩) কবরী উলটি উর পরই।
জনু কনয়াগিরি চামর ঢরই ॥
তুয়া গুণ গণইতে নিঁদ না(৪) হোই।
অবনত আননে ধনী কত রোই ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরকান।
বুঝনু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ ॥

বালা ধানশী।

১৭১।

মাধব, সো অব সুন্দরী বালা।
অবিরত নয়নে বারি ঝরু ঝর কর
যেন ঘন-সাঙণ-মালা(১) ॥
পুণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর
সো ভেল অব শশি-রেহা।
কলেবর কমল কান্তি জিনি কামিনী
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা ॥
উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ।

২। বেরি এক—পিবই—যদি তোমার রূপ নয়ন ভরি একবার (বেরি এক) পান করে (পিবই) তাহা হইলে রাই জীবিত হয় (জীবই)।

৩। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

৪। নিঁদ—নিদ্রা।

১। ঘন-সাঙণমালা—শ্রাবণ মাসের মেঘমালা।

পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই,
পাণি কপোল অবলম্ব ॥
ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু
অব তুহুঁ করহ বিচার।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
বুঝনু কুলিশক সার ॥

কানড়া কামোদ।

১৪২।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।
সো নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল
আপন গুণ অনুধাই[১] ॥
মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ।
আপন বিরহে আপন তনু জর জর,
জীবইতে ভেল সন্দেহ ॥
ভোর[২] হি সহচরী কাতর-দিঠি হেরি,
ছল ছল লোচন পাণি।
অনুখন রাধা রাধা রটতহি
আধ আধ কহু বাণী ॥

১। অনুধাই—চিন্তা করিয়া। অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিয়া রাধা স্বয়ং মাধব হইলেন। মাধব আবেশে তিনি আপনার গুণ চিন্তা করিয়া নিজের অবস্থা ও স্বভাব বিস্মৃত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপনার গুণ মনে করিয়া আপনি মুগ্ধা হইয়াছেন।

২। ভোরহি—বিহ্বলা হইয়া।

রাধা সঞে যব স্মরতহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা (৩)।
দারুণ প্রেম তব্‌হি নাহি টুটত
বাঢ়ত বিরহক বাধা (৩)॥
দুহু দিশে দারুদহনে(৪) যৈছে দগধই
আকুল কীট পরাণ (৩)।
ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখি,
কবি বিদ্যাপতি ভাণ (৩)॥

১৪৩।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই।
চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ-শ্বাস বহত তছু নাসা॥
অতি ক্ষীণ তনু জনু কাঞ্চন রেহা।
হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা(১)॥

৩। রাধা আবেশে মাধবকে প্রাপ্ত হইলেও প্রেমের প্রভাপ গর্ব্ব না, বিরহ বাধা বাড়িতে থাকে। কারণ তখন আবার রাধা রাধা করিয়া কুল হন। যেমন দুই দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হইলে মধ্যস্থিত জীব ব্যাকুল হয়, যে দিকে যাইতে চাহে অগ্নির ভয়; রাধা কি বিরহাবস্থাতে, মাধবাবেশে, তাদৃশ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন।

সঞে—সনে, সহিত।

স্মরতহি---স্মরণ করিতে থাকেন।

১। দেখিলে কেহ দেহ ধারণ করিতে পারে না।

কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত।
ফুয়ল কবরী না সম্বরি মাথ (২)॥
চেতন মূরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জরজারি(৩) ॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
ভেজল অব জগজন অনুলেহ (৪)॥

গুর্জ্জরী।

১৪৪

মাধব যদি না পেখহ বালা।
আজি কালি পরাণ পরিতেজব
কত সহ বিরহক জ্বালা॥
শীতল সলিল, কমল দল শেজহি,
লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা।
সো সব যতহুঁ অনল সম হোয়ল
দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা॥
শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি
ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি।
চমকি ধনী বোলত শিব শিব জগত,
ভরল তছু আগি॥

২। মাথায় বেণী সম্বরণ করে না অর্থাৎ বাঁধে না। ফুয়ল—পুষ্পযুক্ত।

৩। জরজারি—জর্জ্জরিত।

৪। কোন নির্দ্দয় দেহ (নিষ্ঠুর) জগজনের প্রীতি সৃষ্টি করিয়াছে। ভেজল—পাঠাইল। অনুলেহ—স্নেহ।

কাহে উপচার বুঝই না পারই
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।
কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল
অবহু করহ অবধানে॥

ধানশী।

১৪৫।

মাধব কত পরবোধব রাধা।
হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি
অব জীউ (১) করব সমাধা (২)॥
ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহিঁ বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজই বিরহিণী জগ মাহা তাপিনী
বৈরি মদন শরধারা॥
অরুণ নয়ন লোরে (৩) তীতল কলেবর
বিলুলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতহিঁ শেষা॥

১। জীউ—জীবন, প্রাণ।
২। সমাধা—শেষ।
৩। লোরে—অশ্রুজলে।

কি কহব খেদ ভেদ (৪) জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ-পাশ (৫) ॥

সিন্ধুড়া
১৪৬।

কুসুমিত কানন হেরি কমলমুখী
মুদি রহয়ে দু নয়ান।
কোকিলক কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি
কর দেই ঝাঁপয়ে কাণ ॥
মাধব শুন শুন বচন হামারি।
তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি (১)
গুণি গুণি প্রেম তোহারি ॥
ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠই
পুন তহি উঠই না পারা।
কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি
নয়নে গলয়ে জলধারা ॥
তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনু ক্ষীণ
চৌদশী (২) চাঁদ সমান।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শিব সিংহ নরপতি
লছমীদেবী পরমাণ ॥

৪। ভেদ জনু অন্তর—যেন অন্তর ভেদ করিয়া।

৫। জীবন ইত্যাদি—আশাই জীবন বন্ধন অর্থাৎ আশা দ্বারাই জীবন রক্ষা করিতেছে।

১। দুবরি (হিন্দী) দুর্ব্বল। ২। চৌদশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী।

ধানশী।

১৪৭।

কি কহব মাধব কি করব কাজে।
পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥
আগে সোই আছল কাঞ্চন পুতুলা।
ভুবনে অনুপম রূপে গুণে কুশলা॥
এবে ভেল বিপরীত ঝামর দেহা।
দিবসে মলিন জনু চাঁদ কি রেহা॥
বামকরে কপোল, লোলিত কেশ ভার
কর নখে লিখু মহী, আঁখি জলধার॥
বিদ্যাপতি ভণে শুন বর কান।
রাজ শিব সিংহ ইথে পরমাণ॥

বালাধানশী।

১৪৮।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ।
বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥
অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি।
কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥
কো জানে কৈছন তোহারি পিরিতি।
বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥
কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপরুখ না ছোড়ই রসবতী নারী॥

মায়ূর।

১৪৯।

মাধব অবলা পেখনু মতি হীনা।
সারঙ্গ (১) শবদে মদন সকোপিত (২)
তেঞ দিনে দিনে অতি ক্ষীণা॥
রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি
কৈছে জীবয়ে ব্রজবালা।
সে হেন সুনাগরী রূপে গুণে আগরি, (৩)
জারল (৪) বিরহ বিখ জ্বালা॥
উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই (৫)
সোই লুঠত মহী কামে।
পুনমিক চাঁদ টুটি পড়ল জনু,
ঝামর (৬) চম্পক দামে॥
সোই অবধি দিন বহু আশ আশল
তেঞ ধনি রাখত পরাণ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি, নিকরুণ মাধব
শুনইতে হরল গেয়ান॥

১। সারঙ্গ শবদে—হরিণের শব্দ শুনিলে। মহাজন পদাবলি।
২। সকোপিত—উদ্দীপ্ত।
৩। আগরি—অগার, ভাণ্ডার।
৪। জারল—জর্জরিত করিল।
৫। যিনি বক্ষঃস্থল ভিন্ন অন্য শয্যা স্পর্শ করিতে পারেন না।
৬। ঝামর—পরিশুষ্ক, মলিন

মল্লার।

১৫০।

হিমকর পেখি, আনত করু আনন
রহত করুণা (১) পথ হেরী।
নয়ন-কাজর দেই লিখই বিধুন্তুদ
তা সঞে কহত হি টৈরি (২)॥
মাধব কঠিন-হৃদয় পরবাসি (৩)।
তোহারী বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী,
অবহু পালটি গৃহে যাসি॥
দক্ষি পবন বহে কৈছে যুবতী সহে
তাহে দুখ দেই অনঙ্গ।
গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই
দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ (৪)॥

১। করুণা—দীনা, দুঃখিত হইয়া।

২। নয়ন কাজর ইত্যাদি—নয়ন কজ্জলে (বিধুন্তুদ) রাহুর প্রতিমূর্ত্তি (লিখই) চিত্রিত করিয়া তাহার সহিত অর্থাৎ চন্দ্রের সহিত হিন্দী (টৈরি) কুপিত ভাবে কথা কয়। চন্দ্র দর্শনে বিরহ দুঃখ প্রবল হইল বলিয়া বিরহিণী রাহুর ভয় দেখাইয়া চন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছেন।

৩। মাধব—ইত্যাদি—প্রবাসীর হৃদয় অতি কঠিন।

৪। গেলহুঁ পরাণ ইত্যাদি—ভুজঙ্গ। ইহার সম্যক্ অর্থগ্রহ হয়না। বিরহ ভুজঙ্গ প্রাণ বায়ু ভক্ষণে উদ্যত হইলে তাহাকে আশা বায়ু দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে—এই অর্থ হৃদয় গ্রাহী হয় না।

ভণয়ে বিদ্যাপতি, শিব সিংহ নরপতি
বিরহক ইহ উপচারি (৫)।
পরভৃতক ডর, পায়স লেই কর
বায়স নিয়ড়ে ফুকারি (৬)॥

পাহিড়া।

১৫১।

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ (১) যায়।
করে ধরি মাথুর-অনুমতি (২) মাগিতে
ততহি পড়ল মূরছায়॥
কছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আখরে (৩)
যো কছু কহল বররামা।
কঠিন শরীর মোর তেঞি চলু আওনু
চিত রহল সোই ঠামা॥
তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাবই (৪)
তাহে রহল মন লাগি।
আন রমণী সঞে রাজ সম্পদময়ে (৫)
আছিয়ে যৈছে বৈরাগী॥

৫। উপচারি—(উপচার)—অঙ্গ।

৬। পরভৃতক ডর ইত্যাদি—বিরহিণী কোকিলের ভয়ে কাকের নিকট গমন করে ও পায়স দিয়া তাহাকে তুষ্ট করে এবং অনুরোধ করে যে সে যেন আর কোকিলকে প্রতিপালন না করে।

১। বিছুরণ—বিস্মরণ।

২। মাথুর-অনুমতি—মথুরা যাইবার অনুমতি।

৩। আখরে—অক্ষরে।

৪। ভাওই—ভাবি।

৫। সম্পদময়ে—(হিন্দী সম্পদ মেঁ)—সম্পদে।

দুই এক দিবসে নিচয়ে (৬) হাম যায়ব
তুহু পরবোধবি রাই।
বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ
প্রেমে মিলায়ব যাই ॥

ভাব সম্মিলন।

ধানশী।

১৫২।

যব্ হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে বাজাব জয়তুর ॥
আলিপন (১) দেয়ব মোতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥
সহকার-পল্লব চূচুক দেব।
মাধব সেবি মনোরথ নেব ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে
লোচন নীরে করব অভিষেকে ॥
আলিঙ্গন আহূতি গিয়া কর আগে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস আগে।

৬। নিচয়ে—নিশ্চয়।
১। আলিপন—(আলেপন) আল্পনা।

ধানশী।

১৫৩।

পিয়া যব্ আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনয়-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি॥
বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে (১)।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর রিহানে (২)॥
কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব।
আম্র পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প॥
নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাঠ।
চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট॥
বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ।
দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ॥

বালাধানশী।

১৫৪।

অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।
পালটি চলব হাম হসিয়া॥
আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে।
যাওব হাম, যতন পুছু করবে॥
রভস মাগব পিয়া যব হি।
মুখ বিহসি নহি বোলব তবহি॥

১ অঙ্গমে—(হিন্দী—অঙ্গমেঁ) অঙ্গে।
২ রিহানে—বিস্তারে।

কাঁচুয়া ধরব যব্ হঠিয়া।
করে কর বাধব কুটিল-আধ-দিঠিয়া ॥
সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা।
চিবুক ধরি অধর-মধু পীয়ব হামরা ॥
তৈখনে হরব মোর চেতনে।
বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে ॥

সুহই।

১৫৫।

হামক মন্দিরে যব আওব কান।
দিঠি ভরি হেরব সে চাঁদ বয়ান ॥
নহি নহি বোলব যব্ হাম নারী।
অধিক পিরীতি তব্ করব মুরারি ॥
করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর।
চিরদিনে সাধ পূরায়ব মোর ॥
করব আলিঙ্গন দূর করি মান।
ওরসে পূরব হাম, মুদব নয়ান ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
তোহারি পিরীতিক যাওঁ বলিহারি ॥

ধানশী।

১৫৬।

কি কহব রে সখি রজনীক কাজ
স্বপন হি হেরিনু নাগর-রাজ ॥
আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম।
প্রাণ-প্রিয়াকে করনু পরণাম ॥

বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ তোহে মিলব মুরারি॥

গান্ধার শ্রীরাগ।

১৫৭।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু
পেখনু পিয়া মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মাননু
দশদিশ ভেল নিরদন্দা(১)॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যবহু পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তব হি মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা (২)॥

১। নিরদন্দা—নির্দ্বন্দ্ব, প্রসন্ন।
২। ধনি ধনি ইত্যাদি—ধনি ধন্য তোমার নূতন প্রণয়।

ধানশী।

১৫৮।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর।
চিরদিনে[১] মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেল।
পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূর-দেশে না পাঠাই॥
শীতের ওঢ়নী[২] পিয়া, গিরিষীর বা[৩]
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥

ধানশী।

১৫৯।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল।
হরি-মুখ হেরইতে সব দুখ গেল॥
যতহুঁ আছিল মঝু হৃদয়ক সাধ।
সো সব পূরল পিয়া পরসাদ[১]॥
রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল।
অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল॥

১। চিরদিনে—বহুদিন পরে।
২। ওঢ়নী—চাদর,আবরণ।
৩। বা—বায়ু।
১। পরসাদ—প্রসাদে।

চির দিনে বিহি আজু পূরল আশ।
হেরইতে নয়ানে নাহি অবকাশ॥
ভণহ বিদ্যাপতি আর নহ আধি(২)।
সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি॥

১৬০

সখিরে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনলু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইনু
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিকজন রস অনুগমন,
অনুভব কহে, না পেখে (১)।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে॥

২। আধি——ভাবনা।

১। রসের অনুভব হয়, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (দেখা) পাওয়া যায় না।

(মাথুরের রাধা-বিরহ বর্ণন মধ্যে।)

তুড়ি।

১৬১।

মাধব ও নবনাগরী বালা।

তুহু বিছুরলি,　　বিপথে ফেললি,

ভেলি নিমালিক মালা (১)॥

সে যে সোহাগিনী　　দেখে দিনা গণি

পন্থ নেহারই তোরা।

নিচল (২) লোচন　　না শুনে বচন

ঢরি ঢরি পড়ে লোরা॥

তোহারি মুরলী　　সোদিগে ছোড়লি

ঝামরু ঝামরু দেহা (৩)।

জনু সে সোণারে　　কোষিক পাথরে

তেজল কনক রেহা॥

ফুয়ল কবরী　　না বান্ধে সম্বরি

ধনী যে অবশ এতা।

রুখলি (৪) ভুখলি　　দুখলি

সখিনী-সঙ্গ-সমেতা॥

তুসসি তুসসি (৫)　　পড়ু খসি খসি

আলী (৬) আলিঙ্গন চাহে।

১। ভেলি নিমালিক মালা—নির্ম্মাল্যের মালার ন্যায় শোভাহীনা হইল।

২। নিচল—নিশ্চল, স্থির।

৩। ঝামরু ঝামরু ইত্যাদি—অর্থগ্রহ হইল না।

৪। রুখলি—রুক্ষা। ৫। তুসসি তুসসি—বোধ হয় থস্‌থসে।

৬। আলী—সখী।

যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔখধ
তা কর জীবন কাহে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি
আর অপরূপ কথা।
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিত
ভরম হইল যথা ॥

প্রার্থনা।

ধানশী।

১৬২।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু (১)
মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছত
করম সঙ্গে চলি যায় ॥
এহরি বন্ধা তুয়া পদ-নায় (২)।
তুয়াপদ পরিহরি, পাপ পয়োনিধি,
পার হব কোন উপায় ॥
যাবৎ জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু,
যুবতী মতিময় মেলি (৩)।
অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু,
সম্পদে বিপদহি ভেলি ॥

১। বাঁটায়নু—বণ্টন করিলাম।
২। তোমার নৌকারূপ পদে বন্ধ। ৩। ধন যৌবনে মত্ত হইয়া।

ভণহু বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি,
কহিলে, কি বাঢ়ব কাজে।
সাজব বেরি সেব কোই মাগই,
হেরইতে তুয়া পায় লাজে॥

বরাড়ী।

১৬৩।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী-তিল, দেহ সমর্পিনু,
দয়াকরি না ছাড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব্ তুহুঁ করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী, যে জনমিয়ে,
অথবা কীট, পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু।
তুয়া পদ- পল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দীন বন্ধু॥

ধানশী।

১৬৪।

তাতল সৈকত, বারিবিন্দু সম,
সুত-মিত-রমণী সমাজে (১)।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব মঝু পরিণাম নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন দয়াময়,
অভয়ে তোহারি বিশোয়াসা (২)॥
আধ জনম হাম, নিঁদে (৩) গোঙায়নু,
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতনু,
তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা (৪)।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, (৫)
সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি, (৬)
ভব তারণ ভার তোহারা॥

১। তাতল ইত্যাদি—উত্তপ্ত সৈকত ভূমিতে (বারিবিন্দুসম) পরিদৃশ্যমানা মরীচিকার মত এই পুত্র-মিত্র-কলত্র-জড়িত সংসারে।

২। বিশোয়াসা—বিশ্বাস। ৩। নিঁদে—নিদ্রায়

৪। ন তুয়া ইত্যাদি—তোমার আদি বা অন্ত নাই।

৫। তোহে ইত্যাদি—তোমাতেই জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাতেই লীন হয়। ৬। কৃপায়সি—কৃপাকর।

বিদ্যাপতির পরিশিষ্ট।

প্রথম মিলন।

বিহাগড়া।

১৬৫।

সকল সখী পরবোধি,
কামিনী আনি দিল পিয়া পাশ।
জনু বান্ধি ব্যাধ বিপিনে
সো মৃগ তেজই তীখন শ্বাস॥
বৈঠল শয়ন সমীপে
সুবদনী যতনে সমুখ নাহি হোয়।
ভেলি মানস ভ্রমই দশ দিশ
দেহ মনোরথ কোয়॥
নিবিড় নীবিবন্ধ, কঠিন কঞ্চুক
অধরে অধিক নিরোধ।
কঠিন কাম, কঠোর কামিনী,
মানে নাহি পরবোধ॥
সকল গাত দুকূল দৃঢ় অতি,
কতিহুঁ নাহি পরকাশ।
পাণি পরশিতে, পরাণ পরিহর,
পূরব কি রতি আশ॥
কান্ত কাতরে কতহুঁ কাকুতি
করত কামিনী পায়।

কি জানি কি পরকার
অব দুহু কছু নাহি অবধায় (১) ॥
দিবস চারি গোঙাও মাধব,
করহ রতি সমাধান।
বড়ই কাজস বড়ই ধীরত
সিংহ ভূপতি ভাণ ॥

গোপনে মিলন।
বিভাস।
১৬৬।

পালঙ্কে শয়ন ঘুমে অচেতন
দীঘল বহয়ে শ্বাস।
দীপ করে লেই লুবধ মাধব
আওল হামার পাশ ॥
সখি হে কানু সে ঐছন ঢীট(১)।
হরষে পরশে অধিক লালসে,
বিষম তাকর দিঠ ॥
জাগইবে ডরে লহু লহু করে
বসন কয়ল দূর।
কনক গাগরি (২) বেকত নেহারি
নিজ মনোরথ পূর ॥
দীপের ছটায় ঝটিতে জাগনু
ভরমে কহনু চোর।

১। অবধায়—অবধার্যা, নিশ্চয়।
১। কানুসে ইত্যাদি—কানু সে এমনই নষ্ট
২। কনক গাগরি—কনককলস, কুচকুম্ভ।

ডরে চোর পাশে আন্ধারে পশিনু
সে মোরে কয়ল কোর ॥
হাসির রভসে বান্ধি ভুজপাশে
বিলসে অধিক সুখ।
চম্পতিপতি বেকত কহয়ে
চোরের নিলজ মুখ ॥

শ্রীরাধার বিরহ।
পঠমঞ্জরী।
১৬৭।

ধায়ল বিরহিণী কালিন্দী-রোধ।
সহচরী বচনে না মানে পরবোধ ॥
মাতল করিণী যৈছে গতি ধাওয়ে।
ঐছে চলিলি কোই লাগি না পাওয়ে ॥
অতি দুরবল পুন পড়ি সোই ঠাম।
মূরছিত হই তঁহি হরল গেয়ান ॥
শ্রবণে বদন দেই কহে শ্যাম নাম।
চেতন পাই কহে কাঁহা ঘনশ্যাম ॥
সখীগণ লেই করু কুঞ্জে পরবেশ।
চম্পতি-পতি হেরি তনু ভেল শেষ ॥

লঘুমান।
কামদ।
১৬৮।

সখি হে কাহে কহসি কটুভাষা।
ঐছন বহু গুণ এক দোষ নাশই
এক গুণে বহু দোষ নাশা ॥

কি করব জপতপ দান ব্রত নৈষ্ঠিক
যদি করুণা নাহি দীনে।
সুন্দর কুল, শীল, ধন, জন, যৌবন
কি করব লোচন-হীনে॥
গরল-সহোদর, গুরু-পত্নী-হর,
রাহু-বমন তনু কারা।
বিরহ হুতাশন, বারিজ নাশন,
শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥
পরসুতে অহিত, যতন নাহি নিজ সুতে,
কাক-উচ্ছিষ্ট-রস-পানী।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিকু
বোলত মধুরিম বাণী॥
কানুক পিরীতি কি কহব রে সখি
সবগুণ মূল অমূলে।
বংশী পরশি শপথি করে শত শত
তবহু প্রতীত নাহি বোলে॥
বর পরিরম্ভন, চুম্বন, আলিঙ্গন
সঙ্কেত করি বিশোয়াসে (১)।
আন রমণী সঞে সো নিশি বঞ্চল
মোহে করল নৈরাশে॥
সুন্দর সিন্দূর, নয়নক অঞ্জন,
সঙ্করু দশনক রেখা।

১। বিশোয়াসে—বিশ্বাসে।

কুঙ্কুম চন্দন   অঙ্গে বিলেপন
প্রাত সময়ে দিল দেখা ॥
দশগুণ অধিক   অনলে তনু দাহিল
রতি চিহ্ন দেখি প্রতি-অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়ক   পুর যব মিলব
তব্ মিলব হরি সঙ্গে ॥

শ্রীকৃষ্ণের বিরহ।

ধানশী।

১৬৯।

মদন-কুঞ্জ পর,   বৈঠল নাগর
বৃন্দাসখী মুখ চাই।
জোড়ি যুগল কর,   মিনতি করত কত
" তুরিতে মিলায়বি রাই ॥
হাম পর রোখি,   বিমুখ ভৈ সুন্দরী,
যবহু চললি নিজ গেহা।
মদন হুতাশনে,   মঝু মন জারল,
জীবনে না বান্ধই থেহা ॥
তুহু অতি চতুরি-   শিরোমণি, নাগরী
তোহে কি শিখায়ব বাণী।
তুহু বিনে হামারি   মরম নাহি জানত
কৈছে মিলায়বি আনি ॥
পবন, চাঁদ, চন্দন,   ভেল রিপু সম,
বৃন্দাবন বন ভেল।

ময়ূর কোকিল কত, ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনমথ শেল ॥"
ছল ছল নয়ান বয়ান ভার রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
" হা হা সো ধনি হামে না হেরব "
সিংহ ভূপতি রসগায় ॥

বৃন্দোক্তি।
ধানশী।
১৭০।

মদনকুঞ্জ তেজি চলল চতুর দূতী
পবনক গতি সম গেল।
ক্ষিতি নখে লেখি দেখি মুখ ঝাঁপল
রাই উতর নাহি দেল ॥
চতুর দোতি তব্ মনোহি বিচারল
কহত ললিতা সঞে বাত।
কাহে বিমুখ ভৈ বৈঠলি দুয়ার
কি ভেল আজুক বাত ॥
হেরি ললিতা সখী মদুমৃদু বোলত
হামারি করম মতি ভেলি।
নাগর কিশোর কুঞ্জে নিশি বঞ্চল
চন্দ্রাবলী সঞে কেলি ॥
হাসি হাসি নিয়ড়ে যাই বৈঠল দোতী
কহতহি মুধরিম বাণী।

ইহ লঘু দোখে রোখ যব মানসি
কো কহে তোহে সেয়ানী ॥
উঠ উঠ স্থন্দরি মান দূর করি
বাহু পশারি করু কোর।
ফটকি (১) হাত বাত নাহি শুনল
কোপে ভরল তনু জোর ॥
রাইক বচন শুনি সহচরী কোপে
ভরল সব গাত।
ভূপতি নাথ রোখে তব বোলত
যবহু ফটকল (১) হাত ॥

জয়জয়ন্তী।

১৭১।

বিরহে ব্যাকুল বকুল তরুমূলে
পেখনু নন্দকুমার।
নীল নীরজ নয়ন নাহক (২) ঝরই
নীর অপার ॥
লেপি মলয়জ, পঙ্ক মৃগমদ
তামরস ঘনসার।
নিজ পাণি পল্লবে মুদল লোচন
ধরণী পড়ু অসম্ভার ॥
বহই মন্দ স্থগন্ধি শীতল
মন্দ মলয় সমীর।

১। ঝট্কা দেওয়া নাহক—নাথের।

জনু প্রলয় কালক প্রবল পাবক
দহই দ্বিগুণ শরীর ॥
অধিক বেপথু ; টুটি পড়ু ক্ষিতি
মসৃণ মুকুতা-মাল।
অনিল ভরে জনু তমাল তরুবর
মুঞ্চ সুমনস জাল (১) ॥
মানমতি তেজি চলহ সুন্দরি
যাঁহা রসিক-রায়-রসাল।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
কবি ভূপতি কণ্ঠ হার ॥

সুহই।

১৭২।

শুন শুন গুণবতি রাই। তো বিনু আকুল কানাই ॥
কিশলয় শয়ন উপেখি। ভূমি উপরে নখে লিখি ॥
তেজ ধনি অসময় মান। কানুক তুহুঁ সে নিদান ॥
তুয়া মুখ হৃদি অবগাই। বিলপয়ে, অবধি না পাই ॥
সো জগ জীবন জান। তাকর জ্বলত পরাণ ॥
ভূপতি কি কহব তোয়। তোহে সে পুরুখ বধ হোয় ॥

১। অধিক বেপথু ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ থর থর কাঁপিতে লাগিলেন ; তাহাতে তদীয় উজ্জ্বল কণ্ঠহার শতধা ছিন্ন হইয়া গেল, মুক্তাবলি ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল, যেন তমালতরু সমীর সঞ্চালনে অজস্র পুষ্পরাশি (সুমনস) মোচন করিল (মুঞ্চ)।

শ্রীরাগ।

১৭৩।

অখিল লোচন তম তাপ বিমোচন
উদয়তি আনন্দ কন্দে।
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে জানি,
ইথে লাগি নিন্দহ চন্দে॥
সুন্দরি বুঝনু তুয়া প্রতিভাতি (১)।
গুণগণ তেজি দোষ এক ঘোষসি
অন্তে আহিরিণী জাতি॥
সকল জীব-জন- জীব সমীরণ,
মন্দ সুগন্ধ সুশীতে।
দীপক জ্যোতি পরশে যদি নাশয়ে
ইথে লাগি নিন্দ মরুতে॥
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
সুখদ যো সকল শরীরে।
কাগজ-পত্র পরশে যব নাশয়ে,
ইথে লাগি নিন্দহ নীরে॥
ক্ষণে ক্ষণে সকল কুসুম মন তোষয়ে
নিশি রহু কমলিনী সঙ্গে।
চম্পক এক যদপি নাহি চুম্বই
ইথে লাগি নিন্দহ ভৃঙ্গে॥

১। প্রতিভাতি—প্রতিভা, বুদ্ধি, বিবেচনা।

পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ
আট দ্বিগুণ সখী মাঝে।
চম্পতি-পতি অতি আকুল তোবিনু
বিষাদ না পায়সি লাজে॥

কামদ।

১৭৪।

রাইক নিঠুর বচন শুনি সহচরী
মিলল কানুক পাশ।
পন্থক শ্রমভরে বচন কহে গদগদ
খরতর বহই নিশ্বাস॥
"মাধব-দুর্জ্জয় মানিনী মানি।
বিপরীত চরিত হেরি ভেল চমকিত
না ফুকরয়ে এহ আধ বাণী॥
'কা' বোল বোলইতে শুনইতে না পারই
শ্রবণ মুদয়ে দুই পাণি।
জৈমিনি জৈমিনি পুনঃ পুনঃ ফুকরই
বজর শবদ সম মানি(১)॥
তুয়া গুণ-নাম শ্রবণে নাহি শুনয়ে
তুয়া রূপ রিপু সম জানি।
তুয়া নিজ জন সঞে সম্ভাষ না করয়ে,
কৈছে মিলায়ব আনি॥

১। 'কা' বোল ইত্যাদি—মানিনীর এমনই মান-মোহ হইয়াছে, যে, কানু পদের আদ্যক্ষর 'কা' শব্দ উচ্চারণ করিতে না করিতে, রাধা শুনিতে না পারিয়া, দুই হস্তে কর্ণবিবর আচ্ছাদিত করেন, এবং বজ্রধ্বনি মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ 'জৈমিনি' 'জৈমিনি' বলিতে থাকেন।

নীল বসন বর নীল চুড়ি কর
পৌঁতিক মাল উতারি।
করি-রদ চুড়ি কর, মোতি মাল বর,
পহিরল অরুণিম সারী॥
অসিত চিত্রকর উরপর আছিল
মিটায়ল চন্দন লাগাই।
মৃগমদ তিলক, ধোই দৃশঞ্চল, (২)
কুচমুখ চন্দনে ছাপাই॥
চারু চিবুক পর এক তিল আছিল,
নিন্দি মধুপ-সুত শ্যামা।
তৃণ অগ্রে করি মলয়জ রঞ্জল
সবহু ছাপায়াল বামা॥
জলধর হেরি চন্দ্রাতপ ঝাঁপল
শ্যামরী সখী নাহি পাশ।
তমাল তরুগণে চূণে লেপায়ল
শিখী পিকু দূরে নিবাস॥
তুয়া গুণ বোলত এক শুক পণ্ডিত
শুনি তহি উঠি রোষাই।
পঞ্জর পটকিতে ঝটকি ফটকি কর, (৩)
ধাই ধরল হাম যাই॥

২। দৃশঞ্চল—নয়নকোণ।

৩। পঞ্জর ইত্যাদি—রাধা পিঞ্জর ভাঙ্গিতে (পটকিতে) গেলেন, পাখী ঝট্ ফট্ করিতে লাগিল।

মধুকর ডরে ধনী চম্পক তরুতলে,
লোচনে জল ভরি পূর।
শ্যাম চিকুর হেরি মুকুর করে পটকল (৪)
টুটি ভৈগেল শত চূর॥
মেরুসম মান, কোপে সুমেরু সম
দেখি ভেনু রেণু সমান।”
চম্পতি পতি অব রাই মানাইতে
আপসি ধাবহ কান॥

গান্ধার।

১৭৫।

শুন শুন নিঠুর কানাই। যাইয়া পেখহ রাই॥
কিশলয় রচিত কুটীরে। শয়নে না বান্ধই থিরে॥
সো অবলা কুলবালা। কত সহ বিরহ জ্বালা॥
ঘামে ঘরমাইত দেহ। গলি গলি যায়ত সেহ॥
ননীক পুতলি তনু তায়। আতপ তাপে মিলায়॥
হেরি সখী হরল গেয়ান। কণ্ঠহি আয়ত পরাণ॥
দীঘল দিবস না যায়। কান্দিয়া রজনী পোহায়॥
কবহু ঐছে মুরুছান। যামিনী দিবস না জান॥
ভূপতি কি কহব তোয়। পুন নাহি হেরবি সোয়॥

৪। পটকল—ভাঙ্গিল।

গান্ধার।

১৭৮।

মাধব নিপট (১) কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম বাত শিখায়নু
বাত না রাখলি মোর॥
সো বর-নাগরী সহজই সুন্দরী,
কোমল অন্তর বামা।
বহুত যতন করি তোহে মিলায়নু
কাহে উপেখলি (২) রামা॥
তুহু অতি লম্পট করলহি বিপরীত,
প্রেমক রীত না জানি।
হাতক লছিমী চরণ পরে ডারসি (৩)
কৈছে মিলায়ব আনি॥
বাসর জাগি আগিসম উপজল(৪)
রজনী গোঙয়াল জাগি।
তোহারি বচনে হাম এক বেরি যায়ব
মিলব তুয়া গতি ভাগি॥
মোহন মানস বুঝি দূতী আয়ল
মিলল রাইক পাশ।
ভূপতি নাথ দেখি অতি কৌতুক
অন্তরে উপজল হাস॥

১। নিপট—(হিন্দী) সম্পূর্ণরূপে।
২। উপেখলি—উপেক্ষা করিলি।
৩। ডারসি—ঠেলিয়া ফেলিতেছে।
৪। আগিসম উপজল—অগ্নিসমা হইল।

বিদেশিনী।

শ্রীরাগ।

১৭৭।

বর নাগর সাজই নাগরী বেশা।
মুকুট উতারি সীঁতি সোঙারল
বেণী বিরচিত কেশা॥
চন্দন ধোই সিন্দুর ভালে রঞ্জই
লোচনে অঞ্জন অঙ্কা।
কুণ্ডল খোলি কর্ণফুল পহিরল
ভরি তনু কেশর পঙ্কা॥
বেশর খচিত শতেশ্বরী পহিরল
চুড়ি কনক কর-কঞ্জে (১)।
চরণ কমল পাশে যাবক রঞ্জন
তাপর মঞ্জীর গঞ্জে॥
কাঁচলি মাঝ কদম্ব কুসুম ভরি
আরম্ভন-কুচ(২) আভা।
অরুণাম্বর বর সারী পহিরল
বক্র বিলোকন শোভা॥
ধরি পরিবাদিনী (৩) শ্যাম সুমিলনে
শুভ অনুকূল পয়ানে।
পহিলহি বাম চরণ তুলি মোহন
স্ত্রিয়াগতি লচ্ছণ (৪)ভানে॥

১। করকঞ্জে—করপদ্মে। ২। আরম্ভন-কুচ—কুচকোরক।
৩। বীণা। ৪। লচ্ছণ—লক্ষ্মণ।

ঐছন চরিতে মিলল যাঁহা সুন্দরী
দূরহি একলি ঠারি।
করে করি যন্ত্র তন্ত্র সোঙারল (১)
কো ইহ নখই না পারি ॥
রাইক নিকটে বাজাওত সুন্দরী
শুনইতে ভৈগেল সাধা (২)।
"এ নব যৌবনী নবীন বিদেশিনী
আও" ফুকারই রাধা ॥
শুনইতে শ্যাম হরখী চিতে আয়ল
উঠি ধনী আদর কেল।
বাহু পাকড়ি, নিজ আসনে বসায়ল
কত কত হরখিত ভেল ॥
তহি বাজাওত বীণা সুমাধুরী
রিঝি দেয়ল মণিমাল (৩)।
"ঐছে বাজায়ত হামারি যন্ত্রিয়া
মোহন-যন্ত্র-রসাল ॥

১। তন্ত্র সোঙারল—তন্ত্রগুলি সারিয়া লইল, ঠিক করিয়া লইল। "তন্ত্রীমার্দ্রা নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিৎ।" ইতি মেঘদূত। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায়, 'সঁীতি সোঙারল' আছে; অর্থ—সঁীতি সারিয়া স্মরিয়া পরিল।

২। শুনইতে ইত্যাদি—রাধার শুনিতে ইচ্ছা হইল।

৩। রিঝি—ইত্যাদি(রিঝি ?) রাধা বিদেশিনীর হৃদয়ে (রিঝি) মণিহার প্রদান করিলেন।

সুর, অপছরী কিয়ে, নাগকুমারী তুহুঁ,
স্বরূপে কহবি তুহু মোয়।
আজুক দিবস সফল করি মানমু
দুর্লভ দরশন তোয়॥
নাম গাম কহ কুল অবলম্বন
ব্রজে আগমন কিয়ে কাজা"।
"সুখময়ী নাম, মথুরাপুর, যদুকুল,
গুণীজনে পীড়ই রাজা"॥
ধনী কহে "তুয়া গুণে রিঝি (১) প্রসন্ন ভেল
মাগহ মানস যোয়"।
"মনোরথ কর্ম্ম যাচলি যদি সুন্দরী
মান-রতন দেহ মোয়"॥
হাসি মুখ মোড়ি পীঠ দেই বৈঠল
কানু কয়ল ধনী কোর।
টুটল মান বাঢ়ল যত কৌতুক
ভূপতি কো করু ওর॥

১। রিঝি—(রিধি ?) হৃদয়।

১৭৮।

শ্রীগান্ধার।

ভ্রমর দূত করি কি তোহে সম্বাদব
মধুরসে সো মাতোয়ারা।
মলয় পবন দেই, কি তোহে সম্বাদব
সো অতি মন্দ আচারা॥
মাধব! কা দেই সম্বাদব তোয়।
যব তুহুঁ আয়ব, সবহু নিবেদিব,
মদন রাখয়ে যদি মোয়॥
আছু না ঐছন, চতুর সখীগণ,
যা দেই সম্বাদ পাঠাই।
গুরুয়া লাজ বড়, যে দেশ দেশান্তর,
তে হাম একলে না যাই॥
তো বিনু দুঃখ যত তা বা কহিব কত,
দারুণ বিরহ বিষাদ।
চম্পতিপতি প্রতি, কহইতে ঐছন
বাঢ়ল প্রেম-উনমাদ॥

বর্ষা।

সুরট মল্লার।

১৭৯।

মোর বল, মোর বল, সোর শুনত
বাঢ়ত মনোরথ পীড়।
প্রথম ছার আষাঢ় আয়ল
অবহু গগণ গভীর॥

দিবস বয়ানা আ রে সখি কৈছে
মোহন বিনু জাওয়ে ॥
আওয়ে শাঙণ বরিখে ভাঙন
ঘন সোহায়ন বারি।
পঞ্চশর শর ছুটতরে, কৈছে
জীয়ে বিরহিণী নারী ॥
আওয়ে ভাদো বেগর মাধো
কাকো কহি ইহ দুখ।
নিয়ড়ে ডর ডর ডাকে ডাহুকী
ছুটত মদন বন্ধুক (১) ॥
অছুহ আশীন গগণ ভা খীণ (২)
ঘনন ঘন ঘন রোল।
সিংহ ভূপতি ভণয়ে ঐছন
চতুর মাসকি রোল (৩) ॥

সম্ভোগ।

১৮০।
(বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত)
বালা ধানশী।

এসখি এসখি লই জনি যাহ (৪)
মুঞি অতি বালী সো আরত (৫) নাহ।
পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে।
কাঁচা কমলে ভ্রমর করু ঝাঁপে ॥

১। বন্ধুক—খধূপ, হাউই।
২। গগণ ভা খীণ—রৌদ্রের তেজ কমিয়া গেল।
৩। ঐছন ইত্যাদি—এ চারি মাসের গোল এইরূপই বটে।
৪। যদি লইয়া যাও (সঙ্গে করিয়া)। ৫। আরতি বিশিষ্ট।

দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর।
জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥
মো ইছে (১) কি সহত জীবক শাতি।
কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি তখনক ভাণ (২)।
কো ন দেখত সখি হোত বিহান?

১৮১।

ধানশী।

থরহরি কাঁপয়ে লহু লহু ভাষ।
লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥
আজু পেখনু ধনী বড় বিপরীত।
ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥
সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি।
পায়ল মদন মহোদধি সাখি॥
চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্ক।
মিল-লহুঁ চাঁদ সরোরুহ অঙ্ক॥
নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরী।
জানল মদন ভাঁড়ারক (৩) চোরি॥
ফুয়ল বসন হি তুলে ভুজ সাটি।
বাহিরে রতন আঁচরে দেই গাঁঠি॥
বিদ্যাপতি কি বুঝব বহু হেরি।
তেজি তলপ (৪) পরিরম্ভন বেরি॥

১। মো ইছে কি—আমি ইচ্ছায় কি? ২। ভাব।
৩। ভাণ্ডারের। ৪। তল্প—শয্যা

১৮২।

ধানশী।

কিছু কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল।
চরণ চপল গতি লোচন নেল ॥
অব সবখণ রহুঁ আঁচরে হাত।
লাজে সখী গণে না পুছয়ে বাত ॥
কি কহব মাধব বয়স কি সন্ধি।
হেরইতে মনসিজ মন রহুঁ বন্ধি ॥
আয়ব কাম হৃদয়ে অনুমান।
রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম ॥
শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত।
যৈসে কুরঙ্গিনী শুনই সঙ্গীত ॥
শৈশব যৌবনে উপজল বাদ।
কোই না মানই জয় অবসাদ ॥
বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি।
শৈশব সো তনু ছোড়ি নাহি পারি ॥

১৮৩।

ধানশী।

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর।
না হোয়ব তোহারি মনোরথ পূর ॥
হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিচারি।
বড় তুহুঁ ঢীট বুঝল বনমালি ॥
হামারি শপথ যদি হেরত মুরারি।
লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি ॥

বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম।
সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥
কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি খাঁকার।
করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥
পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস।
লহু লহু রমহ-পরিজন পাশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিব সিংহ লছিমা পরমাণ॥

(প্রবাস)।

১৮৫।

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল,
তিল এক না ছাড়ল অঙ্গ।
অপরূপ প্রেম, আশে তনু গাঁথিল,
অব তেজল মোর সঙ্গ॥
সখি হাম জীয়ব কথি লাগি।
যা বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে,
সো ভেল পর অনুরাগী॥
অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল বাহুটি,
হার ভেল অতি ভার।
মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর,
বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার॥

১৮৩ ।

ভূপালী ।

তরল নয়ন-শর অথির সন্ধান ।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার ।
বলে, নাহি লেওত জীবন হামার ॥
আরতি না কর কানু,না ধর চীর ।
হাম্ অবলা অতি রতি রণ ভীর (১) ॥
প্রথম বয়স লেশ না পূরব আশ ।
না পূরে অলপ ধনে দারিদ পিয়াস ॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল ।
তাহি নাহি ভুখিল ভ্রমর অনুকূল ॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম ।
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম ॥
কহ কবিরঞ্জন নাগর কান ।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান ॥

১৮৬ ।

তিরোতা ধানশী ।

কি কহব রে সখি কানুক লেহ ।
এক জীউ বিহি সে গড়ল ভিন দেহ ॥
কহিলে যে কাহিনী পুছয়ে কত বেরি ।
না জানি কি পায়ই মঝু মুখ হেরি ॥

ভীর—ভীরু ।

মঝু বিনা দরশে পরশে নাহি জীব।
মো বিনু পিয়াসে (১) পানি নাহি পীব॥
ঘুমের আলসে যদি পালটিয়ে পাশ।
মান ভরে মাধব উঠয়ে তরাস॥
আন সঞে কাহিনী না সহে পরাণ।
আন সম্ভাষে না রহয়ে গেয়ান॥
কহে কবিরঞ্জন শুন বরনারি।
তোহারি পরশ রসে লুবধ মুরারি॥

বরাড়ী।

১৮৭।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণ দিন।
নয়নে নেহারিতে না বাসব (২) ভিন (৩)॥
এ সখি এ সখি নিবেদন তোয়।
সো কি সুধামুখী মিলব মোয়॥
আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে।
সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥
কুচ-যুগ করে পরশিতে যব যাব।
করে কর বারি (৪)বয়ান পালটাব॥
চরণ পরশি মুখ করব সরস।
রসাবেশ মঝু হিয়ে করব আলস॥

১। পিয়াসে—তৃষ্ণায়।
২। না বাসব—ভাবিব না।
৩। ভিন—ভিন্ন।
৪। বারি—নিবারণ করিয়া, ঠেলিয়া।

রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর ।
সফল জীবন তব্ হোয়ব মোর ॥
ঐছন কাতর নাগর-ভাষ ।
শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনী পাশ ॥

(সিন্ধুড়া ।)

১৮৮ ।

পুরুখ রতন হেরি মন ভেল ভোর ।
তিল আধ সুখ নাহি, দুখ নাহি-ওর ॥
বড় অভিলাষে ভজিনু বর নাহ ।
দৈব বিমুখ ভেল কি কহব কাহ (১) ॥
দরশন দুলহ দুলহ নবলেহা ।
বিরহ বিকল মন জীবন সন্দেহা ॥
অপরূপ রূপ মধুর রস লীলা ।
সকল নাগরীগণ কষণক শিলা (২) ॥
অনুচিত কাজ সহজ মঝু ভেলা ।
সোঙরি সে তনু, নব যৌবন গেলা ॥
মরমক দুখ কহিতেঁ হোয় লাজ ।
দারুণ দৈব করল কোন কাজ ॥
রসিক শিরোমণি নাগর কান ।
রস ইঙ্গিত কবিরঞ্জন ভাণ ॥

১ । কাহাকে কি বলিব ?
২ । কষণক শিলা—কোষ্টি প্রস্তর

১৮৯।

মঙ্গল।

চলই সুধামুখী ভেটইতে (১) কান।
আরতি অতিশয় পহুঁকে ধেয়ান॥
কি কহব আজুক রস অভিসার।
মনমথ নীত চিত অনিবার॥
চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী।
ভেটব নাগর-গুরু মনে অনুমানি॥
দুহুঁ অবলোকন দুহুঁ মুখচন্দ্রে।
দূরেহুঁ দূরে রহুঁ দ্বিজ-রাজেন্দ্রে (২)॥
মধুর যামিনী, মধুমাস বসন্ত।
মধুর গাওত রায় বসন্ত॥

১৯০।

ধানশী।

তোহারি সম্বাদে, আসিতে মাধব,
কাননে যামুন তীর।
চন্দ্রা কলাবতী, পথেতে ভেটল,
ধরল মাধব চীর॥
করে কর ধরি, ভুজে ভুজে বেঢ়ি,
লৈ গেল আপন গেহ।

১। সাক্ষাৎ করিতে। ২। চন্দ্র অতি দূরে ছিলেন।

সহজে ভ্রমরা, মধুপানে মাতল,
পাই কমলিনী লেহ ॥
তোহারি বচনে, রহল এ ধনি,
পুন কি পায়ব কান?
পন্থ হেরি হেরি, নীদ নাহি আয়ত,
নিশি ভই গেও (৩) অবসান ॥
রায় বসন্ত কো, বচন শুনি ধনী,
মনে পড়ি গেও ধন্দ।
অধর বান্ধুলি মলিন ভই গেও
যৈছন দিবসক চন্দ ॥

১৯১।

শ্রীরাগ।

সুখে থাকিতে বিহি লাগল রে,
ভুলনু কানু আশোয়াসে।
আপনক কুমতি পরিতাপহু রে,
দারুণ মদন হুতাশে ॥
মুঞি পাপিনী যদি জানতহু রে,
পিরীতি পরিণামে।
স্বপনেহু সাধ না করুতুহু রে,
শুনইতে পুরুখ নামে ॥
না বোল না বোল সখি! সম্বাদহু রে,
নাহি মোর লেহ অভিলাষে।
রায় বসন্ত চিত দুখিত ভেলহু রে,
রাইক নিকরুণ ভাষে ॥

---

(৩) হইয়া গেল।

১৯২।

ধানশী।

কিশলয় শেযি,　　শুতল নবনাগর,
　　জরজর মনমথ বাণে।
উঠই পড়ই,　　পন্থ নেহারই,
　　ক্ষণে ক্ষণে তোহারি ধেয়ানে॥
সুন্দরি! কি কহব তোহারি সোহাগ।
ঐছন এ তিন ভুবনে,　　নাহি দেখন্থু,
　　যৈছন তুয়া অনুরাগ॥
সই পুরুখ অতি,　　তুয়া গুণে আরতি,
　　অতিশয় সহজ স্বভাব।
অঙ্গ পরশ রস,　　মিলন দূরে রহুঁ,
　　দেখবি দরশন লাভ॥
সো পঁহু মিনতি অতি,　　শুন বর-যুবতি,
　　ধর ধর শ্যাম অঙ্গের মালা।
অধর সুধারস,　　যৌবন সরবস,
　　পূরহ নাগরি বালা॥
রসময় নাগর,　　তুহুঁ রস নাগরী,
　　এ মধুনিশি পরকাশে।
রায় বসন্ত ভণে,　　তেজহ কঠিন পণে,
　　পুরাহ কানু মন আশে॥

১৯৩

সুহই।

কহইতে গোরী, লোরে ভরু লোচন,
মূরছি পড়ল তছু ভোরি।
কাহিনী বোলত, শ্যাম নাহি আয়ত,
নিমিখ তেজলি গোরী॥
রাইক বিপতি দেখি, সহচরী আকুল,
করতহি বিবিধ উপায়।
কোই কোরে আগোরি, বসনে মুখ মুছই,
শ্রবণে কানুর গুণ গায়॥
রায় বসন্ত ভণ, সমুচিত ঔখধ,
সো নাম-লুবধ ধনী গোরী।
শ্যাম নাম শ্রবণে যব পৈঠল,
অমনি উঠল তনু মোড়ি॥

১৯৪।

গান্ধার।

বুঝনু মরমক ভাব।
ইহ নব-প্রেম ভূরি, সুখ সম্পদ ছোড়ি,
বরজ-পুর কাহে যাব?
সম্প্রতি পুরপতি, ভূপতি মহামতি,
কাঁহা সোই পশুপতি ভাণ?
তাঁহা গোদল, শিঙ্গা, বংশী মূরলীরব,
ইঁহা কত রাজ নিশান॥
কালিন্দী তট বট, নিকট ছায়ে বাস,

নিজ তনু হেরিতে সে নারে।
হিয়া (১) অট্টালিকোপরি, রতন পরিযঙ্ক,
মুকুর জড়িত কত পুরে ॥
তাঁহা নব পল্লব, বীজই দুর্লভ,
গলে বনফুল মাল।
ইঁহা কত চামর, দাসে ঢুলায়ত,
ভূষিত মতি প্রবাল ॥
আভীর নাগরী, নিরগুণ পরাধিনী,
যতনে কাননে মেল।
ইঁহা কত পুরনারী, স্বতন্তরী পথোপরি,
কুবুজা ভুরি সুখ নেল।
ভালে ভালে তুহুঁ দশদিন গোঁয়ায়লি,
গোকুল গতি ইতি কহনা ॥
বসন্ত রায় গেহে, আগ দেই আয়লি,
তাপই নিরবধি দহনা ॥

১৯৫।

ধানশী।

রাইক শেষ দশা শুনি মাধব লোচন ঝর ঝর পানী।
অবনত মাথে কর অবলম্বন, বদনে না সরয়ে বাণী
ধৈরজ ধরি হরি, দূতী বদন হেরি, পুছই গদ গদ রায়।
দুই এক দিবসে হাম যাওব দূতি, তুহুঁ প্রবোধবি তায় ॥
নাগর বচনে, হরষিত চিতে দূতী, বরজ করল পয়াণ।
রায় বসন্ত কহ, ইহ আশোয়াসে, রাই ধনী রাখব পরাণ ॥

১। হিয়া (হিন্দী)—এখানে।

১৯৬।

বেহাগ।

অহে নাথ না বোল এমন।
সহিতে না পারি হেন করুণ বচন॥
শপথ স্বরূপ কহি তুমি তনু মন।
তুমি সে নয়ন মণি জীবন-জীবন॥
না দেখিলে মরিয়ে কেবল তনু ভীন।
পরাণে মরয়ে জনু জল বিনু মীন॥
তোমার পিরীতে হাম হইনু বিকিনী (১)।
মূলে বিকালাঙ (২) আর কি দিব নিছনি?
কি করিবে গুরুভয় গৃহের করম।
ত্যজিনু সকল বন্ধু কুলের ধরম॥
সহজে মজিনু মুঞি তোমার চরিতে।
রায় বসন্ত কহে এ হয় উচিতে॥

১৯৭।

ধানশী।

অহে নাথ মোর আর না দেখি উপায়।
যাউক জঞ্জাল, মরি তোমার বালাই লয়া,
আর সাধ মনে নাহি ভায়॥
যে তুহুঁ পরাণ ধন, মিলল নয়ন মন,
এবড়ই বিষম বিষাদ।
পরাণ ঝুরিয়া কাঁদে, হিয়া থির নাহি বাঁধে,
কারে ঘটে হেন পরমাদ?

বিক্রীত। ২। বিকাইলাম।

গৃহে গুরু গঞ্জন, আর নিন্দে বন্ধুগণ,
তাহা মনে পরশ না হোয়।
কি আপন কিবা ভীন, দোষে মোরে অনুদিন,
এ দুখ দহনে দহে মোয় ॥
তুয়া সুখে সুখী হই, এ সকল দুখ সই,
কি করিবে অপযশ কাজ।
রায় বসন্ত ভণ, চাঁদের কলঙ্ক যেন,
অপযশ গোকুল সমাজ ॥

১৯৮।

সুহই।

সখীগণ কহে বঁধু কর অবধান।
অনুমতি দেহ ধনীর ঘরেতে পয়ান ॥
দারুণ নগরের লোক, কি না জান তুমি ?
ক্ষণেক ধৈরজ ধর, এ লালস ক্ষমি ॥
কত গুরু গঞ্জন সহিবেক বালা।
বিধি কৈল কুলবতী তাহে এত জ্বালা ॥
তোহার পিরীতে ধনী সদা উমতিনী।
রায় বসন্ত কহে সত্য এ কাহিনী ॥

১৯৯।

সুন্দরি, স্বরূপহি করবি পয়ান।
যে মোর বচন হিত, তাহে নহ পরতীত,
হেন বুঝি আন অবধান ॥

তোহারি পিরীতি আশে　　ত্যজি সুখ গৃহবাসে,
　　সাধ মোর ভেল বনবাস।
সহজই তোমা বিনে,　　উতপত মোর প্রাণে
　　ধিক্ মোহে রহুঁ পরবাস॥
বিশেষ বদন, সখি!　　বিরস অধিক দেখি,
　　হেন নাহি দেখিয়া জুড়াই।
রায় বসন্ত কয়,　　হিয়ায় কি হেন সয়,
　　সজল নয়ান ভেল রাই॥

২০০।

বিভাস।

　　প্রাণ নাথ না বোল এমন।
তোমা বিনে ত্রিজগতে কে আছে আপন॥
তোমার লাগিয়া মোর জীবন যৌবন।
বুঝিয়া করিনু পণ ত্যজি গুরুগণ॥
নিরমল কুলশীল বিদিত ভুবন।
নিছনি করিনু তোমার ছুঁইয়া চরণ॥
নয়ান পুতলি মোর, তুমি সে ভূষণ।
রায় বসন্ত কহে দুঁহে এক মন॥

২০১।

বিভাস।

　　অহে নাথ কিছুই না জানি।
তোমাতে মগন মন দিবস রজনী॥
জাগিতে ঘুমিতে চিতে তোমাকেই দেখি।
প্রাণ পুতলি তুমি জীবনের সখি॥

অঙ্গ আভরণ তুমি, শ্রবণ রঞ্জন।
বদনে বচন তুমি, নয়নে অঞ্জন॥
নিমিখে শতেক যুগ হারাই হেন বাসি।
রায় বসন্ত কহে পহু প্রেমরাশি॥

২০২।

বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়লি কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্র নীল মণি, কেতকে[১] জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়ানে, মিলিত নয়ানে, উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি, চাঁদের উপরে চন্দ॥
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিকু কুল গান।
মরমে মদন বাণ, দুঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈল নিরমাণ।
মন্দ মলয়জ, পবন বহে মৃদু, ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন, কহয়ে রায় বসন্ত॥

২০৩।

বেলোয়ার।

কি হেরিনু নাগর নবীন কিশোর।
শরদ শশধর বয়ন মনোহর,
রঙ্গিনী-নয়নহি লুবধ চকোর॥
নীল ইন্দিবর সুন্দর লোচন,
অঞ্জন অরুণ, তরুণ চিত চোর।
মাণিক অধরে মনোহর বংশী,
রসের তরঙ্গিম মতি মোর॥

১। বৃক্ষবিশেষ, শিমলী বৃক্ষ। কিরূপ উপমা হইল বুঝিতে পারিলাম না।

অমিয়া বচন শ্রবণ অনুরঞ্জন,
গঞ্জন নীরদাভাস।
এক অনুপম জগমন মোহন,
হাসি জনু বিজুরী প্রকাশ॥
নাসা তিলফুল রঙ্গিম মুকুতা মরকত,
কুণ্ডল গণ্ড হিল্লোল।
চাঁচর কেশ পাশ নব মালতী তঁহি পর,
শিখী পাখা চাঁদ উজোল॥
কুঙ্কুম বিরচিত তিলক বিরাজিত,
রাজিত জনু দ্বিজরাজকি রাজ।
ও তনু আভরণ তড়িদিব নবঘন,
উরপর বনি বনমাল বিরাজ॥
নীল লাবণি অবনী ভরল রূপ,
নখমণি দরপণি তিমির বিনাশে।
রায় বসন্ত মন, সেবই অনুক্ষণ,
ঐছন চরণ কমল মধু আশে॥

২০৪।

মঙ্গল।

সজনি! কি হেরিনু নাগর কান।
কানড় কুসুম ভুল নীলমণি ঢল ঢল,
বরণ চিকণ অনুপাম॥
নবীন নীরধর কিয়ে মরকত বর,
মোহন দরপণ ভান।

লাখ লাখ যুবতী দিবস নিশি আরতি,
হেরই নহ পরিমাণ ॥
চরণ কমল ছবি লজ্জিত শশী রবি,
নিরুপম ও মুখ-চাঁদ।
কনক জড়িত মণি কুণ্ডল শ্রুতি বনি,
তিলক তরুণী মন ফাঁদ।
কুসুম রচিত কেশ মোহন চূড়ার বেশ
বনাইল কতেক বন্ধান।
রায় বসন্ত কহে ওরূপ পিরীতিময়,
নিহারনি মরম সন্ধান ॥

২০৫।

বেলোয়ার।

কি হেরিনু সুন্দর নাগর রাজে।
রূপ গুণ লাবণি অসীম অনুপম,
মনমথ বয়ন মলিন করু লাজে ॥
কাঞ্চন আভরণ মেঘে তড়িত যেন,
পীত বসন, মণি কিঙ্কিণী সাজে।
রতন হার হিয়ে শোভন কি কহব,
চন্দন তিলক ভালে অধিক বিরাজে ॥
ও চূড়া চাঁচর কেশে মালতীর মালা সাজে
আঁধারে উদয় যেন শশী ষোলকলা ॥
আর এক অপরূপ তাহে শিখীচন্দ্রক,
মধুকরী মধুকর সঙ্গে করে খেলা ॥
ও মুখ কমল ছবি ছাঁদে চাঁদে কাঁদে

মণি কুণ্ডল রবি মণ্ডল ছন্দে।
চরণারবিন্দ নখচন্দ্রমা সুন্দর,
রায় বসন্ত চিত হেরই আনন্দে॥

২০৬।

ভাটিয়ারি।

এ সখি মোহন রসময় অঙ্গ।
পীতবসন, তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ॥
মণিময় আভরণ রাজিত অঙ্গ।
কণক হার হিয়ে, বিজুরী তরঙ্গ॥
মকর কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ।
দেখিয়া রমণী মন পরশের সুখ॥
অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ।
হাসির হিল্লোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ॥
মুরলী গভীর ধ্বনি, মদন তরঙ্গ॥
রমণী রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ॥
চরণ কমলে মণি নূপুর বিরাজে।
রায় বসন্ত মন নখমণি মাঝে॥

২০৭।

সুহই।

সই লো কি মোহন রূপ সুঠাম।
হেরইতে মানিনী তেজই মান॥
উজর নীলমণি মরকত ছবি জিনি,
দলিতাঞ্জন হেন ভাল।

জিনিয়া যমুনার জল নিরমল চল চল,
দরপণ নবীন রসাল ॥
কিয়ে নবনীল, নলিনী, কিয়ে উতপল,
জলধর, নহত্ত সমান।
কমনীয়া কিশোর কুসুম অতি সুকোমল,
কেবল রস নিরমাণ ॥
অমল শশধর জিনি মুখ সুন্দর,
সুঙ্গর অধর পরকাশ।
ঈষৎ মধুর হাস সরসহি সম্ভাষ,
রায় বসন্ত পহু রঙ্গিনী বিলাস ॥

২০৮।

ধানশী।

সই লো মনোহর নবীন ত্রিভঙ্গ।
ও রূপ হেরি প্রাণ, কি জানি কেমন করে,
মুরছই কতই অনঙ্গ ॥
অগুরু কর্পূর ভার মৃগমদ কেশর,
সৌরভে শোভিত অঙ্গ।
উরে বনমাল মলয় ঘন চন্দন,
আবৃত, অলিকুল সংঘ ॥
রঙ্গিনী যূথ নিশি- বাসর আগোরল,
আরোপিল নয়ন চকোর।
রায় বসন্ত পহু রসিক শিরোমণি,
বিচহি (১) করত উজোর ॥

১। (হিন্দী) মধ্যে।

ধানশী ।

সজনি কি হেরিনু ও মুখ শোভা ।
অতুল কমল সৌরভ-শীতল,
অরুণ নয়ন অলি আভা ॥
প্রফুল্লিত ইন্দীবর বর সুন্দর,
মুকুর কান্তি মনোৎসাহা ।
রূপ বরণিব কত ভাবিতে থকিত (১) চিত,
কিয়ে নিরমল শশী শোহা (২) ॥
বরিহা (৩) বকুল ফুল অলিকুল আকুল,
চূড়া হেরি জুড়ায় পরাণ ।
অধর বান্ধুলী ফুল শ্রুতি মণি কুণ্ডল,
প্রিয় অবতংস বনান ॥
হাসি খানি তাহে ভায় অপাঙ্গ ইঙ্গিতে চায়,
বিদগধ মোহন রায় ।
মুরলীতে কিবা গায় শুনি আন নাহি ভায়,
জাতি কুল শীল দিনু তায় ॥
না দেখিলে প্রাণ কাঁদে দেখিলে না হিয়া বাঁধে,
অনুখন মদন তরঙ্গ ।
হেরইতে চাঁদ মুখ মরমে পরম সুখ,
সুন্দর শ্যামর, অঙ্গ ॥
চরণে নূপুর মণি সুমধুর ধ্বনি শুনি,
ধরণীক ধৈরজ ভঙ্গ ।
ও রূপ সাগরে রস হিলোলে নয়ন,
মন আটকল রায় বসন্ত ।

---

১ । স্থগিদ, স্থির । ২ । শোভা ৩ । বর্হা, ময়ুর পুচ্ছ ।

২১০।

ললিত।

প্রাতহি জাগল, রাধা মাধব, মন্দির গমন বিধানে।
করহ বিদায়, শেষ রজনী ভেল, অব পরণাম তুয়া চরণে॥
তুলহ বচন শ্রবণে, কানু কাতর, জল পূরল দুহুঁ নয়নে।
হিয় গদগদি, কছু কহই না পারই, হেরি রহুঁ রাইক বয়নে॥
না তেজই কাছ, পাছু অনুসরই, আগোরই গহি বাহু বসনে।
পুন ধরি যতনে, রাই সমুঝায়ই, কুলশীল গেল অভিমানে॥
লাজ ডুবল হঠ, না করহ ঐছন, যৈছনে লোক না জান।
রায় বসন্ত কহ, হঠ ছাড়ি গমন কর, না দেখহ ভৈ গেল বিহান?

২১১।

কানড়া।

তরু মূলে হরি কালা কানু। বাওত সুমধুর বেণু॥
শবদে যে গলয়ে পাষাণ। যমুনা বহয়ে উজান॥
গোপীগণ শুনিয়া শ্রবণে। বিগলিত দুকূল পরাণে॥
সব সখী আকুল হইয়া। রাইক নিকটে যাইয়া॥
কাতরে কহে সবে বাত। জর জর ভৈ গেল গাত॥
ছোড়য়ে দীঘ নিশাস। সুবদনী কহে মৃদু ভাষ॥
শুনিয়া মুরলী আলাপন। রায় বসন্ত আন মন॥

২১২।

ধানশী।

সখিহে শুন শুন বাঁশী কি বা বোলে।
আনন্দ আধার কিয়ে সে নাগর, আইলা কদম্ব তলে॥
বাঁশীর নিশান শুনিতে পরাণ, নিকাশ হইতে চায়।

শিথিল সকল ভেল কলেবর, মন মুরছই তায় ॥
নাম বেঢ়াজাল খেয়াতি জগতে, সহজে বিষম বাণী।
কানু উপদেশে কেবল কঠিন, কামিনী মোহন ফাঁসি ॥
কি দোষ কি গুণ, একই না গণে, না বুঝে সময় কাজ।
রায় বসন্তের, পহু বিনোদিয়া, তাহে কি লোকের লাজ?

২১৩।

কানাড়া।

সখী কর ধরি ধনী কাতর বাণী।
কহে ও মুখ কবে দেখব শয়ানি ॥
নাসা পুট যুত মতি রসাল।
চন্দ্রাঙ্কুর কিয়ে ধরল তমাল ॥
সিন্দূর অরুণ কিয়ে অধর প্রকাশ।
মণিবর প্রতিম স্থরবি বিকাশ ॥
আকর্ণারুণ নয়ন চকোর।
চাহনি রঙ্গ বঙ্ক রমণী চিত চোর ॥
ভাঙ বিভঙ্গী হিয়ে জাগয়ে মোর।
রাহু কলানিধি হরলি আগোর।
চমকিয়া চাঁদ তিলকে পড়ু ভোর।
রায় বসন্ত কহ আরতি ওর ॥

রাসলীলা।

রায় বসন্ত।

২১৪।

ধানশী।

পিয়াপরসঙ্গ   রঙ্গ রূপ হইতে,   অতি আকুল ধনী ভেলা।
জনু কুহু-পক্ষ   পরশে কলানিধি   মলিন ক্ষীণ ভই গেলা
শিথিল বলয়া   করত বলি কঙ্কণ   বসন না সম্বরে অঙ্গে।
ভাব হাব উর   কম্পিত কলেবর,   লোচনে লোর তরঙ্গে॥
কুবলয় নীল-   বরণ তনু সাঙরি,   ঝামরি পিউ পিউ ভাষ।
জনু দিন মাঝ   তপনে নব পল্লব   জীবয়ে ইন্দুক পাশ॥
হিয় ধক্ ধক্   ধনী ধরণী লোটায়ই   তেজই দীঘ নিশ্বাস।
রায় বসন্ত হেরি,   রাইকে থির করি,   কহয়ে বচন আশোয়াস॥

২১৫।

ধানশী।

সুন্দরি! থির কর আপনক চিত।
কানু অনুরাগে   অথির যব হোয়বি   কৈছে বুঝবি তছু রীত?
সমুচিত বেশ   বনায়ব অব তুয়া   মিলাওব নাগর পাশ।
তাসঞে নিরুপম   নটন বিলাসবি   পূরবি সব অভিলাষ॥
কালিন্দী তীর   সমীর বহই মৃদু,   নিভৃত নিকুঞ্জকি মাহ।
কত কত কেলি   বিলাসবি কানু সঞে,   করবি অমিয়া অবগাহ
এত কহি বেশ   বনাওত সহচরী   সুন্দরী চিত থির ভেল।
অভিসার লাগিয়া   সমুচিত উপহার,   রায় বসন্ত কহ কেল[১]॥

১। রায় বসন্ত (কেলি)-রাস বর্ণন করিতেছেন।

২১৬।

কল্যাণী।

সখীক বচনে ধনী, হিয়া আনন্দিত, পিয়া মিলন অভিলাষে।
নয়ন বয়ন পুন, পরশ বিলোকন, সহচরী পরম উল্লাসে ॥
কেহ কঙ্কতি করে, কেশবেশ করু, কবরী মালতী মালে।
করি করে দরপণ, বদন বিলোকই, বিমল করত সীঁথি ভালে॥
সুন্দর সিন্দূর, তাহে বনায়ই, অঞ্জন রঞ্জই নয়নে।
মৃগমদ চন্দন, তিলক নব কুঙ্কুম, পত্রাবলী নিরমাণে ॥
কেহ তঁহি সোঁপল, রতন সীঁথিফল, সো ছবি উপমা কি আনে।
জনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল, হেন অনুমানে ॥
নাসায়ে বেশর, মোতিম মধুর ছবি, মণি কুণ্ডল বনি শ্রবণে।
মুদরিক কঙ্কণ, বিবিধ বিভূষণ, নীল বসন পরিধানে ॥
উপরপর মোতিম, হার মনোহর, কিঙ্কিণী সুমধুর কলনে।
মণিময় মঞ্জরী, ঘুঙ্গুর বাজত, ক্বণয়তি রাতুল চরণে।।
করীবর ভাঁতি[১], গমন অতি মন্থর, কত লাবণি অভিসারে।
পাদপল্লব ভূষণ, অবনী ভেল ভূষিত, রায় বসন্ত বলিহারে ॥

২১৭।

কল্যাণী।

রসময়ী রাসে করই অভিসার।
সহচরী রঙ্গিণী, সঙ্গিনী আবৃত, রূপযৌবন উপহার ॥
কোই রঙ্গিণীকর, কর পঙ্কজ ধর, স্মিত অবলোকন নয়নে।
যৈছে কমলোপরি, মধুমাতল অলি,
শোহনি মৃগমদ চিবুক সদনে ॥

১ গমনে করীবর ভ্রান্তি হয়।

গন্ধ চতুঃ সম, তনু অনুলেপন, শ্যাম মিলব সুখ হিয়রে।
সহচরী কেলি কলারস সঙ্গীত রঙ্গ রঙ্গি রঙ্গ বিহরে॥
কেহু রঙ্গিণী, কর চালনী শোহনি, অতি বিচিত্র গতি চরণে।
রসভরে রস- পরসঙ্গ কহই কেহু, রসবতী আরতি কারণে॥
রসিক রমণীবর, পরাগ পুঞ্জ ঝর, কোমল রঙ্গিম বরণে।
তঁহি পর সুভগ,(১) অতুল অতি রাতুল, চরণাম্বুজ মৃদুগমনে॥
রূপমোহিনী বনি,(২) রমণী শিরোমণি, আপহি মোহন বীজ।
রায় বসন্ত কহ, ঐ ছনে রসময়ী, মিলিত রসময় রীঝ(৩)॥

২১৮।

কল্যাণী।

বৃন্দাবন মনোমোহন ধামে।
শশী কিরণাঙ্কিত, বিবিধ কুসুম যুত,
অলিকুল ঝঙ্করু কোকিল গানে॥
নৃত্যতি ময়ূর, কপোত শুক বোলত,
ফিরি গাওত পিকু শারী বিলাসে।
পারাবত বনি, করত মধুর ধ্বনি, চাতকী পীয়ত পিয় ভাসে॥
যমুনা সমীপে, নীপপর বৈভব, সৌরভ কুন্দ কুমুদ, মৃদুপবনে।
সব ঋষি আবৃত, অপছর নাচত, কঙ্কণ কিঙ্কিণী নূপুর কলনে।
শিব নারদ অজ, গাওত অবিরত, সতত উদয় দ্বিজরাজে।
রাধামন্ত্র জপন, অনুশীলন, আনন্দ- কন্দ নন্দসুত রাজে॥
কনক ভূবিপর, কলপ তরুবর, মণিময় মন্দির সুন্দর মাঝে।
কনকাঙ্কিত, রতনাসন শোহন, কুসুম পুঞ্জ সুখ-শেজ বিরাজে॥

১। অশোক ফুল। ২। মোহন বীজ—বশী করণের বীজমন্ত্র।
৩। রসময় হৃদিতে।

তঁহি মিলল ধনী, প্রেম পরশ মণি, মোহন পিয়া মনোমোহনে।

রায় বসন্ত ভণ, রাই কানু মিলন,

অবলোকই তঁহি উলসিত নয়নে ॥

২১৯।

ভূপালী।

রসবতী রসিক শিরোমণি পাশে।

মনোরথ সিধি, বিধি পূরল আশে ॥

চন্দ্রবদনী ধনী কানু চকোর। নব বারিদে জনু চাতক ভোর ॥

নাগর চিত-রতি নয়লি বিলাস। অনুমতি অন্তর, ধনী মৃদু হাস ॥

লীলা লাবণি আনন্দ দান। রসিক শিরোমণি আনন্দ সিনান ॥

দুহুঁ বিদগধ সুখ কো করু ওর। প্রেম অবশ দুহুঁ আপহি ভোর ॥

দুহুঁ রসে ভুলল দুহুঁ করু কোর। রায় বসন্ত তঁহি জয় জয় বোল ॥

২২০।

শ্রীরাগ।

কানু কলাবতী মরম সন্ধান। রাস রভস রস দুহুঁ ভালে জান ॥

করতল চুম্বন চিবুকহি হাত। ধনী বিহসি ভুজ রাখল মাথ ॥

নাহ বাহুগতি, সুবিনয় বোল। স্মিত মুখী সব সনে হাসই থোর ॥

ইঙ্গিতে নাগর তেজল বিচার। করই আলিঙ্গন বাহু পসার ॥

হিয় মিলনে প্রিয় অতি উতরোল। ধক ধক অন্তর, গদগদ বোল ॥

সই নাগর নওল কিশোর। রায় বসন্ত কহ রসের হিলোর ॥

২২১।

বিলসয়ে গোপী সমাজে।

নবঘন-মালে, তড়িত কিয়ে, মরকত হেম মণি মাঝে বিরাজে ॥

কাহুক অংস, বাহু অবলম্বন, আরতি রভস আরম্ভে।
কাহু চিবুক গহি, চুম্বই পুনঃ পুন, প্রেম রভস প্রিয়রঙ্গে ॥
কাহুক কঞ্চুক, বসন উতারই, শিথিল কর নীবিবন্ধে।
কাহু অঙ্গ গহি, রসভরে নাচত, গাওত পরম আনন্দে ॥
কাহুক শিরপর, কর-পঙ্কজ ধরু, বিহরই আনন্দ কন্দে ॥
রায় বসন্ত পহু,[১] লুবধ চকোর, রঙ্গিণীগণ মুখ চন্দে ॥

২২২।

কেদার।

রাস মণ্ডল মাঝে বিলসই সঙ্গে শত শত রঙ্গিণী।
রসিক নাগর, সঙ্গে নাচত, রণিত নূপুর কিঙ্কিণী ॥
চিত্রপদগতি, চারু চাহনী, অঙ্গভঙ্গী কর চালনী।
কণিত কঙ্কণ, তরল বলয়া, গণ্ডে কুণ্ডল দোলনী ॥
উরজ মণ্ডল, হার চঞ্চল, বয়ানে শ্রমজল শোহনী
মুরলী বীণাযন্ত্র, সুমধুর মুরজ, থই থই থই বোলনী ॥
অলসে দুহুঁ মেলি, অঙ্গ হেলাহেলি, বিহসি হেরই আননে।
সঘনে চুম্বন, প্রেম আলিঙ্গন, রায়বসন্ত পহু[১] কাননে ॥

২২৩।

কানাড়া।

নাগর নাচত নাগরী সঙ্গ। বিবিধ যন্ত্র কত শবদ তরঙ্গ ॥
দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি দ্রিমি বাজে মৃদঙ্গ। ডম্ফ রবাব বীণ মুরলী উপাঙ্গ ॥
বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিণী বলনে। ঘুঙুরে ঝুনু ঝুনু বাজত চরণে ॥
আনন্দে অঙ্গ অঙ্গ অবলম্ব। রস ভরে গিরত মিলিত পরিরম্ভ ॥

১। পহু শব্দে—প্রভু, এবং পঁহু শব্দে—পুনঃ; কীর্ত্তন গায়কেরা এই প্রভেদ বুঝেনা, সুতরাং অনেক সময় পাঠের ও ঠিক হয় না।

কমলে মোতি কিয়ে—মুখে শ্রমবারি।
রসিক কলাগুরু কহে বলিহারি॥
বিহসি বিলোকই দুহুঁ চিত চোরি।
রায়বসন্ত পহু রহু হিয়ে জোরি॥

২২৪।

কেদার।

সহজে সুনাগর রসময় অঙ্গ। তিলেক না তেজই রসবতী সঙ্গ॥
রসভরে রসবতী করু রসরঙ্গ। রঙ্গী রসিকবর রহু তিরিভঙ্গ॥
মুরলী মিলিত মুখ, দুহুঁ এক সঙ্গ।
পরশনে তনু তনু, উদয় অনঙ্গ॥
পীবই অধর রস, ঘন ঘন চুম্ব।
করহুঁ কলাবতী প্রেম পরিরম্ভ॥
যুবতী যূথ মাঝে যুগল কিশোর।
বিজুরী বলাহক[১] রহল আগোর॥
করি কুম্ভ কুচ কিয়ে চারু চকোর।
রায়বসন্ত পহু তঁহি রহু ভোর॥

২২৫।

কল্যাণী।

রাধা মাধব বিহরই বিপিনে।
যুবতী কলাবতী, সঙ্গহি শত শত, কেলি কলারস নিপুণে॥
কোই কোই ধনী বনি, নাচত প্রিয় সঙ্গে, কেহু কেহু গাওত রঙ্গে।
কেহু অঙ্গ ভঙ্গ গতি, চারু কর-চালনী,
শোহনি গুরুয়া নিতম্বে॥

১। মেঘ।

কেহু আনন্দ মতি, চিত্র চরণ গতি,
কহে থৈ থৈ পরসঙ্গে।
কেহু কহে ভালে, কানু সাম্ভাল জলে,
রাধা নয়নতরঙ্গে॥
বিহসি রসিকবর বয়ন কমল পর,
মধুকর জনু মধু পানে।
অধর অমিয় ফল রস পিবি ভুলল,
রায়বসন্ত গুণ গানে॥

২১৬

বিহাগড়া।

রাধামাধব করয়ে বিলাস।
দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁক উল্লাস॥
দুহুঁক বয়নে ঝরয়ে শ্রমবারি।
হেম নীল কমলে মোতিম নেহারি॥
দুহুঁ হরষিত মন বয়ন নেহারি।
শোভা অবধি দুহুঁ কহে বলিহারি॥
অলস অবশ দুহুঁ হেলন অঙ্গ।
উদয় জনু ঘন দামিনী সঙ্গ॥
দুহুঁ ভুজ দুহুঁক অংস অবলম্ব।
দুহুঁ বিলসই পুনঃ পুন পরিরম্ভ॥
তিরপিত নহ দুহুঁ নিমিখে চিতভীত।
রায় বসন্ত কহে ঐছে পিরীত॥

২২৭।

বিহাগড়া।

রজনী বিহরি দুহুঁ আলসে বিভোর।
আওল নিকুঞ্জহি কিশোরী কিশোর ॥
বৈঠল রতন সিংহাসন মাঝ।
সেবন পরায়ণ সহচরী সাজ ॥
কেহু করু বীজন, কেহু দেই পানী।
চরণ পাখালই ঝরঝরি আনি ॥
কর চরণ গ্রীবা মৃদু মৃদু চাপি।
বিগত করল শ্রম সেবন আপি(১) ॥
কত কত উপহার ভোজন পান।
করিয়া শীতল ভেল নাগর কান ॥
সখী সঙ্গে সুবদনী অবশেষ পাই(২)।
বৈঠল শেজপর তাম্বুল খাই ॥
সখীগণ শুতল নিজ নিজ শেজে।
শুতলি নাগরী নাগর রাজে ॥
কো কহু দুহুঁ জন ও সুখ অন্ত।
দূরহি দূরে রহু রায় বসন্ত ॥

২২৮।

বিহাগড়া।

ভুজে ভুজে বন্ধনে, নিবিড় আলিঙ্গনে, ঘুমল রাধা কান।
কুসুম শেজপরে, নিচল কলেবর, নীলমণি হেম বনান(৩) ॥

১। জলপান করিয়া শ্রম দূর কবিল। অথবা (সখীরা) সেবা কবিয়া তাঁহাদের শ্রম দূব করিল। ২। প্রসাদ পাইযা।

৩। কনক জড়িত নীলমণি।

দেখ সখি দুহুঁ জন লেহ।

বদনহি বদন- চাঁদ, মধু পীবত, ঘুমে থকিত করি দেহ॥

অরুণহি অরুণ, তিমির লাগি ভাগত, এমতি অপরূপ রঙ্গ

ভুজগিনী মৌর, ভোর করু সঙ্গম, গিরিপর জলধি তরঙ্গ[১]

চাঁদকি নিয়ড়ে, কমল ভেল বিকশিত,

সূরপাশে[৪] কুমুদ বিকাশ।

কিয়ে ঘন দামিনী থিরে বিরাজই,

রায় বসন্ত রসে ভাষ॥

২২৯।

ললিত।

নিশি অবসান ভেল সহচরী দেখি।

জাগল সবজন তঁহি পরতেকি॥

সবে মেলি আওল দুহুঁ জন পাশ।

ঘুমে বিভোর দুহুঁ হেরি সখী হাস॥

হৃদয়ে বেয়াকুল কছু নাহি বোলে।

জাগল দুহুঁ জন আভরণ রোলে॥

উঠি বৈঠল নিজ শয়নক মাঝে।

অম্বর সম্বরু পাইয়া লাজে॥

সখীগণ দুহুঁ জনে কয়ল নিদেশ।

ইঙ্গিতে বুঝাওল নিশি অবশেষ॥

১। (শ্যাম) ময়ূর (রাধা) ভুজঙ্গিনী স্বচ্ছন্দে (ভোর) সহবাস করিতেছে। আমাদের বোধ হয় এই রূপ পাঠ হইলে ভাল হয়।—"ভুজ গীম মোর" অর্থাৎ বাহুযুগল গ্রীবা বেষ্টন করিয়া (মোর - মুড়িয়া) একত্র হইয়া রহিয়াছে। ৪। সূর্য্য পার্শ্বে।

কাতর অন্তর দুহুঁ মুখ হেরি।
বদনহি বচন না নিকশয়ে ফেরি॥
রায় বসন্তে কহে দুহুঁ জন প্রেম।
কৈছনে তেজবি নাথবাণ হেম॥

২৩০

বিভাস।

অহে নাথ করি পরিহার।
সখীগণ ইঙ্গিত, গমন বিচার॥
বিশেস অবোধ নিশি বোধ না মান।
কুলিশ অরুণ তার হৃদয় পাষাণ॥
বিধি কুলবতী করি কৈল নিরমাণ।
ধিক ধিক পরবশ রমণী পরাণ॥
হাসি অনুমতি দেহ চাহিয়া আমারে।
বিরস বদন নহ কহিনু তোমারে॥
অহে সুপুরুখবর চতুর সুজান।
রায়বসন্ত কহ রাখ কুলমান॥

২৩১।

বিভাস।

সুন্দরি না কর গমন পরসঙ্গ।
না সহে দুঃসহ কথা আনে কি জানয়ে ব্যথা,
ভালে হর ভেল আধ অঙ্গ॥
তুহুঁ হাম তনু ভীন শ্রবণে জীবনে ক্ষীণ,
কেমনে ধরিব আমি বুক?

হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি জান,
বিরমহ দেখি চাঁদ মুখ ॥
না দেখিলে কিবা হয় পলক অলপ নয়,
ইথে আঁখি অধিক তিয়াষ।
পরাণ কেমন করে মরম কহিনু তোরে,
জীবন নিছনি তুয়া পাশ ॥
পরশে লাগিয়া তোর হিয়া কাঁপে থর থর,
নিমেষের ডরে আঁখি ঝরে।
রায় বসন্ত ভণি অবনত মুখ ধনী,
জড় মতি ভেল প্রেম ভরে ॥

২৩২।

ললিত।

রাইক পিরীতি- বচনে কানু উলসিত, লোচনে আনন্দ বারি!
শ্রবণে মনোরম, পুলকে পূরল তনু, পুন পুন কহে বলিহারি ॥
রিঝি রিঝি, হিয়ে হিয়ায়মিলায়ই, কত যে সাধ অছু মরমে
রস ভরে মুখে মুখ, নিবেশিয়া নাগর, রহে রসনা রস মিলনে ॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, এক হৈয়া, প্রেম ভরে কছু নাহি জানে।
এমন পিরীতি আর, কতিহুঁ না পেখিয়ে, দুহুঁ এক শকতি বিধানে ॥
হর গিরিজা জনু, মিলল আরাধনে, কতয়ে বাঢ়য়ে রতি রঙ্গে।
অনঙ্গ রঙ্গ ভেল, দুহুঁ তনু মিলল, রায় বসন্ত সখী সঙ্গে ॥

২৩৩।

ললিত।

সখীগণ কহে নাথ কর অবধান।
আরতি সমাপহ নিশি অবসান ॥

অরুণ পূরব দিশে ঈষৎ প্রকাশ।
তরুলতা বক দেখি শশধর পাশ[১]॥
দিনমণি আগমে মলিন দ্বিজরাজ।
কুহু শবদ সবহুঁ বন মাঝ॥
করকুম্ভে কামিনী বারিবিলাস।
ইথে কি উচিত কুলবতী পতি পাশ?
শিরে কর ধরি কহু না ভাবিহ আন।
তোমা অনুগত চিত্ত, তুমি সে পরাণ॥
এবে রাইক গেহ গমন উচিত।
রায় বসন্ত পহু ভেল চমকিত॥

২৩৪।

ললিত।

সখি হে তুয়া হিয় কঠিন সমান।
রাই বিনে কৈছনে ধরব পরাণ?
না যাইহ সহচরী শুন মোর বোল।
অবসান নহ নিশি নহ উতরোল॥
ক্ষণেকে রহিয়া সখি শুন নিবেদন।
সুবদনী-গত মোর ভেল তনুমন॥
রায় বসন্ত কহে ধৈরজ ধরিবে।
ক্ষণেক কারণে কিয়ে সব ঘুচাইবে?

১। (পূর্ণিমার) চন্দ্রের নিকটে তরুলতা বক দেখিতেছি, অর্থাৎ চন্দ্র দিক্‌ চক্রবাল আশ্রয় করিয়াছেন, সেই দিকে বক উড়িতেছে। রজনী প্রভাতা।

২৩৫।

ললিত।

প্রাণনাথ ! তোমারে কিছু কহিতে নারিনু।
জাতি কুলশীল লাজে তিলাঞ্জলি দিনু ॥
না জানি মিলন আজি কি ক্ষণে হইল।
গোকুল ভরিয়া এই খেয়াতি রহিল ॥
মুখ দেখাইতে লোকে মরণ হেন গণি।
বিধির লিখন ছিল, হইল এমনি ॥
সব দুঃখ পাসরিয়ে তোমার মুখ দেখি।
রায় বসন্ত কহে ঝরে দুটী আঁখি ॥

২৩৬।

ললিত।

ধনি তুয়া কিসের গঞ্জনা ?
তুমি আমি একই পরাণ দুইজনা ॥
তোমার আমার গতি মূরতি এক ভাব।
এক স্বরূপ রতি এক অনুভাব ॥
তুমি মোর ত্রিজগত বিভব বিহার।
পরাণ পুতলি মোর হিয়ে মণি হার ॥
সরবস ধন মোর সকল সংসার।
রায় বসন্ত পহু পিরীতির সার ॥

২৩৭।

বিভাস।

শুন মাধব কি কহব আন।
আমার কে আছে আর তোমার সমান ?

যেখানে না দেখি আমি তোমার চাঁদমুখ।
পরাণের সনে পুড়ি, বড় পাই দুখ॥
আমি কি রহিতে পারি না দেখিয়ে তোমা।
বুক বিদরিয়া মরি নাহি হয় ক্ষমা॥
অনুমতি দেহ পুন মিলিব সকালে।
রায় বসন্ত পহু পরশিল ভালে॥

২৩৮।

বিভাস।

প্রাণনাথ কেমন করিব আমি।
তোমা বিনে মন, করে উচাটন, কে জানে কেমন তুমি॥
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুক্ষণ, দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন, মূরছিত হেন, মুদিয়া রহিয়ে আঁখি॥
শ্রবণে শুনিয়া তোমার চরিত, আন না ভাবয়ে মনে।
নিমেষের আধ, পাসরিতে নারি, ঘুমালে দেখি স্বপনে॥
জাগিলে চেতন, হারাই যে আমি, তোমা নাম করি কাঁদি।
পরবোধ দেই এ রায় বসন্ত তিলেক থির নাই বাঁধি॥

২৩৯।

রামকেলি।

সুন্দরি হম বলিহারি তোহারি।
পরিমিত নহে গুণ, অতুল ভুবনে তিন,
রূপ-মনোমোহনকারী॥
বচনে নিছনি প্রাণ, অলপে ঝুরয়ে যেন,
সাধ করি রাখিতে নয়ানে।

হিয়ার মাঝারে যেন, অনুক্ষণ রাখি দেই,
সদা দেখিয়ে তুয়া বয়ানে ॥
এ তুয়া দরশন, জনম ভাগ্যে পুন,
বসন পবনে অঘহারি(১) ।
সো অঙ্গ সঙ্গে সফল মঝু জীবন,
করোঁ হিয়ে বাহু পসারি ॥
পুরুষ রমণী কত অন্তরে অনুভব, সো পুন কহি নাহি পারি ।
রায় বসন্ত ভণ, পুরুখ মধুপ সম, চাতক রীত কুল নারী ॥

২৪০ ।
বিভাস ।

আলো ধনি সুন্দরি কি আর বলিব ?
তোমা না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ?
তোমার মিলন মোর পুণ্য পুঞ্জরাশি ।
মরমে লাগিছে মধুর মৃদু হাসি ॥
আনন্দ মন্দির তুমি, জ্ঞান শকতি ।
বাঞ্ছাকল্পলতা মোর কামনা মূরতি ॥
সঙ্গের সঙ্গিনী তুমি সুখময় ঠাম ।
পাসরিব কেমনে জীবনে রাধা নাম ॥
গলে বনমালা তুমি, মোর কলেবর ।
রায় বসন্ত কহে প্রাণের গুরুতর ॥

২৪১ ।
বিভাস ।

বঁধু ! তুহুঁ দয়ার সাগর ।
হাম নারী মতিহীনে এতেক আদর !

আহিরিণী গোয়ালিনী মুঞি কোন্ ছার।
পরাণ নিছিয়া দেই পিরীতে তোমার॥
তোহারি গরবে ব্রজে হাম গরবিণী।
গহিন(১) পিরীতি তোর আমি কিবা জানি?
আমি লোহা, তুহুঁ বঁধু নিকষ পাষাণ।
পরশে করিলা মোরে হেম নাখবাণ॥
সাধ করে সীঁথায় তোমা সিন্দূর করি ধরি।
হার বনাইয়া কিয়ে গলায় গাঁথি পরি॥
যত যত দেখি আঁখি নহে তিরপিত।
রায় বসন্ত কহে নিগূঢ় পিরীত॥

২৪২।

বিভাস।

উদিত গগনে, নিকরুণারুণ, সখীগণ কুঞ্জে যাই।
চরণ ধরিয়া, চেতন করিয়া, বলে গেহে চল রাই॥
কহে স্ববদনী, বঁধুরে রাখিয়া কৈছনে যাওব গেহে।
সাধের বন্ধুয়া, ছাড়িতে নারিব, পরাণ থাকিতে দেহে॥
কি কাজ আমার, কুলের গৌরবে, কি কাজ আমার ঘরে?
বন্ধুয়া লইয়া, যেথায় থাকিব, রহিব স্বরগপুরে॥
তোমরা সকলে, যাও ছার গেহে, আমি হইনু বনচারী।
এ রায় বসন্তে কহে ধনি ধনী, বালাই লইযা মরি॥

১। গভীব।

২৪৩।

বিভাস।

অহে রাই যে কহিলে হয়।
তোর লাগি মোর প্রাণ স্থির নাহি রয়॥
ধৈরজ ধরণ নহে ঝুরি দিন রাইতে।
হিয়ার পুতলি কাঁদে তোমার পিরীতে॥
কহিতে নিয়ত মোর গদ গদ ভাষ।
রহি রহি নয়নেতে নীর পরকাশ॥
মুরলীর গান মোর তুয়া অনুরাগে।
রায় বসন্ত কহে উচিত সোহাগে॥

২৪৪।

বিভাস।

আর না কহিও বঁধু বিদগধ রাজ।
এবে সে সকল দূরে গেল লোক লাজ॥
শুনিতে পরাণ সনে হিয়া মোর কাঁপ।
মরিব তোমার লাগি জলে দিব ঝাঁপ॥
পিরীতি আরতি নিতি অশেষ দুলাল।
সে মোর হইল এবে জীবনের কাল॥
কেমন করিব বঁধু কর উপদেশ।
তোমার মিলন বিনা মৃত্যুই সন্দেশ॥
এঘর করণ মোর বাসিয়ে জঞ্জাল।
শকট করণে যেন সঞ্চারিল শাল॥
মরমের মনোরথ যত সাধ মোর।
রায় বসন্ত কহে মুখ হেরি তোর॥

২৪৫।

বিভাস।

অহে নাথ কি বলিব আর।
তনু মন ধন তুমি পরাণ আমার॥
গুরু জন ভয়ে দিনু তিলাঞ্জলি দান।
জাতি কুল শীল তুমি লাজ অভিমান॥
তুমি সে ভূষণ মোর হিয়ে মণিহার।
তোমা বিনা এই মোর দেহ লাগে ভার
তুমি সে জীবন গতি স্বরূপ বিচার।
রায় বসন্ত কহে এই কথা সার॥

২৪৬।

বেলাবলী।

শ্যাম বঁধু না বলিহ আর।
গুরু গরবিত মোর যাউক ছারে খার॥
না যাইব ঘরে বঁধু, রহিব কাননে।
কি করিবে আর পাপ ননদী বচনে?
তুয়া পায় সুঁপিয়াছি তনু মন প্রাণ।
দিবস রজনী তোমা বিনু নাহি আন॥
অন্তরে বাহিরে বঁধু তুমি কেবল সার।
এই দেখ তোমারে করিব গলার হার॥
রায় বসন্ত কহে আর কথা নাই।
যে পণ করিলা তুমি হইল তাহাই॥

সম্ভোগ।

(বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত।)

২৪৭।

বালাধানশী।

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি।
মেরুল মিলায়ে দিলহি ধন কোটী[১] ॥
কত পরবোধে আনল অনুরোধি।
নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি[২] ॥
শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই।
বাড়ল মদন বাহুড়াব কোই ?
আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই।
বাদর ডরে শশী বেকত না হোই ॥
লগ[৩] নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল
অরু বেরি বেরি করহি কর জোর ॥
দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে[৪]।
কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে[৫] ॥
দরশন পরশন দ্বয় অনিবারে।
মুহিরে[৬] মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে।
এত দিনে সখী সব আছিল ঠাট।
অবহি মদন পঢ়াযব পাঠ ॥

১। এই শ্লোকের অর্থ গ্রহ হইল না। ২। প্রবোধ দিয়া
৩। লগ—নিকট। ৪। সঞ্চিত করে।
৫। কুচ-কঞ্চুলিকা বৃথা রক্ষা করিতে যায় ৬। মহির—কা

বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি।
পরশিতে তরসি(৭) করহি কর ঠেলি।

২৪৮।

ধানশী।

পরিহর, মনে কছু নাকর তরাস।
সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ॥
দূর কর দুরমতি, কহলম তোয়।
বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়॥
তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ।
ইথে লাগি ধনী কাহে হোয়বি বিমুখ?
তিল এক মুদি রহু দুনয়ান।
রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥
চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার।
বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥

২৪৯।

ধানশী।

সখী পরবোধি শয়ন তলে আনি।
পিয় হিয়ে হরখি ধরল নিজ পাণি॥
ছুঁইতে বালী (১) মলিন ভৈগেলি।
বিধু কোরে কমলিনী মলিন ভেলি॥
'নহি নহি' কহয়ে, নয়নে ঝরে লোর।
শুতি রহল যাই শয়নক ওর॥

৭। ত্রাসযুক্তা হইয়া।
১। বালিকা।

আলিঙ্গয়ে নীবিবন্ধন বিনু খোরি (২)।
কুয়ে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি ॥
আঁচল লেই বদন উর ঝাঁপে।
থির নাহি হোয়ত, থরহরি কাঁপে ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার।
দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার ॥

২৫০।

তিরোতা ধানশী।

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়।
তিরিবধ (১) পাতক লাগয়ে তোয় ॥
তুহুঁ রস আগর নাগর ঢীট (২)।
হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ ॥
রস পরসঙ্গে উঠয়ে মঝু কাঁপ।
বাণে হরিণী জনু কয়লহি ঝাঁপ (৩) ॥
অসময় আশ না পূরই কান।
ভাল জন না করে বিরস পরিণাম ॥
বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ (৪)।
ফলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাঁচ (৫) ॥

২। না খুলিয়া।

১। স্ত্রীবধের। ২। তুমি রসাধার ধৃষ্ট নায়ক।

৩। বাণাহতা হরিণী যেমন ঝম্পপ্রদান করে, ভয়ে,—উল্লাসে নহে; সেইরূপ রসপ্রসঙ্গে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

৪। সত্য (হিন্দী)। ৫। কাঁচা—অপক্ক। অপক্ক প্রায় মিষ্ট হয় না।

২৫১।

তিরোতা ধানশী।

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি।
তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বর-নারী॥
তুঁহুত নাগর গুরু হাম অগেয়ান।
কেলি কলা সব তুহুঁ ভালে জান॥
খূয়ল কবরী মোর, টূটল হার।
হাম অবুধ নারী তুহুঁত গোঙার॥
বিদ্যাপতি কহে কর অবধান।
রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥

২৫২।

ধানশী।

রতি সুবিশারদ তুহুঁ, রাখ মান।
বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥
এবে সে অলপ রসে না পূরব আশ।
নিতি নিতি আপনি আওব তুয়া পাশ॥
অলপে অলপে যদি চাহ নিতি।
প্রতিপদ চাঁদ কলা সম রীতি॥
থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি।
না দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি (১)॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত।
কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত॥

২৫৩।

ধানশী।

চানুর মরদন তুহুঁ বনমালী।
শিরীষ কুসুম হাম কমলিনী নারী॥

(১) রস আশা করিয়া নখর লাঞ্ছন করিও না।

দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ'।
করী-করে সোঁপল মালতী মাদ . ॥
নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল (৩)।
মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল ॥
বিদগধ মাধব তোহে পরণাম।
অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম ॥
এ হরি এ হরি কর অবধান।
আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ ॥
রসবতী নাগরী রস মরিযাদ।
বিদ্যাপতি কহ পূরব সাধ ॥

১৫৪।

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান।
নবীন শিখায়ল গুরু পাঁচ বাণ (১) ॥
অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার।
বলে নাহি লেওত জীবন হামার ॥
আরতি না কর কানু না ধর চীর।
হাম অবলা অতি রতি-রণ-ভীর ॥
প্রথম বয়স, লেশ না পূরব আশ।
না পূরে অলপ ধনে দারিদ তিয়াস ॥
মাধবী মুকুলিত মালতী ফুল (২)।
তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল ॥
অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম
সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম (৩)
কহই বিদ্যাপতি নাগর কান।
মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান ॥

" স্পষ্টতঃ মাল, কিন্তু এরূপ বর্ণ বিবর্ত্তন প্রায় দেখা যায় না
৩। অশ্রু বারিতে ১। পঞ্চবাণ গুরু সম্প্রতি শিখাইয়াছে।

১৮৩। *

তিরোতা ধানশী।

দিনে দিনে পয়োধর ভৈগেল পীন।
বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥
অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ।
শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥
পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ।
দিনে দিনে বাঢ়য়ে, পীড়য়ে অনঙ্গ॥
সো পুন ভৈগেল বীজক পোর।
অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর॥
মাধব পেখনু রমণী সন্ধান।
ঘাটহি ভেটনু করত সিনান॥
তনু শুক বসন তনু-হিয় লাগি।
যো পুরুখ দেখত তাকর ভাগি॥
উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ।
চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি।
সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥

---

* এই গান বা পদটি ১৮২ সংখ্যার পর বসিবে। ১৫৬ পৃষ্ঠায় ১৮৩ সংখ্যা নাই; এইখানে দেওয়া গেল। পূর্ব্বোক্ত ১৮২ সংখ্যার এবং এই ১৮৩ সংখ্যার পদদ্বয় বিদ্যাপতির হইলে প্রথমেই যাওয়া উচিত। আর উপরের পদ কয়েকটি ১৫৫ পৃষ্ঠার ১৮১ সংখ্যার পদের পরে পড়িতে হইবে। যেমন সংগৃহীত হইতেছে, অমনই প্রকাশ করা যাইতেছে। বিষয় বিচ্ছেদের জন্য বিলম্ব করিতে পারি নাই।